وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-۴۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرُکْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمَعْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَطِلُوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةٌ نَبِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (السعدرك للعاكم-۴۸)

عَمَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرُکْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمَعْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَطِلُوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةٌ نَبِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (السعدرك للعاكم-۴۸)

عَمَا أَيْهُا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرُکْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمَعْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَطِيلُوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةً نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (السعدرك للعاكم-۴۸)



নবী করীম ক্রিক্স বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোনো একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই। তবে খলীফাদের সংখ্যাধিক্য হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ক্রিক্স। আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, 'তোমরা ক্রমধারা অনুসারে তাদের (খলীফাদের) নিকট বায়'আত করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৬৬৭)।

● ৯ম বর্ষ
● ১ম সংখ্যা
● নভেম্বর ২০২৪

□

Web: www.al-itisam.com

ইসলামের সামগ্রিক বিজয় যেভাবে সম্ভব

- ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করা
- সমাজ ও দেশের সাথে সম্পুক্ত থাকা
- শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা
- 💶 রাজনীতি সচেতন থাকা

MONTHLY AL-ITISAM

Chief Editor: ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK

Published By: AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH
Printed By: Al-Itisam printing press

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210

Mobile: 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840

E-mail: monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة. السنة: ٩ ، ربيع الثاني و جمادى الأول ١٤٤٦ه/ نوفمبر ٢٠٢٤م العدد: ١ ، الجزء : ٩٧ تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

| পাঁচ ওয়াত | ক্ত ছালাতের | সময়সূচি | (ঢাকার জন্য) | হিত | নরী ১৪৪৬ | ঈসায়ী ২০ | ২৪ বঙ্গীয় | \$8 0 \$ |
|---------------|--------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|------------------------|-----------------|
| ইংরেজি মাস | আরবী মাস | বার | সাহারী শে ষ ও ফজর শুরু | সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ | যোহর | আছর | ইফতার ও মাগরিব শুরু | এশা |
| ০১- নভেম্বর | ২৭ বরী: আখের | শুক্রবার | 8,86 | ৬.০৪ | ۵۵.8২ | ૨.૯૯ | ৫.২০ | ৬.৩৬ |
| ০৫- নভেম্বর | ০২ জুমা: উলা | মঙ্গলবার | 8,৫0 | ৬.০৭ | ১১.৪২ | ২.৫৩ | <i>۴.</i> ۵۹ | ৬.৩8 |
| ১০- নভেম্বর | ০৭ জুমা: উলা | রবিবার | 8.৫২ | ৬.১০ | ১১.৪২ | ૨. ૯૨ | ٥٤.٥ | ৬.৩২ |
| ১৫- নভেম্বর | ১২ জুমা: উলা | শুক্রবার | 99.8 | ৬.১৩ | \$2.80 | २.৫১ | ٥٤.٩ | ৬.৩১ |
| ২০- নভেম্বর | ১৭ জুমা: উলা | বুধবার | 8.৫৮ | ৬.১৬ | \$2.88 | ২.৫০ | ৫.১২ | ৬.৩০ |
| ২৫- নভেম্বর | ২২ জুমা: উলা | সোমবার | ¢.03 | ৬.২০ | 33.8€ | ২.৫০ | ۷٤.5 | ৬.৩০ |
| ৩০- নভেম্বর | ২৭ জুমা: উলা | শনিবার | 80,3 | ৬.২৩ | \$3.89 | 2.60 | دد.ه | ৬.৩০ |

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

| U | <u>।का ।</u> | বভাগ | |
|-------------|--------------|-------------|-----------|
| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যান্ত |
| গাজীপুর | 0 | 0 | 0 |
| নারায়ণগঞ্জ | -2 | 0 | 0 |
| নরসিংদী | -2 | -2 | -২ |
| কিশোরগঞ্জ | -2 | -> | -9 |
| টাঙ্গাইল | +2 | +© | +5 |
| ফরিদপুর | +২ | +2 | +2 |
| রাজবাড়ী | +0 | O + | +© |
| মুন্সিগঞ্জ | -2 | -2 | 0 |
| গোপালগঞ্জ | +2 | +2 | +0 |
| মাদারীপুর | 0 | 0 | +5 |
| মানিকগঞ্জ | +2 | +2 | +5 |
| শরিয়তপুর | 0 | 0 | +5 |

जिका विकाश

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যান্ত |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| ময়মনসিংহ | 0 | +5 | -5 |
| শেরপুর | +2 | +© | 0 |
| জামালপুর | +2 | +© | 0 |
| নেত্রকোনা | -5 | 0 | -৩ |

| চ্য | গ্রাম | বিভাগ | |
|------------------|-------|-----------------|-----------|
| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যান্ত |
| চউগ্রাম | -9 | -9 | -8 |
| খাগড়াছড়ি | -9 | -b ⁻ | -& |
| রাঙ্গামাটি | -b- | -გ | -& |
| বান্দরবান | -br | -გ | -& |
| কুমিল্লা | -0 | -8 | -9 |
| নোয়াখালী | -0 | -8 | -২ |
| লক্ষ্মীপুর | -2 | -2 | -2 |
| চাঁদপুর | -2 | -২ | -2 |
| ফেনী | -& | -& | -৩ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | و۔ | و- | -9 |

| সিলেট বিভাগ | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূৰ্যান্ত |
| সিলেট | -& | -8 | -9 |
| সুনামগঞ্জ | و- | -৩ | -৬ |
| মৌলভীবাজার | -& | -& | -৬ |
| হবিগঞ্জ | -8 | -৩ | -& |

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যান্ত |
|----------------|-----|-----------|-----------|
| রাজশাহী | +9 | +6 | +9 |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +8 | +8 | +6- |
| নাটোর | +& | +& | +& |
| পাবনা | +& | +& | +8 |
| সিরাজগঞ্জ | +9 | +8 | +২ |
| বগুড়া | +& | +& | +0 |
| নওগাঁ | +& | +9 | +& |
| জয়পুরহাট | +৬ | +9 | +8 |

| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যান্ত |
|------------|-----|-----------|-----------|
| রংপুর | +& | +& | +0 |
| দিনাজপুর | +6 | +გ | +& |
| গাইবান্ধা | +8 | +& | +2 |
| কুড়িগ্রাম | +8 | +& | +5 |
| লালমনিরহাট | +& | +৬ | +২ |
| নীলফামারী | +6- | +6 | +8 |
| পঞ্চগড় | +8 | +50 | +& |
| ঠাকুরগাঁও | +5 | +50 | +& |

| খু | नना । | বভাগ | |
|-------------|-------|-----------------|-----------|
| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যান্ত |
| খুলনা | +0 | * 0+ | +8 |
| বাগেরহাট | +2 | +2 | +8 |
| সাতক্ষীরা | +& | +8 | +9 |
| যশোর | +8 | +8 | +& |
| চুয়াডাঙ্গা | +& | +& | +& |
| ঝিনাইদহ | +& | +& | +& |
| কুষ্টিয়া | +& | +& | +& |
| মেহেরপুর | +9 | +9 | +9 |
| মাগুরা | +8 | +8 | +8 |
| নড়াইল | +৩ | +9 | +8 |

| বরি | রশাল | বিভাগ | |
|------------|------|-----------|------------|
| জেলার নাম | ফজর | সূর্যোদয় | সূর্যান্ত |
| বরিশাল | -2 | -2 | +2 |
| পটুয়াখালী | -2 | -2 | +2 |
| পিরোজপুর | +5 | +5 | +0 |
| ঝালকাঠি | 0 | 0 | +2 |
| ভোলা | -2 | -2 | 0 |
| বরগুনা | 0 | 0 | O + |



৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

নভেম্বর ২০২৪

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবীউল আখের-জুমাদাল উলা ১৪৪৬

TENY

সাল-ইচিচাম

করআন ও সুরাহকে আঁকডে ধরার এক অনন্য বার্তা

সুচিপত্র

০২

08

ob

77

26

29

১৯

২৩

২৬

২৯

07

৩৭

৩৯

80

8३

| The second secon |
|--|
| 🔷 সম্পাদকীয় |
| 🔷 প্রবন্ধ |
| » ইসলামে বায়'আত (পর্ব-৬) -আবুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী |
| » আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ (পর্ব-২) -ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ |
| » কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা (শেষ পর্ব) -আপুল্লাহ বিন আপুর রাষ্যাক |
| ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তার 'আল-ইবানাহ আন উছ্লিদ দিয়ানাহ' গ্রন্থ (পর্ব-২) -আপুলাহ মাহয়ুদ |
| » বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফীদের ভূমিকা -মূল: শায়খ ড. উসামা ইবনে আত্বায়া আল-উতায়বী পরিমার্জিত অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান বিন আনুস সান্তার |
| |
| ৣ ট্রাঙ্গজেন্ডার: অভিশপ্ত জাতির পুরোনো গোনাহের নতুন রূপ -রাকিব আলী |
| হারামাইনের মিম্বার থেকে পরকালীন উপদেশ ও সতর্কতা অনুবাদ : আবুল্লাহ বিন খোরশেদ |
| সাময়িক প্রসঙ্গ » সময় য়েমন আপন নয়, ক্ষমতা তেমন চিরস্থায়ী নয়! -তাবাসসুম আরোবী |
| কারীদের পাতা » মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (শেষ পর্ব) -মূল: শায়ৢখ মুহামাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন অনুবাদ: ড়. আবুল্লাহিল কাফী মাদানী |
| গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান » পাগলের মেলা -মূল : ড. আলী তানতাবী অনুবাদ : মাজহারুল ইসলাম আবির |

উপদেষ্টা 🗏

- ♦ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
- শায়৺ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
- শায়খ য়হায়াদ ইউসফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক

সম্পাদক

মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক

হ্যরত আলী হাসান আল-বান্না মাদানী আব্দুল বারী বিন সোলায়মান মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক

- ★ মো: নাসির উদ্দিন → আল আমিন
 ★ আবল কাদের
- ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার রাসেল আহমাদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা

আসিফ আহমাদ ও আবুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
 ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী ০১৪০৭-০২১৮২২
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
 ০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল ০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ বিকাশ মার্চেট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ প্রধান সম্পাদক

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ ডাঙ্গীপাড়া , পবা , রাজশাহী সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮ ব্যবস্তাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

� সওয়াল-জওয়াব

🕸 কবিতা

🕸 সংবাদ

□ youtube.com/c/alitisamtv
 f facebook.com/alitisam2016
 □ monthlyalitisam@gmail.com

www.al-itisam.com

ٱلحُمْدُ يِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী হতাশা ও আমাদের করণীয়

দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিজমের অবসান হয় ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। উক্ত গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ছাত্র-জনতা ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মহানায়ক আবৃ সাঈদ তার ফেসবুক টাইমলাইনে শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফসহ আরও অনেক উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন ভিডিও শেয়ার দিয়েছেন। যেমন গত ২০শে মে একটি পোস্টে তিনি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের 'অবৈধ সম্পর্ক' বিষয়ক একটি ভিডিও শেয়ার দিয়ে লেখেন, 'Allah maf koruk, jina theke mukto rakhuk!'. সুতরাং আমরা এ কথা জাের গলাতেই বলতে পারি শুধু ইসলামপন্থি জনগণ নয়, বরং সালাফী ছাত্র-জনতারও ব্যাপক ভূমিকা ছিল উক্ত পটপরিবর্তনে। কিন্তু দুংখজনক হলেও সত্য যে, ছাত্র-জনতার বিজয়ের সকল ক্রেডিট কিছু বাম ও এনজিওরা নিজেদের ঘরে নিয়ে গেছে। বিভিন্ন মাস্টার মাইন্ডের গল্প ফেঁদে বিশাল এই অর্জনকে একপেশে করে ফেলা হছে। সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ইসলামপন্থি জনগণের প্রতি বিরূপ আচরণ ধর্মপ্রাণ জনগণকে হতাশা করেছে। বিশেষ করে শিক্ষা সংস্কার কমিটিতে চিহ্নিত ইসলামবিদ্বেষী দুজন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং ইসলাম শিক্ষা বই প্রণয়নে কুখ্যাত হাদীছ অস্বীকারকারীকে দায়িত্ব প্রদান করা অন্যতম। পাশাপাশি ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোনা আলেমকে সংস্কার কমিটিতে না রাখা। উক্ত বিষয়গুলো থেকে তেরি হওয়া হতাশা ইসলামদরিদ মানুষদেরকে ইসলামের সামগ্রিক বিজয় নিয়ে চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। কীভাবে কোন পদ্ধতিতে ইসলামের সামগ্রিক বিজয় সমর্থ ধোঁয়াশা বিরাজমান।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন হচ্ছে খেলাফত। ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে খেলাফত। যেখানে মানুষের ছয়টি মৌলিক অধিকার— অন্ধ, বন্ধ, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও সম্মান সুরক্ষিত-সুনিশ্চিত। ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এখানে সূদভিত্তিক গোলাম বানানোর যালেম অর্থনীতি নিষিদ্ধ। এখানে অর্থনীতিতে মানুষের সমতা ও ব্যক্তিমালিকানার মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে যা কলমের ভাষায় ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। ইসলামী খেলাফতে নেতৃত্ব নির্ধারণের ব্যবস্থাও বর্তমান বিশ্বের যে-কোনো ইলেকশন সিস্টেমের চেয়ে শতভাগ টেকসই, অর্থ সাশ্রয়ী ও দ্বন্ধ নিরসনকারী। যেখানে নেতৃত্ব নিয়ে গ্রুপিং তৈরি হওয়ার সুযোগ নাই। সেই গ্রপিংকে কাজে লাগিয়ে চরিত্রহননের ও সম্মানহানির অ্যাচিত চর্চা নাই। যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত পরামর্শ সভার মাধ্যমে প্রার্থীবিহীন গোপন ব্যালটে নেতা নির্ধারণের অতি সাশ্রয়ী ও কালক্ষেপণমুক্ত পদ্ধতিই হচ্ছে খেলাফতে নেতৃত্ব নির্বাচনের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। বিচারব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার সরিষা সমপরিমাণ স্থান ইসলামের বিচারব্যবস্থায় নাই। ফলত দ্রুত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সমাজে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, খেলাফত আসবে কীভাবে? শতধা বিভক্ত মুসলিম জনতার কেউ মনে করছেন গণতান্ত্রিক ভোটের মাধ্যমে তারা ইসলামকে বিজয়ী করবেন। আবার কেউ ভাবছেন অস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র সমাধান। আবার কেউ শুধু দাওয়াতী কাজের মধ্যেই সবকিছুকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। মূলত, আমাদের মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠাই একমাত্র সফলতা বিষয়টি কখনোই এমন নয়; বহু নবী রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছাড়াই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। প্রকৃত মুমিনের একমাত্র সফলতা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া। তবে হাাঁ, ইসলামের সামগ্রিক বিজয় এবং ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণকামিতা রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ হাট্রা রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন। আমরা মনে করি তাঁর জীবনীই আমাদের জন্য জ্বলন্ত নিদর্শন ও সকল দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য একমাত্র উদাহরণ। পৃথিবীর সকল তন্ত্র-মন্ত্রের চেয়ে তার সীরাতই আমাদের জন্য প্রকৃত পথ প্রদর্শনকারী। আমরা যদি রাসূল হাট্রা-এর জীবনীকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করি তাহলে ইসলামের সামগ্রিক বিজয়ের জন্য কয়েকটি বিষয় অতি জরুরী কর্তব্য হিসেবে দেখতে পাব। যথা—

ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করা: সকল নবীকে মহান আল্লাহ প্রাথমিক যে দায়িত্বটি প্রদান করেছিলেন তা হচ্ছে দাওয়াতী কাজ করা। দাওয়াতী কাজ করার ক্ষেত্রে তারা সবসময় নিজ সময়ের শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ বা সমাজপতিদের দিয়ে শুরু

করতেন। যেমন মূসা শুলাই দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছেন ফেরাউনকে দিয়ে। মুহাম্মাদ হুলাই দাওয়াতী কাজ শুরু করেছেন কুরাইশ বংশের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করার মাধ্যমে। পাশাপাশি নবীগণের দাওয়াতী কাজের অন্যতম স্ট্র্যাটেজি ছিল তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত আরম্ভ করা এবং কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ না করা। তারা কখনোই আদর্শে ছাড় দিয়ে চুক্তিবদ্ধ বা জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা করেননি। সুতরাং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে হবে। চূড়ান্ত সফলতা মহান আল্লাহর হাতে।

সমাজ ও দেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা: নবীগণকে মহান আল্লাহ শুধু দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে তৈরি করেননি; বরং নেতৃত্বের সকল যোগ্যতা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে সকল নবীরই রাষ্ট্রনেতা ও সমাজনেতা হওয়ার যোগ্যতা ছিল এবং নবীদের মধ্যে যাদেরকে রাষ্ট্রনেতা হওয়ার তাওফীক দান করেছিলেন তারা তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় শতভাগ সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। নবীগণ গবেষক বা লেখক ছিলেন না; তারা মূলত ছিলেন সমাজসেবক ও মানবসেবক। তারা জন্মগত সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার অনন্য গুণে গুণান্বিত ছিলেন। মহান আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত বাকী সময়টুকু তারা মানুষের পিছনে ব্যয় করতেন। তাদের উন্নত চরিত্র ছিল তাদের দাওয়াতে প্রভাবিত হওয়ার অন্যতম মূল কারণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকের যুগে মুসলিমরা ইসলামকে শুধু মসজিদ ও মাদরাসার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আলেম-উলামা সমাজ ও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। ফলত ইসলামের সামগ্রিক চেহারা জনগণের সামনে ফুটিয়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন।

শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা: আধুনিক বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাজনীতি একটি ধোঁকা মাত্র। গণতন্ত্রের নামে কখনোই জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় না; বরং দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। গণতন্ত্রের নামে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র তৈরি হয়। যার মাধ্যমে কর্পোরেট গোলামীর জিঞ্জিরে মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়। আর এটিই আধুনিক দাসত্ব। অন্যদিকে ব্যক্তি ও পরিবার জীবনে লিবারেলিজম-এর নামে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা চর্চা করতে গিয়ে মানুষ শয়তানের গোলামে পরিণত হয়ে যায়। যার অন্যতম জ্বলম্ভ উদাহরণ এল,জি,বি,টি,কিউ এবং ট্রাঙ্গজেন্ডার ইস্যু। ফলত গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়া আকাশকুসুম কল্পনার শামিল। এই গণতন্ত্রের বেড়াজালের মধ্যেও ইয়াহূদীরা নিজেদের স্বতন্ত্রতা ধরে রেখেছে শক্তিশালী মিডিয়া ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আমরা মুসলিমরা এই জায়গায় পিছিয়ে আছি। আমরা গণতন্ত্রের ধোঁকায় পতিত হয়ে ভোটের রাজনীতিতে আমাদের সকল পগুশ্রম ব্যয় করে যাচ্ছি। আমাদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার কোনো বিকল্প নাই।

রাজনীতি সচেতন থাকা: গণতন্ত্রের রাজনীতি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে ভোটে অংশগ্রহণ পরিত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে, রাজনীতিবিমুখ হয়ে যাওয়া। আমাদের অনেকেই এতটাই রাজনীতি অসচেতন যে, তারা সমাজে তাদের অবস্থান ও অন্তিত্ব জানান দেওয়া থেকেও নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন, যা কখনোই ইসলামসম্মত হতে পারে না। আমাদেরকে অবশ্যই সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করতে হবে। আর এটিই উম্মাতে মুসলিমার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। অতএব, সরাসরি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না থাকলেও আমরা কখনোই সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়া বন্ধ করব না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় সকল সৎকাজে সহযোগিতা করা এবং রাষ্ট্রীয় সকল অসৎকাজে সাধ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ ও বাধা প্রদান করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

উপরের বিষয়গুলো আমরা আমাদের জায়গা থেকে সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে করতে পারলে মহান আল্লাহ চাইলে আমাদের সামগ্রিক বিজয় দান করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎ আমল করে তাদের জন্য মহান আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে, অবশ্য অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং মনোনীত দ্বীন ইসলামকে পৃথিবীতে শক্তিশালী করবেন। আর ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রতিস্থাপিত করবেন' (আন-নূর, ২৪/৫৫)।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন এবং সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন! (প্র. স.)

ইসলামে বায় আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৬)

মুসলিম শাসকের জন্য জনগণের করণীয়

বায়'আত যেহেতু খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে নির্দিষ্ট, সেহেতু বায়'আত সংঘটিত হওয়ার পরে শাসক ও জনগণের পারস্পরির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করাও এ লেখার দাবি।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম শাসকদের প্রতি জনগণের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: (ক) কার্যমূলক দায়িত্ব ও (খ) বর্জনমূলক দায়িত্ব।

- (ক) কার্যমূলক দায়িত্ব: যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য জনগণকে বাস্তবায়ন করতে হয়, সেগুলো এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দায়িত্ব হচ্ছে—
- ২. আনুগত্য করা: মুসলিম সরকারের আনুগত্য পবিত্র কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং

আনুগত্য করো রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের' (আন-নিসা, ৪/৫৯)।

উল্লিখিত আয়াতে ﴿ أُولِي الْأُمْرِ﴾ 'নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ' কথাটি দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে ইমাম কুরতুবী ক্রাক্ত মতভেদ উল্লেখ করার পর বলেন, টুটিট্টিট্টি গ্রাইটি 'এসব বক্তব্যের মধ্যে বিশুদ্ধতম বক্তব্য হচ্ছে, প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি' অর্থাৎ শাসকশ্রেণি এবং উলামায়ে কেরাম।

إَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ , तान्त وَإِن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ यिन তোমাদের উপর কোনো হাবশী حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায়, তবুও তার কথা শোনো ও তার আনুগত্য করো'।° مَنْ أَطَاعَنَى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ तलन, وَمَنْ أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ ر عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَّاعَ أُمِيْرِيْ فَقَدْ أَطَّاعَنِيْ، وَمَنْ عَصٰى থৈ ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহর নাফরমানী করল। অনুরূপভাবে যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের নাফরমানী করল, সে আমার নাফরমানী السُّلْطَانِ وُجُوْبًا مُجْمَلًا؛ لِأَنَّ فِيْ ذٰلِكَ طَاعَةَ اللهِ وَطَاعَةَ رَسُوْلِهِ 'মোটের উপর শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব বলে এ হাদীছ প্রমাণ করে। কেননা এতে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূল খালাং -এর আনুগত্য'। ৫ নবী খালাং -এর নিম্নবর্ণিত বাণীটি এই প্রয়োগের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ जूमि पूजिमरापत 'जामा'আত' এবং তাদের 'के الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمُ

 ^{*} বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪২।

কুরতুবী, আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিছরিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ: ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.), ৫/২৫৯-২৬০।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৪২।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫।

৫. ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী, ৮/২০৯।

ইমামের সাথে থাকবে'৷৬মুহাল্লাব 🕬 -এর বক্তব্যে হাদীছে উল্লিখিত 'আমীর' কথাটির প্রকৃত অর্থ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে। আর তা হচ্ছে শাসকশ্রেণি। মূলত সর্বযুগের উলামায়ে কেরামের বক্তব্যও তাই।

আরেকটা জরুরী বিষয় হচ্ছে, এখানে 'আলেম-উলামা ও শাসকশ্রেণি' বলতে নির্দিষ্ট কোনো আলেম বা শুধু সরকার প্রধানকে বুঝানো হয়নি। বরং সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছের ধারক-বাহক হরুপন্থি সকল আলেম এবং সরকারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝানো হয়েছে। তবে, তাদের আনুগত্যের মৌলিক দু'টি শর্ত হচ্ছে— (১) তাদেরকে মুসলিম হতে হবে ও (২) তাদের আদেশ-নিষেধের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল আলাব –এর নাফরমানী ও অবাধ্যতা থাকা চলবে না। রাসূলুল্লাহ অষ্ট্রীর বলেন, রিট্টার্ট্র ট্রু কর্তুনুর্ট্ন বিলেন, প্রস্থার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই'। সুতরাং নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত সাপেক্ষে আলেম-উলামা ও শাসকশ্রেণির আনুগত্য করতে হবে।

৩. শাসককে সাহায্য করা ও তার পক্ষে লড়াই করা: মুসলিম শাসকের জন্য জনগণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হচ্ছে, সুখে-দুঃখে, কঠিন অবস্থায়, স্বাভাবিক অবস্থায়— সর্বাবস্থায় তাকে সাহায্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ খালার বলেন, الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ «وَعَامَّتِهِمُ 'দ্বীন হচ্ছে নছীহত'। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, 'আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ও সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্য' ৷ ইমাম নববী 🦇 বলেন, 'মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে নছীহতের অর্থ হচ্ছে, হক্কের ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করা ও আনুগত্য করা। তাদেরকে হক্কের নির্দেশনা দেওয়া ও কোমলতার সাথে সাবধান করা...'।১০

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৮৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭।

ভেতরের বা বাইরের যে-ই রাষ্ট্রে ফেতনা করতে আসবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে কাজ করতে হবে। মহান ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ,আল্লাহ বলেন فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ الله 'মুমিনদের দুই দল লড়াইয়ে লিগু হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করলে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে' (আল-হুজুরাত, ৪৯/৯)। রাসূল খালাবে বলেন, إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّفَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، (সরকার) فَإِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ তো ঢালস্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ (হয়) এবং তারই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা যায়। অতঃপর যদি সে আল্লাহর তারুওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য এর পুরস্কার রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে, তবে এর মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে'।১১

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য বা কোনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে প্রতিহত করতে সরকার আহ্বান করলে তার পক্ষে লড়াই করা সরকারের আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

8. শাসকশ্রেণিকে নছীহত করা: এটা বিশেষ করে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাজ, যাদের কথা সহজে শাসকশ্রেণির কাছে পৌঁছা সম্ভব। বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে নছীহত করা, তাদের ভুল শুধরিয়ে দেওয়া এ শ্রেণির মানুষের দায়িত্ব। তবে, সাধারণ জনগণও এর আওতায় আসতে পারে। রাসূল اَلدِّينُ النَّصِيْحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ,বলেন, নছীহত করাই দ্বীন। আমরা وَلِأَنِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূল আল্লাই-এর, মুসলিম শাসক ও মুসলিম জনগণের জন্য'। ২ খুলাফায়ে রাশেদৃন বিষয়টি উপলব্ধি করে জনগণকে নছীহতের প্রতি উৎসাহিত केत्रा । আবূ বকর ﴿﴿ اللهِ ﴿ حَالَمُ اللَّهُ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ 'আমি ঠিক কাজ করলে আপনারা আমাকে أُسَأْتُ فَقَوِّمُوْني

৭. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ, হা/২৪৫৫, 'ছহীহ'।

৮. দ্রষ্টব্য: খালেদ আহমাদ শানতূত, আত-তারবিয়্যাহ আস-সিয়াসিয়্যাহ ফিল মুজতামা'ইল মুসলিম, (মুদ্রণ তথ্যবিহীন), পৃ. ৯২-৯৩।

৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫।

১০. আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, ২/৩৮।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪১।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৫।

সাহায্য করবেন। আর বেঠিক কিছু করলে আমাকে সংশোধন করে দিবেন'। শুসাধারণ জনগণ তাদেরকে নছীহত করলেও তারা তা সাদরে গ্রহণ করতেন। সুতরাং নছীহতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে খেয়াল রেখে শাসকগোষ্ঠীর নছীহত করা এবং তাদের গ্রহণ করা উচিত।

৫. শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ঘটিত অপছন্দনীয় ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা: শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে, এমনকি অত্যাচার ঘটে গেলেও জনগণকে ধৈর্যধারণ করতে مَنْ رَأَىٰ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرُ , বলেন, كَانَ مَنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرُ থে عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ব্যক্তি তার আমীরের মাঝে এমন কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করে, যা সে অপছন্দ করে, তবে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি 'জামা'আত' থেকে এক বিঘত সরে গেল এবং এ অবস্থায় মারা গেল, নিশ্চিত তার জহেলী মৃত্যু হলো'। ১৪ অপর أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 'যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য (শাসককে) মেনে নেওয়া ও তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর আদেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোনো মান্যতা ও আনুগত্য নেই'। ও রাসূলুল্লাহ আরো বলেন, ইক্রিক্র ত্বনি শুনার وُتُطِيْعُ لِلْأَمِيْرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأَخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ও আনুগত্য করবে। যদি তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় এবং তোমার ধনসম্পদ কেড়েও নেওয়া হয়, তবুও তুমি আনুগত্য করবে'।১৬ এরকম আরো বহু হাদীছ আছে এবং উলামায়ে কেরামও এমনটিই বলেছেন।

৬. শাসককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা: শাসকগোষ্ঠীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা সুন্ধাত। রাসূলুল্লাহ ক্রিল বলেন, الله বলেন, الله عَدْهُ وَحَامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيُ فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيُ فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَالشَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ الْمُقَامِ الْمُقَامِ الْمُقْسِطِ الْمُقْسِلِ الْمُعْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِي الْمُسْلِقِي الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ

করা, কুরআনের যথাযথ ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান দেখানো মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'। ১৭ ত্বউস ইবনে কায়সান ক্ষাক্ষ বলেন, ক্র নুটি কুট নিট্রিট্র নিট্রেই নিট্রট্র নিট্রট্র নিট্রট্র নিট্রট্র নিট্রট্র নিট্রট্র নিট্রট্র নিট্রট্র নিট্রট্র করা সুন্নাত— আলেম, বৃদ্ধ, রাষ্ট্রনেতা ও পিতা–মাতা'। ১৮

- ৭. শাসকের জন্য বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা: শাসক যাতে বাইরের দুশ্ভিমুক্ত হয়ে দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করে যেতে পারেন, সেজন্য বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে হবে। আবৃ বকর ক্রিছেলেন।১৯
- (খ) বর্জনমূলক দায়িত্ব: যেসব বিষয় জনগণকে বর্জন করতে হবে, সেগুলো হচ্ছে বর্জনমূলক দায়িত্ব। এগুলোর কয়েকটি আলোকপাত করা হলো—
- ১. শাসকগোষ্ঠীকে গালমন্দ না করা: শাসক ও জনগণের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকা চাই। তাহলে শাসক যেমন জনগণের উপর আস্থা রাখতে পারবে, জনগণও তেমনি শাসকগোষ্ঠীর উপর আস্থা রাখতে পারবে। এভাবে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সবাই মিলে ভূমিকা রাখতে পারবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে সবকিছু পিছিয়ে যাবে। সেজন্য ইসলাম শাসকগোষ্ঠীর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে বলেছে। আনাস ইবনে মালেক ক্রেই বলেন, আমাদেরকে রাস্লুল্লাহ র্থ নির্দ্ধিন নিষেধ করেছেন, নির্দ্ধিন ত্রি নির্দ্ধে করেছেন, তুটি নির্দ্ধিন ত্রি তুটিন ত্রি তুটিন ত্রি তুটিন তালের সাথে প্রতারণা করো না, তাদেরকে ঘৃণা করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো…'। ২০

১৩. তবারী, তারীখুর রুসুলি ওয়াল মুল্ক (তারীখে তবারী), (বৈরূত: দারুত তুরাছ, ২য় প্রকাশ: ১৩৮৭ হি.), ৩/২১০।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৫৪ ও ৭১৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৯।

১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৪৪।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. সুনানে আবূ দাউদ, হা/৪৮৪৩, 'হাসান'।

১৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, আছার/২০১৩৩।

১৯. ইবনে আসাকের, তারীখু দিমাশক, (দারুল ফিকর, প্রকাশকাল: ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খু.), ৩০/৩২১।

২০. ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ, (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ: ১৪০০ হি.), হা/১০১৫।

২. শাসকগোষ্ঠীর সাথে প্রতারণা না করা: প্রতারণা কিমানকালেও মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সাধারণভাবে এটা মারাত্মক অপরাধ; আর যদি তা সরকারের সাথে হয়, তাহলে তার ভয়াবহতা আরো বেশি। এতে দেশ ও জনগণের ক্ষতি হয়। সেকারণে রাসূল ক্ষ্রির সর্বপ্রকার প্রতারণা করতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা পালেন, রাসূলুল্লাহ ক্ষ্রির বলেছেন, আঁই কর্মেন বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্ষ্রির বলেছেন, ঠুঁ গ্রে প্রতারণা করে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়'। আনাস ইবনে মালেক ক্ষ্রির বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ক্ষ্রির বড় হাহাবী নিষেধ করেছেন, 'তোমাদের শাসকদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাদের সাথে প্রতারণা করো না, তাদেরকে ঘৃণা করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো…'। ২২

৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ না করা: শাসকগোষ্ঠীর সাথে খেয়ানত করে বা অন্য কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া হারাম এবং এটা বড় ধরনের খেয়ানত। আবৃ হুরায়রা ক্রাঞ্চ বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাহে বলেছেন, র্ট্রাট্রাই র্ট্রায়রা أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ কাউকে ক্নিয়ামতের দিন যেন এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, চিৎকাররত উট তার ঘাড়ের উপর সওয়ার হয়ে আছে আর সে আবেদন করছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলব, তোমার ব্যাপারে আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমি তো তোমার কাছে (আগেই সতর্কবার্তা) পৌঁছে দিয়েছি...'। ২০ আদি ইবনে উমাইরা আল-किन्नी अलाहर २८० वर्णिण, तात्रृल जाहर वर्णन, वंदेवें के केंट्र वर्णन क مِنْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة 'আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোনো কাজে নিযুক্ত করি আর সে একটি সূচ পরিমাণ বা তার চাইতেও স্বল্প মাল আমাদের নিকট গোপন করে, তা-ই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে'।^{২8} সুতরাং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, হাতিয়ে নেওয়া ও নষ্ট করার অধিকার কারো নেই।

8. সরকারকে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে নছীহত না করা: আমরা আগে দেখে এসেছি, সরকারকে নছীহত করতে হবে, তার ভুলত্রুটি শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে, সরকারের নছীহত হবে কোমলতার সাথে গোপনে; প্রকাশ্যে নয়। রাসুল مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانِ بأَمْرِ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً ,विलन مَنْ أَرَادَ أَن وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى ্যে ব্যক্তি শাসককে কোনো ব্যাপারে নছীহত الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ করতে চায়, সে যেন তা প্রকাশ্যে না করে। বরং তার হাত ধরে নির্জনে গিয়ে নছীহত করে। তিনি গ্রহণ করলে তো ভালো। আর না করলে সে তার দায়িত্ব পালন করল' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৩৩৩, হাদীছটির একাংশ 'ছহীহ লিগয়রিহী', অপর অংশ 'হাসান লিগয়রিহী', অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হাদীছ)। উসামা ইবনে যায়েদ 🦇 উছমান 🚜 তাল 🕶 গাপনে নছীহত করতেন। তাকে বলা হলো, 'আপনি উছমান 🕬 🗝 -এর কাছে গিয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করেন না কেন?' أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أَكَلِّمُهُ إِلَّا أَشْمِعُكُمْ؟ وَاللَّهِ , जवात ि जिन वललन -वािम जात आरथ कथा विन ना ' لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ তোমরা কি এটা মনে করছ? তোমাদের শুনিয়ে কথা বলব? আল্লাহর কসম! আমার ও তার মধ্যকার যে কথা বলার, আমি তাকে তা বলেছি' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৯)*।

সুতরাং মিছিল-মিটিং-এ, বক্তব্যে, পত্র-পত্রিকায়, বই-পুস্তকে বা আধুনিক নানা যোগাযোগ মাধ্যমে মুসলিম সরকারের মন্দ কর্মের সমালোচনা করা শরী আত অনুমোদিত পদ্ধতি নয়। এটা হচ্ছে, সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু এর বিপরীত মতও যেমন আছে, তেমনই গণতান্ত্রিক দেশে দাবি আদায় ও প্রতিবাদের নিয়ম কী হবে, তা অবশ্যই গবেষণার দাবি রাখে।

(ইনশা-আল্লাহ চলবে)

২১. ছহীহ মুসলিম, হা/১০২।

২২. ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ, (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ: ১৪০০ হি.), হা/১০১৫।

২৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩০৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩১।

২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৩।

আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

(পর্ব-২)

- (৬) আল্লাহর স্মরণে মানসিক প্রশান্তি লাভ: আল্লাহ স্মরণ ব্যতীত মানুষের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে না। মানুষের আকাজ্জা, চাহিদা সীমাহীন। তথাপি কোনোকিছুর আধিক্য তাদের মধ্যে একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। তারা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বিপরীত দিকে মহান আল্লাহর চিরন্তন সন্তার সাথে সাক্ষাতের পথে তারা যত এগিয়ে যায়, তাদের ব্যপ্রতা আরো বেড়ে যায়। মহান আল্লাহর স্মরণ মানুষকে এসব ক্ষেত্রে একমাত্র প্রশান্তির পায়রা হয়ে আবর্তিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, الله وَاللَّهِ الله وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- (৭) আল্লাহর ইবাদত পালনকারী: আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করার নিমিত্তে। এটাই তাদের প্রধান দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন, খুঁ وَالْإِنْسَ إِلَّا দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন, (نِيَعْبُدُونِ) 'কেবল আমার ইবাদতের জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং জিনকে' (আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহর ইবাদত না করে এবং তাঁর সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা না করে, তাহলে তারা নিজেদের চিনতে পারবে না। আল্লাহর ব্যাপারে গাফেল হলে তারা নিজেদেরও ভূলে যাবে। এ পরিস্থিতিতে তারা বুঝতে পারবে না তাদের নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে; তাদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের পেছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তাও ভুলে যাবে। এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে ধমকের সুরে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ وَلَا تَكُونُوا আর 'আর كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴿ তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই তো পাপাচারী' (আল-হাশর, ৫৯/১৯)।
- (৮) পরকালীন সফলতা ও আল্লাহর সম্ভৃষ্টি বিধান: মানুষ জাগতিক প্রেরণা বা উদ্দেশ্য নিয়েই বাঁচে না। অর্থাৎ বন্তুগত চাহিদা বা প্রয়োজনই মানুষের সকল কর্মের পেছনে একমাত্র প্রেরণা নয় বরং তারা মহৎ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আশা-আকাজ্ঞা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। আর তা হলো পরকালীন সফলতা ও আল্লাহর সম্ভৃষ্টি বিধান। অতএব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর সম্ভৃষ্টি বিধান। অতএব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর সম্ভৃষ্টি ব্যতিরেকে তাদের সামনে আর কোনো লক্ষ্যই থাকে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে, ﴿ وَادْخُلِي جَنِّ عَلَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنِّ كَنِّ ﴿ প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সম্ভ্রষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো' (আল-ফলর, ৮৯/২৭-০০)।
- (৯) মযবৃত ঈমান: ঈমান মানে বিশ্বাস, প্রত্যয়, ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্তরের বিশ্বাস। এক কথায় বলতে গেলে ঈমান হচ্ছে স্বীকৃতি প্রদান করা। পরিভাষায় বলা হয়, ইসলামের মূল বিষয়গুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার নাম ঈমান। মানুষের মধ্যে এমন কতক মানুষ আছে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থাবলিসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে। কোনো অত্যাচারী শাসকের রক্তচক্ষুও তাদের বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না। এমন ঈমানের এক জীবন্ত মডেল হিসেবে বিশ্বের বুকে সমাদৃত রয়েছেন, মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা আবৃ বকর ছিদ্দীক 🔊 । রাসূল 🖫 -এর প্রতি তার এত বেশি অগাধ আস্থা ছিল যে, মি'রাজের ঘটনার বিবরণ শোনামাত্রই তিনি তা বিশ্বাস করে ফেলেন। পবিত্র কুরআন মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করেছে— ১. ঈমানদার ও ২. যারা ঈমান আনেনি এমন। তবে যারা ঈমান আনে তাদের অধিকাংশই মযবৃত ঈমানের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তারা বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত হতে বাধ্য। তাই তো

সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস, সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

৬. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (রিয়াদ প্রকাশনী: ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ-২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৪৩।

২. মুফতী আমীমুল ইহসান, काওয়ায়েদুল ফিক্কহ, পৃ. ২০০।

ইরশাদ হয়েছে. 'নিশ্চয় যারা বলে. আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ: অতঃপর অবিচল থাকে তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতাগণ এবং তারা বলেন, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার সুসংবাদ গ্রহণ করো' (হা-মীম আস-সাজদা, ৪১/৩০)। যারা এ ধরনের ঈমানের অধিকারী তারাই সফলকাম ও বিজয়ী হবে। তাদের জন্যই মহান আল্লাহ পরকালে মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ , বেলন 'তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও' (আলে ইমরান, ৩/১৩৯)।

(১০) দরিদ্র অথচ অঙ্গে তুষ্ট: সমাজে দুই শ্রেণির মানুষ বাস करत > ५ भनी विषय २. प्रतिख । भनी-प्रतिखत भारत दिवस्य দুরীকরণার্থে ইসলামে যাকাতের বিধান রয়েছে। যা ধনীদের সম্পদ থেকে উত্তোলন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করতে হয়। কেননা ইসলাম সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম। এতে যাকাতের বিধান রাখা হয়েছে যেন সম্পদ এক শ্রেণির মাঝে পুঞ্জীভূত না হয়ে যায়। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে, ﴿كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে যায়' (আল-হাশর, ৫৯/৭)। এতৎসত্ত্বেও এমন কতিপয় মানুষ রয়েছে যারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্ভুষ্ট চিত্তে জীবনযাপন করে। তথাপিও মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানায় না। পবিত্র কুরআনে (الله الله الله الله عنه منه عنه الله ع اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجُاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ দান-ছাদাকা তো تُعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخَّافًا ﴾ এসব গরীব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে না, লোকেরা হাত না পাতার কারণে তাদেরকে ধনী মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না' (আল-বাকারা, ২/২৭৩)। মূলত অল্পে তুষ্টিই শান্তির নিয়ামক। রাসূল আলী বলেন, "الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ 'অন্তরের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য'। الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

(১১) **তাক্ওয়াসম্পন্ন:** তাক্তথ্যা আরবী শব্দ। অর্থ হলো

আল্লাহর ভয়, পরহেযগারিতা, দ্বীনদারিতা, ধার্মিকতা i⁸ যারা তারুওয়া অবলম্বন করে তাদেরকেই মুত্তাক্বী বলা হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কেবল মুত্তাক্কীদের জন্যই পথপ্রদর্শক। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানুষকে লক্ষ্য করে পরিপূর্ণ তারুওয়াবান হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,। ক্রিটাটুটুটি বুটুটি 'एर ঈমানদারগণ! الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*। এ তারুওয়ার গুণে গুণাম্বিত হওয়ার জন্য মানুষের উচিত অধিক পরিমাণে তাঁকে স্মরণ করা এবং সকল কাজ তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা। এসব লোকদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ, ﴿ وَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ, ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ নিশ্চয় প্রকৃত মুমিন তো أياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে' *(আল-আনফাল, ৮/২)*। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পস্থায় যারা জীবন অতিবাহিত করে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় ও কাজসমূহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তারাই মুক্তাকী। এসব লোকদের জন্যই মহান আল্লাহ চিরস্থায়ী স্খময় জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন।

(১২) বিনয়ী ও ভদ্র: বিনয় ও নম্রতা মানুষের অন্যতম চারিত্রিক ভূষণ। বিনয় মানুষকে উচ্চ আসনে সমাসীন করতে এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সহায়তা করে। বিনয়ী ব্যক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ মর্মে ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا ,ইরশাদ হয়েছে ज्ञालात वाना, याता शृथिवीता خَاطَبَهُمْ الجُاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম' (আল-ফুরক্লান, ২৫/৬৩)। শুধু তাই নয়, একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা লুক্নমানও তাঁর পুত্রকে একই আদেশ দিয়েছেন, '(প্রিয় বৎস) পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না' (লুকমান, ৩১/১৮)।

(১৩) দানশীল ও উদার: এ দুটি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ আর

৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (রিয়াদ ৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫১। প্রকাশনী: ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ-২০০২ খ্রি.), পূ. ২১৯।

শুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালোবাসা এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাজ্জা পোষণ করে না। আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়, তারাই সফলকাম' (আল-হাশর, ৫৯/৯)।

(১৬) ক্রোধ সংবরণকারী: ক্রোধ মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে দেয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষের পরস্পরের প্রতি ঘৃণাবোধ জন্ম নেয়। এমনকি অন্যায় পথে পা বাড়াতেও এ ক্রোধ মানুষকে সাহায্য করে। অতএব, ক্রোধ হলো বিভ্রান্তিকর একটি মানবিক দুর্বলতার নাম। মুমিনগণ এ ক্রোধকে দমন করে স্বীয় কাজে সিদ্ধহস্ত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে তাদের এ গুণটির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা নিজেদের ক্রোধকে সংবরণ করে' (আলে ইমরান, ০/১৪০)। এরকম মনের অধিকারী ব্যক্তিগণই হলেন সৎকর্মপরায়ণ।

(১৭) ক্ষমাশীল: ক্ষমা অন্যতম একটি মানবিক গুণ, যা মানুষকে বড় মনের অধিকারী বানাতে সাহায্য করে এবং ক্রোধ সংবরণে সহায়তা করে। ক্রোধের সাথে ক্ষমা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্রোধের সাথেই ক্ষমাশীলতার উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ভুটিলুভু নিল্লুভু নিল্লুভু গুটিলুভু নিল্লুভু নিল্লুভু গুটিলুভু নিল্লুভু নিল্লুভু গুটিলুভু নিল্লুভু বিলেন, ভুটিলুভু নিল্লুভু বিলেন, ভুটিলুভু নিল্লুভু বিলেন ক্রিলুভু বিলেন ভ্রমাশীল; আল্লাহ সংকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন' (আলে ইমরান, ৩/১০৪)।

এসব গুণাবলির অধিকারী যে-সব মানুষ রয়েছে, মূলত তাদের জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে ক্ষমা ও চিরস্থায়ী সুখময় জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। উপর্যুক্ত আয়াতের পূর্বোক্ত আয়াতে সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (তামরা ধাবমান হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য' (আলে ইমরান, ৩/১৩৩)।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

-वापुद्वार विन वापुत ताययाक*

(শেষ পর্ব)

(সেপ্টেম্বর'২৪ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

হাদীছের কঠোরতা: হাদীছের বিক্রন্ধে হাদীছ অস্বীকারকারীদের অন্যতম একটি অভিযোগ হচ্ছে, হাদীছের ভাষা কঠোরতায় পরিপূর্ণ। যে কঠোরতা থেকে জঙ্গিবাদ বা সম্ভ্রাসবাদের উত্থান হতে পারে আর এমন কঠোরতার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, করআন মাজীদে যে পরিমাণ জিহাদ ও কিতাল-বাহ্যিকভাবে সংক্ৰান্ত আদেশ এসেছে এবং আয়াতগুলোকে যতটা কঠোর মনে হবে হাদীছের ভাগুরে এমন কোনো কঠোর হাদীছ পাওয়া দঙ্কর। নিম্নে আমরা কিছ আয়াত পেশ করলাম. যেখানে আল্লাহ সবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ - فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُلَى الظَّلِمِينَ - الشَّهْرُ الْحُرَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ الْتَهَوْا فَلَا عَلَى الظَّلْمِينَ - الشَّهْرُ الْحُرَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ أَامُتَقِينَ ﴾

'আর তাদেরকে যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করো। তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছে। বস্তুত, ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করো। এই হলো কাফেরদের শাস্তি। তবে যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্য় আল্লাহ ক্ষমাশীল.

﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُهُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

'আর হারাম মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করো আর তাদেরকে বন্দি করো, তাদেরকে অবরোধ করো এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকো। আর যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চয় মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু' (আত-তাওবা, ৯/৫)।

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন, لَهُ تَّا تَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ وَقَاتِلُوا اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ محمد بي با الله من ا

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَى إِذَا أَثَخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِنَاء حَتَّى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾

55

পরম দয়ালু। ফেতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে যালেমদের উপর ছাড়া কোনো প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জায়েয হবে না। সম্মানিত মাস হচ্ছে সম্মানিত মাসের বিনিময়ে এবং পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব সবার জন্য সমান। কাজেই যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তাহলে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করো, যেমনি কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন' (আল-বাকারা, ২/১৯১-১৯৪)। অন্যন্ত্র মহান আল্লাহ বলেন.

 ^{*} বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

'অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো! অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত করবে, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করো। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শক্রপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না' (মুহাম্মাদ, ৪৭/৪)। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ بَنَانِ ﴾

'স্মরণ করো! যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি অহী প্রেরণ করেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, তোমরা তাদেরকে অনড় রাখো। অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব। অতএব, তোমরা আঘাত করো তাদের ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে' (আল-আনফাল, ৮/১২)।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, জিহাদ ও কিতাল-সংক্রান্ত হাদীছ বা বাহ্যিকভাবে কঠোর হাদীছের কারণে যদি হাদীছকে দোষারোপ করা হয়, তাহলে এই ধরনের আয়াতগুলোর কারণে কুরআনকে দোষারোপ করতে হবে (নাউযুবিল্লাহ)। কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলোর যেমন বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে, বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে মহান আল্লাহ এই আদেশগুলো দিয়েছেন, ঠিক তেমনি বাহ্যিকভাবে কঠোর হাদীছগুলোও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে এসেছে। তার ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। সেটি বুঝার জন্য প্রশস্ত হৃদয় থাকতে হবে এবং সালাফে ছালেহীনের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তাদের বই, ব্যাখ্যা ও তাফসীর অধ্যয়ন করতে হবে। অতএব, হাদীছের প্রতি কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগটি কুরআন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অসার প্রমাণিত হলো।

বিভেদের ভিত্তি পরস্পরবিরোধী হাদীছ:

হাদীছ অস্বীকারকারীদের অন্যতম একটি অভিযোগ হচ্ছে হাদীছের বিভিন্নতার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়েছে। অসংখ্য মাযহাব, পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ফতওয়া, আক্বীদাগত মতভেদ ইত্যাদি সকল কিছুর মূল ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরবিরোধী হাদীছ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাযহাব ও মতের পক্ষে হাদীছ থেকেই প্রমাণ পেশ করে থাকে। অতএব, মুসলিমদের এ সকল মতবিরোধের জন্য হাদীছই দায়ী।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের এই অভিযোগের উত্তরে আমরা বলতে চাই, মতভেদের কারণে যদি হাদীছকে দায়ী করতে হয়, তাহলে কুরআনকেও দায়ী করতে হবে (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা কুরআনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী আয়াত রয়েছে। নিম্নে কুরআন থেকে বাহ্যিকভাবে কিছু পরস্পরবিরোধী আয়াত তুলে ধরা হলো—

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, الله وَالنَّذِينَ آمَنُوا وَالنَّذِينَ هَادُوا विमाने विद्या । وَالنَّصَارَى وَالصَّامِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ وَالنَّصَارَى وَالصَّامِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ وَالاَّهُمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ जिम्हा याता कानग्रन करत विदः याता हिंगा प्राचित्र प्रावित्र विदः विदः करत, जारात प्रथा त्थरिक मण्डाता अ प्रावित्र मण्डाता अहा करत विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त करत अल्काक करत जारात अण्डिमान जारात अण्डिमान जारात अण्डिमान करत विद्या विदः विद्याप्त विद्य विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्याप्त विद्य विद्याप

উপরের দুটি আয়াত পরস্পরবিরোধী। প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ ইয়াহূদী-নাছারাদেরকেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, যদি তাদের মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস থাকে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো মতবাদ গ্রহণ করা হবে না মর্মে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে এক আয়াতে মহান আল্লাহ মদপান সম্পর্কে বলেন, ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞস করে। আপনি বলে দিন! এই দুটিতে বড় গুনাহ রয়েছে এবং মানুষের জন্য উপকারও রয়েছে' (আল-বাকারা, ২/২১৯)।

আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ঠ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا क्षांतिक আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ঠ اللَّذِينَ النَّذِينَ النَّذَةُ سُكَارَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

উপরিউক্ত আয়াত প্রমাণ করে, ছালাতের সময়ের বাইরে মদপান বিষয়িটি স্বাভাবিক। আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْكِمُ النَّيْمَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْكِمُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴿ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ (दर ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও শর নিক্ষেপ শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা এগুলো পরিত্যাগ করো' (আল-মায়েদা, ৫/৯০)। উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে মদের বিষয়ে বিভিন্নমুখী নির্দেশনা রয়েছে। কুরআন মাজীদে বাহ্যিকভাবে পরস্পরবিরোধী এই ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে। তবে প্রতিটি পরস্পরবিরোধী আয়াতের সঠিক ও চমৎকার উত্তর রয়েছে। যেমন বেশিরভাগ পরস্পরবিরোধী আয়াতগুলো মূলত নাসেখ এবং মানসূখ। তথা মহান আল্লাহ পূর্বে এক বিধান দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তা রহিত করেছেন। আর এই রহিত করার বিষয়টি কুরআন দ্বারাই স্বীকৃত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ مَنْ اَيَةٍ أَوْ, বিরাই আয়াহ বলেন والمَنْ الْسَمَخُ مِنْ اَيَةٍ أَوْ, বিরাই আল্লাহ বাহান আল্লাহ বলেন আরাহ স্থান নারাই স্বীকৃত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন (বির্দ্ধি ক্রির্টাটি কুরআন দ্বারাই স্বীকৃত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ اللهَ الْعَلَاكُ الْعَلَاكُ الْمَا نَشْمَخُ مِنْ اَيَةٍ أَوْ, বিরাইটি কুরআন দ্বারাই স্বীকৃত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ اللهَ الْعَلَاكُ الْعَلَالْكُ الْعَلَاكُ الْعَلَالُهُ الْعَلَاكُ الْعَلَاكُ

খে আরাত আমরা রহিত করে দেই অথবা মিটিয়ে দেই, তার যে আরাত আমরা রহিত করে দেই অথবা মিটিয়ে দেই, তার পরবর্তীতে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে উত্তম আয়াত আমরা নিয়ে আসি। তোমরা কি জানো না মহান আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান?' (আল-বাকারা, ২/১০৬)।

অতএব, কুরআন নাসেখ-মানসূখ হতে পারে। পূর্ববর্তী বিধানের সাথে পরবর্তী বিধানের অমিল থাকতে পারে। তাহলে একই ঘটনা হাদীছের ক্ষেত্রে কেন ঘটবে না? বরং তা যে ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে হাদীছের মধ্যে পরস্পরবিরোধী হাদীছ রয়েছে এই অভিযোগ তুলে হাদীছকে বাতিল করার কুরআনকে বাতিল করার সমতুল্য।

উল্লেখ্য, শুধু নাসেখ-মানসূখ নয়; বরং বহু আয়াত থাকে ব্যাপক অর্থবােধক, যা অন্য আয়াতে বা হাদীছে সেটিকে খাছ করা হয়েছে। অথবা কােনাে বিধান থাকে উন্মুক্ত বা মুত্বলাক, যাকে পরবর্তীতে অন্য কােথাও শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এগুলাে পরস্পর বিরােধিতা নয়, বরং ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে একটি আয়াত যেমন আরেকটি আয়াতের ব্যাখ্যাকারী, ঠিক তেমনি একটি হাদীছ আরেকটি হাদীছের ব্যাখ্যাকারী। অনুরূপই প্রতিটি আয়াত ও হাদীছ পরস্পরের ব্যাখ্যাকারী; কােনােটিই পরস্পরবিরােধী নয়।

মুহাদ্দিছদের বাছাইকৃত হাদীছ কেন সত্য?

(১) মহান আল্লাহ কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কুরআনকে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর সত্যায়নকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَأُنْوَلْنَا الْإِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحُيَّابِ بِالْكِتَابِ وَالْتَوْلُكَا الْلِكِتَابِ وَالْتَوْلُكَا الْلِكِتَابِ وَالْكِتَابِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتَابِ وَالْكَتَابِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ

ঠিক তেমনি হাদীছের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি যে, হাদীছ এবং কুরআন পরস্পরের সত্যায়নকারী। বেশিরভাগ হাদীছের সাথেই কুরআনের মিল রয়েছে। অতএব, হাদীছ এবং কুরআন উভয়টিই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। (২) মহান আল্লাহ কুরআনের সত্যতার জন্য কুরআনের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা না থাকাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, غِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ 'তারা কি কুরআন বুঝেনা? যদি কুরআন মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে আসত, তাহলে তাতে অনেক মতভেদ থাকত' (আন-নিসা, ৪/৮২)।

আমরাও বলতে চাই, অধিকাংশ হাদীছের মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই। প্রত্যেক ছহীহ হাদীছ আরেকটি ছহীহ হাদীছের সত্যায়নকারী। অতএব, এই মাপকাঠিতেও প্রমাণিত হয় যে, হাদীছ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। কেননা বেশিরভাগ হাদীছের মধ্যে যেমন পরস্পর মিল রয়েছে, ঠিক তেমনি বেশিরভাগ হাদীছের সাথে কুরআনেরও মিল রয়েছে।

(৩) আমরা যদি হাদীছের গ্রন্থগুলো নিয়ে গবেষণা করি, তাহলে দেখতে পাব প্রতিটি গ্রন্থের সাথে আরেক গ্রন্থের হাদীছের প্রচুর মিল রয়েছে। যে হাদীছগুলো মুওয়াত্ত্বা মালেকে আছে, তার বেশিরভাগ হাদীছ বুখারী-মুসলিমেও আছে। আবার যে হাদীছ বুখারী-মুসলিমে আছে, তার বেশিরভাগ মুসনাদে আহমাদে আছে। আবার যে হাদীছ মুসনাদে আহমাদে আছে, তার বেশিরভাগ হাদীছ আবৃ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযীতে আছে। এভাবে সকল গ্রন্থকে সামনে রাখলে এই রকম একটি হাদীছ পাওয়াও খুব কঠিন হয়ে যাবে, যে হাদীছটি শুধু একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে অন্য আর কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। তথা ৯৯% হাদীছ একই সাথে বিভিন্ন বইয়ে সংকলিত হয়েছে। অথচ উক্ত বইয়ের সংকলকগণ বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের মানুষ। তাদের একসাথে একত্রিত হয়ে মিটিং করাও অসম্ভব। সেক্ষেত্রে কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই বাস্তবতার কারণেই সংকলিত গ্রন্থগুলোর হাদীছের মধ্যে ব্যাপক মিল রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, এগুলো বানোয়াট কিছু নয়; বরং বাস্তব সত্য।

(৪) মুনকিরে হাদীছরা হাদীছশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মনে করে থাকে, যে হাদীছ বুখারীতে আছে কিন্তু মুসলিমে নেই, তার অর্থ হচ্ছে ইমাম মুসলিম ক্ষাক্ষ ওই হাদীছকে বাতিল বলেছে। আবার যে হাদীছ মুসলিমে আছে কিন্তু মুসনাদে আহমাদে নেই, তার অর্থ হচ্ছে ইমাম আহমাদ 🕬 সেই হাদীছকে বাতিল বলেছেন। বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যকর এবং হাদীছশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যের প্রমাণ বহন করে। কেননা স্বয়ং ইমাম বুখারী 🕬 অসংখ্য হাদীছকে ছহীহ বুখারীর অন্তর্ভুক্ত করেননি, কিন্তু তার নিজেরই আরেকটি গ্রন্থে আল-আদাবুল মুফরাদে নিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয় ইমাম তিরমিয়ী 🕬 তার সুনানে অসংখ্য হাদীছের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী 🔊 🗫 -এর মন্তব্য পেশ করেছেন। স্নানে তিরমিযীর অসংখ্য হাদীছকে স্বয়ং ইমাম বুখারী 🕬 ছহীহ বলেছেন অথবা সেগুলোকে তিনি তার ছহীহ বুখারীর অন্তর্ভুক্ত করেননি। তথা ছহীহ বুখারীর বাইরেও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ আছে, যা ইমাম বুখারী 🕬 -এর নিকটেও ছহীহ। দুনিয়ার কোনো মুহাদিছ দাবি করেননি যে, তিনি সকল ছহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন আর তার গ্রন্থের বাইরের সকল হাদীছ বাতিল। যেখানে সংকলকগণ এই ধরনের কোনো দাবি করেননি, সেখানে মুনকিরে হাদীছদের এই ধরনের দাবি চাপিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ একটি অন্যায় দাবি। প্রত্যেক মুহাদ্দিছের নিজ নিজ কিতাব সংকলনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাদীছ জমা করে থাকেন। যেমন ইমাম বুখারী 🕬 -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ছহীহ হাদীছ দিয়ে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল ইসতিনবাত বা বের করা। সেক্ষেত্রে একটি মাসআলার জন্য একটি হাদীছই যথেষ্ট। এজন্য ছহীহ বুখারীর অধিকাংশ অধ্যায়ে হাদীছের সংখ্যা একটি। আবার ইমাম আহমাদ 🕬 -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ছাহাবীগণের নাম অনুযায়ী হাদীছ সংকলন করা। ইমাম মুসলিম 🕬 -এর উদ্দেশ্য হলো, একই বিষয়ক বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীছগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করা। এভাবে নিজ নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী তারা তাদের গ্রন্থকে সাজিয়েছেন আর এই বিষয়ে তারা স্বাধীন।

অতএব, ঢালাওভাবে কারো বইয়ে কোনো হাদীছ নেই— এর অর্থ এই নয় যে, সেই হাদীছটি তার নিকটে বাতিল। আর এই ধরনের উদ্ভট অভিযোগ উত্থাপন করে হাদীছশাস্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করা আসমানে থুথু নিক্ষেপের সমতুল্য।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তার 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ' গ্রন্থ

-আব্দুল্লাহ মাহমুদ*

(পর্ব-২)

'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা

গ্রন্থের নাম:

শায়খ ছালেহ ইবনে মুক্কবিল আল-উছাইমী বলেন, আমি এ গ্রন্থের তিনটি নাম পেয়েছি— (১) আত-তাওহীদ। (২) আল-ইবানাহ ফী উছুলিদ দিয়ানাহ। (৩) আল-ইবানাহ আন উছুলিদ দিয়ানাহ।

এরপর শায়খ উছাইমী বলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নামের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আর প্রথম তথা 'আত-তাওহীদ' নামের ব্যাপারে বলেন, 'সম্ভবত কোনো পাণ্ডুলিপিকার এ নাম ব্যবহার করেছেন। কারণ, 'আন উছূলিদ দিয়ানাহ' বাক্যের অর্থপ্রকাশক শব্দ 'আত-তাওহীদ'। তাই পাণ্ডুলিপিকার বইটির নাম সংক্ষিপ্ত করে 'আত-তাওহীদ' উল্লেখ করেছেন'।

যারা এ গ্রন্থ ইমাম আশআরীর বলে সাব্যস্ত করেছেন:

'আল-ইবানাহ' কিতাবের মতো এমন কোনো কিতাব পাওয়া দুষ্কর, যে কিতাব এত সংখ্যক আলেম ইমাম আশআরীর দিকে সম্পুক্ত করেছেন। অসংখ্য আলেম সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ইমাম আশআরী 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ সংকলন করেন। নিম্নে কয়েকজন ইমাম, আলেম ও গবেষকের নাম উল্লেখ করা হলো, যারা এ গ্রন্থকে ইমাম আশআরীর বলে সাব্যস্ত করেছেন—

(১) হাফেয ইবনে আসাকির। সর্বপ্রথম তার নাম উল্লেখ করা হলো। কেননা ইমাম আশআরীর ব্যাপারে তার গভীর জ্ঞান ও তার দিকে নিজেকে সম্পুক্ত করার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বরং তিনি তার মর্যাদা নিয়ে ও তার পক্ষাবলম্বন করে একটি গ্রন্থ লিখেন। তিনি তার 'তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী' গ্রন্থের একাধিক স্থানে এ গ্রন্থের কথা বলেছেন। ২ (২) নাছরুদ্দীন আস-সিজ্যী।° (৩) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া ৷⁸ (৪) ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ ৷^৫ (৫) আবৃ বকর বায়হাকী। (৬) আবূ উছমান ইসমাঈল আছ-ছাবূনী। १

(৭) আবৃ বকর আস-সামআনী।^৮ (৮) আহমাদ ইবনে ছাবেত আত-তরকী।^১ (৯) আবুল মাআলী মুজাল্লী।^{১০} (১০) আবূ মুহাম্মাদ ইবনুত্ব ত্বব্বাখ। ১১ (১১) ইমাম নববী। ১২ (১২) কাষী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী। তিনি এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন।^{১৩} (১৩) আবুল কাসেম আব্দুল মালেক ঈসা ইবনে দারবাস আশ-শাফেঈ ৷^{১৪} (১৪) হাফেয আয-যাহাবী ৷^{১৫} (১৫) হাফেয ইবনে কাছীর।^{১৬} (১৬) আল-মাকরীযী।^{১৭} (১৭) হাফেয ইবনে হাজার।^{১৮} (১৮) ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী।^{১৯} (১৯) মুরতাযা আয-যাবীদী।^{২০} (२०) খालान जान-नाकभावान्ती। २३ (२५) খाয়রুদ্দীন जाल-আলুসী। २२ (২২) আব্দুল আযীয় ইবনে বায়। তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ৷^{২৩} (২৩) মুহিব্বুদ্দীন আল-খত্বীব ৷^{২৪} (২৪) মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন। २৫ (২৫) মুহাম্মাদ যাহেদ কাওছারী।^{২৬} (২৬) হামূদা গারাবাহ।^{২৭} (২৭) জালাল মূসা।^{২৮}

- ৬. আল-ই'তিকাদ, পৃ. ২০৪, ২০৫।
- ব. তাবয়ীনু কায়িবিল মুফতারী, পৃ. ৩৮৯; বায়ানু তালবীসিল জাহয়য়য়, ১/১৩৯।
- ৮. বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়া, ১/১৩৬।
- ৯. বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়া, ১/১৪০; আল-উল্, ২/১২৪৯।
- ১০. বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়া, ১/১৪২।
- ১১. বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়া, ১/১৪২।
- ১২. কিতাবুল উল্ লিয যাহাবী, ২/১২৪৮।
- ১৩. তবাকাতুল ফুকাহা আশ-শাফেঈন, ১/১৯৯।
- ১৪. রিসালাতুন ফিয যাবিব আন আবিল হাসান আশআরী, পৃ. ১৩১।
- ১৫. কিতাবুল উল্, ২/১২৪৮; কিতাবুল আরশ, ২/২৯৪, ২/২৯৮।
- ১৬. তবাকাতুল ফুকাহা আশ-শাফেঈন, ১/১৯৯।
- ১৭. কিতাবুল মাওয়াঈ্য ওয়াল ই'তিবার, ৪/১৯৪।
- ১৮. লিসানুল মীযান, ১/৩৫৪।
- ১৯. শাযারাতুয যাহাব, ৪/১৩১।
- ২০. ইতহাফুস সাদাহ, ২/৪।
- ২১. জালাউল আইনাইন, পৃ. ১৫৭।
- ২২. জালাউল আইনাইন, পৃ. ২৪৭।
- ২৩. আল-ইবানাহ, পৃ. ৪৩।
- ২৪. আল-মুনতাকা, পৃ. ৪৬।
- ২৫. আল-কাওয়াঈদুল মুসলা, পৃ. ৮০-৮১।
- ২৬. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৩৫-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
- ২৭. আবুল হাসান আশআরী, পৃ. ৬৬; 'আল-লুমা' গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৭।

৫. ইজতিমাউল জুমূশ, পৃ. ১৬৭; আন-নূনিয়্যাহ, পৃ. ৬৯, ৭০; আস-সওয়াঈকুল মুরসালাহ, ১/২৬০।

^{*} শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. শায়খ উছাইমী কর্তৃক তাহকীককৃত 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ, পৃ. ১২৭

২. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ১৭১, ১৫২, ৩৮৮-৩৮৯। ৩. বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়া, ১/১৪১-১৪২।

দারউ তাআরুযিল আঞ্চল ওয়ান নারুল, ২/১৬।

(২৮) ছালেহ আল-ফাওযান। 28 (২৯) ইসমাঈল আল-আনছারী। 99 (৩০) হাফেয হাকামী। 93 (৩১) হাম্মাদ আল-আনছারী। 98 (৩২) ড. আন্দুর রহমান আল-মাহমূদ। 99 (৩৩) ড. ফার্রুক আদ-দাসুকী। 98 (৩৪) ড. ফাওকিয়া বিনত হুসাইন। তিনি এ গ্রন্থের তাহকীক করেন। (৩৫) ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-ফাইউমী। 99

'আল-ইবানাহ' ইমাম আশআরীর শেষ গ্রন্থ:

ইমাম আশআরী প্রথমে মু'তাযিলা ছিলেন, এরপর কুল্লাবিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন এবং তৃতীয় স্তরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন; যদিও তার মাঝে কুল্লাবিয়া মতবাদের কিছুটা প্রভাব ছিল। তিনি এই তৃতীয় স্তরে এসে 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থটি লিখেন এবং এটি তার শেষ গ্রন্থ। এ ব্যাপারে বেশ কিছু প্রমাণ—

- ১. ইবনে ফুরাক আল-ইবানাহ গ্রন্থটি সেসব গ্রন্থের মাঝে উল্লেখ করেননি, যা তিনি ৩২০ হিজরীর পূর্বে সংকলন করেন। কাজেই প্রমাণ হয়, তিনি এ গ্রন্থটি ৩২০ হিজরীর পর লিখেন। কেননা মু'তাঘিলা মতবাদ বর্জন করার পরপরই এ গ্রন্থ সংকলন করা অসম্ভব। তিনি যদি মু'তাঘিলা মতবাদ বর্জন করার পরপরই এ গ্রন্থ সংকলন করতেন, তাহলে তিনি এ গ্রন্থের কথা তিনি তার 'আল-উমাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করতেন।
- ২. ইবনে আসাকির ইমাম আবুল হাসান আশআরীর মু'তাযিলা মতবাদ বর্জনের ঘটনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মিম্বারে উঠার পর মানুষদেরকে 'আল-লুমা' গ্রন্থটি দেন। কাজেই এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, তিনি মু'তাযিলা বর্জনের পরপরই 'আল-লুমা' গ্রন্থটি সংকলন করেন। অতএব, প্রমাণ হয়, 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থটি 'আল-লুমা' গ্রন্থের পর লিখিত; মু'তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার সময় নয়।
- ৩. এ বিষয়ে আরও শক্তিশালী দলীল হলো, হায়ালী শায়খ ইমাম বারবাহারীর সাথে ইমাম আশআরীর কাহিনী। কাহিনীটি হলো— ইমাম আশআরী বাগদাদে আগমন করলে তিনি আবৃ মুহাম্মাদ বারবাহারীর কাছে যান। তিনি তার কাছে গিয়ে বলেন, 'আমি জুব্বায়ীর খণ্ডন করেছি। আমি অয়ীপূজকদের খণ্ডন করেছি। আমি খ্রিষ্টানদের খণ্ডন করেছি'। তখন আবৃ

মুহাম্মাদ বারবাহারী বলেন, 'আমি বুঝছি না, আপনি কী বলছেন? এগুলো কি কোনো কাজ? আমরা কেবল তাই জানি, যা ইমাম আহমাদ বলেছেন'। এরপর ইমাম আশআরী বের হয়ে 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ লিখেন। কিন্তু তিনি কবুল করেননি। ৩৬ কাজেই এ ঘটনা প্রমাণ করে এটি শেষ গ্রন্থ।

- 8. আমরা দেখতে পাই যে, 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে ইমাম আবুল হাসান আশআরী খাবারিয়া (কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত) ও আকলিয়া (বিবেকগত) আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন; বরং আমরা দেখতে পাই তিনি এ গ্রন্থে কিতাব ও সুন্নাহর ওপর নির্ভর করেছেন এবং তাবীল বর্জন করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে ইলমুল কালাম বিষয়ক কোনো আলোচনা করেনি; অথচ তিনি 'আল-লুমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, তিনি ইলমুল কালাম থেকে পর্যায়ক্রমে সরে আসেন। কেননা যখন তিনি 'আল-লুমা' গ্রন্থ সংকলন করেন, তখন আহলুল হাদীছের মানহাজের তুলনায় ইলমুল কালামে বেশি জ্ঞান রাখতেন। এ কারণে 'আল-লুমা' গ্রন্থটি আহলুল হাদীছের মানহাজের তুলনায় কালামপন্থিদের মানহাজের অধিক নিকটবর্তী।
- ৫. অনেক আলেম বলেছেন এটি তার শেষ গ্রন্থ। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন—
- (১) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া। ^{৩৭} (২) আবুল কাসেম আব্দুল মালেক ঈসা ইবনে দারবাস আশ-শাফেঈ। ^{৩৮} (৩) ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী। ^{৩৯} (৪) হাফেয ইবনে কাছীর। ^{৪০} (৫) নু'মান আলুসী। ^{৪১} (৬) খালেদ আন-নাকশাবান্দী। ^{৪২} (৭) হাফেয হাকামী। ^{৪৬} (৮) মুহিব্বুদ্দীন আল-খড়ীব। ^{৪৪} (৯) ড. আব্দুর রহমান আল-মাহমূদ। ^{৪৫} (১০) আব্দুল ফাত্তাহ আহমাদ। ^{৪৬} (১১) আহমাদ ইবনে হাজার আলু বৃতামী। ^{৪৭} (১২) রাজেহ আল-কুরদী। ^{৪৮}

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

২৮. নাশআতুল আশআরী ওয়া তাতাওউরুহা, পৃ. ১৭০।

২৯. আল-ইবানাহ আন উছুলিদ দিয়ানাহ, পৃ. ৪।

৩০. আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ, পৃ. ৪৫।

৩১. মাআরিজুল কবূল, পৃ. **৩১**০।

७२. वान-रेतानार वान উসূলিদ দিয়াनार, পृ. ১৮।

৩৩. মাওকিফু ইবনে তায়মিয়া মিনাল আশাঈরা, ১/৩৪৮।

৩৪. আল-কাযা ওয়াল কাদর, ২/৩২৩।

৩৫. তারীখুল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩৯।

৩৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৯০; তবাকাতুল হানাবিলাহ, ২/১৮; আল-ওয়াফী, ১২/২৪৬; তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৩৯০-৩৯১।

৩৭. বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়া, ১/১৩৬, ১৪৩; মাজমূউল ফাতাওয়া, ৬/৩৫৯, ৫/৯৩; দারউ তাআরুযিল আরুল ওয়ান নারুল, ২/১৬।

৩৮. রিসালাতুন ফিয যাব্বি আন আবিল হাসান আশআরী, পৃ. ১১৫।

৩৯. তবাকাতুল ফুকাহা আশ-শাফেঈন, ১/১৯৯; ইতহাফুস সাদাহ, ২/৬।

৪০. শাযারাতুয যাহাব, ৪/১৩১।

৪১. জালাউল আইনাইন, পৃ. ৪৬২।

৪২. জালাউল আইনাইন, পৃ. ১৫৭।

৪৩. মাআরিজুল কবৃল, পৃ. ৩১০।

৪৪. আল-মুনতাকা, পৃ. ৪৬।

৪৫. মাওকিফু ইবনে তায়মিয়া মিনাল আশাঈরা, ১/৩৮৪।

৪৬. আল-ফিরাকুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৩২।

৪৭. আল-আকাইদুস সালাফিয়্যাহ, পৃ. ১৫৭-১৫৮।

৪৮. আলাকুত ছিফাতিল্লাহ ফিযাতিহ, পৃ. ১২৮।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফীদের ভূমিকা

-मृन : भाराथ छ. উসামা ইবনে আত্বায়া আল-উতায়বী* -পরিমার্জিত অনুবাদ : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার**

সমন্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ জন্য। দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ আ্লাই এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাথীর প্রতি। পরকথা হলো, 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফীদের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করা বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বের দাবিদার। কেননা বর্তমানে পুরো বিশ্ব ফিলিন্তীন ও অন্যান্য স্থানের মুসলিমদের প্রতি কাফেরদের মহা অত্যাচার প্রত্যক্ষ করছে। ইউক্রেনে যখন যুদ্ধ হলো, তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো, তখন আমেরিকা ও ইউরোপের কাফেররা বলল, এ যুদ্ধ মোটেও ঠিক হচ্ছে না। এটা অন্যায়। পক্ষান্তরে যখন ফিলিন্তীনে যুদ্ধ হলো, তাদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে ফেলা হলো, তখন তারাই আবার গলাবাজি করে বলল, এটা ইয়াহুদীদের অধিকার। এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। তারা মূলত যুদ্ধ করছে নিজেদের দেশ থেকে শক্র দূর করার জন্য!

রাশিয়া যখন ইউক্রেনে হামলা করল, তখন তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু ইয়াহূদীরা যখন ফিলিন্তীনের উপর হামলা করল, তখন তা কিছুই নয়। তারা যুদ্ধ করছে নিজেদের রক্ষার জন্য। তারা যুদ্ধ করছে শক্রদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য! (আল্লাহই সর্বোক্তম সহায়ক) তাই সালাফদের অনুসারী আহলেহাদীছদের উপর আবশ্যক হলো, বিশ্বে কোথায় কী হচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা, উদাসীন না থাকা।

ভারতের মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে কারা সাহায্য করত? সে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করত, অথচ সে মুসলিম ছিল না। তাকে সাহায্য করত বৃটিশরা। কেন তারা তাকে এত কাড়িকাড়ি টাকা দিয়ে সাহায্য করত? কী ছিল তাদের অভিপ্রায়? তারা তাকে সাহায্য করত মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করার জন্য। মুসলিমদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য।

এ বৃটিশরাই ভারতে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী তাবলীগ জামাআতকে শক্তি জোগাত, তাদেরকে সাহায্য করত। কেন তারা তাদেরকে সাহায্য করত? তাদেরকে সাহায্য করত মুসলিমকে দলে দলে বিভক্ত করার জন্য।

ইরানে খোমেনীকে কারা সহায়তা জোগায়? বিপদে কারা তার পাশে দাঁড়িয়ে সাপোর্ট করে? তাকে সহায়তা করে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে হত্যা করার জন্য ইরানের শীআদেরকে সাহায্য করে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে উসামা ইবনে লাদেনের 'আল-কায়েদা' সংস্থাকে আমেরিকা সম্পদ দিয়ে সহায়তা করল। তাকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করল। তারপর তারাই ঘোষণা করল উসামা একজন প্রথম শ্রেণির সন্ত্রাসী এবং তাকে হত্যা করল। তারাই তাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তৈরি করল, তারাই তাকে শক্তি জোগালো, পরে আবার তারাই তাকে হত্যা করল। এটা কি শান্তি!? এটাই কি শান্তি প্রতিষ্ঠার নমুনা!?

আইএসকে কারা সাহায্য করে? তারা কোথা থেকে আসল? ইরান, আমেরিকা, ইসরাঈল মুসলিমদের জবাই করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করে।

ইয়ামানের ছোট একটি দল হূছীকে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন কেন সাহায্য করে? তাদেরকে সাহায্য করে সঊদীতে অস্থিরতা তৈরি করার জন্য। ইয়ামান ও সঊদীর আহলুল হাদীছদের মাঝে যুদ্ধ সৃষ্টি করার জন্য।

কাফেররা জোর গলায় দাবি করে যে, তারাই শান্তিকামী! অথচ বাস্তব কথা হলো, তারাই ফেতনাবাজ, যুদ্ধবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

ইসলাম হলো শান্তির জীবনবিধান। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলাই হলেন— শান্তিদাতা, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তিনিই মানুষদেরকে শান্তির নিবাসের দিকে আহ্বান করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথের হেদায়াত করেন। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শান্তির জীবনবিধান নামে অভিহিত করে বলেন, দ্রুটি টুটি টুটি বুটি টুটি ক্রিটা টুটি টেইটি ক্রিটা টুটি টিইটি ক্রিটা টুটি টেইটি ক্রিটা টুটি টেইটি ক্রিটা টুটি টেইটি ক্রিটা ক্রিটা ক্রিটা ক্রান্তি তথা ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্রণ (আল-বাকারা, ২/২০৮)। রাস্লুল্লাহ ক্রেটি ক্রেটি ক্রিটি ক্রিটি কর্টি ক্রিটি কর্টি ক্রিটি কর্টি কর্টি ক্রিটি কর্টি ক্রিটি কর্টি ক্রিটি কর্টি কর্টি ক্রিটি কর্টি ক্রিটি কর্টি ক্রিটি কর্টি ক্রিটি কর্টি ক্রিটিনি করিপদা। ক্রিটা কর্টি ক্রিটিনি করিপদা। বিরাপদা। ১

সুতরাং মুসলিমগণ তার অপর মুসলিম ভাইদের নিরাপত্তাদাতা। আর যারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে, তাদেরও নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন, হাঁহিটু আর তারা যদি সন্ধির

বিশিষ্ট দাঈ, জর্ডান।

^{**} কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১০।

দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'

সুতরাং মুসলিমদের দুর্বলতার সময় কাফেররা যদি শান্তিচুক্তি করতে চায়, তাহলে আমরা তাদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হব। তাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমগণ যখন শক্তিশালী থাকবেন, তখন তারা যদি শান্তিচুক্তি করতে চায়, তবে আমরা বলব ইসলাম ছাড়া কোনো শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। অথবা মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো নিরাপত্তা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ঠাটি হার্টিই নির্টিটিই গৌলেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করবেন না' (সহাম্মাদ, ৪৭/৩৫)।

সুতরাং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফীদের ভূমিকা কী?

(১) তারা আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করেন।

সুতরাং হে আহলেহাদীছগণ! একনিষ্ঠভাবে তাওহীদের দিকে আহ্বানে প্রচেষ্টা করুন। 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো মা'বৃদ নেই এবং মুহাম্মাদ ক্রিট্র তাঁর বান্দা ও রাসূল' —এ বাণীর প্রচারে নিজেকে বিলিয়ে দিন। শিরক ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করুন।

তবে আমরা অবশ্যই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূল ﷺ-এর পথনির্দেশনা অনুসরণ করব। তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করব। কেননা কিছু মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাত দিয়ে সমাজে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, ইসলামের বিকৃতি সাধন করে। খারেজীদের চরমপন্থার দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং ইসলামকে লোক সমাজে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন মনে হয় ইসলাম একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। আবার কেউ কেউ রয়েছে গোল আলু, সুবিধাবাদী। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, কাফেরদেরকে ভালোবাসে, ধর্ম স্বাধীনতা চায়, আক্রীদার ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখায়। যেমন-ইখওয়ানল মসলিমীন বা জামাআতে ইসলামী।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হলো মধ্যমপন্থী;
সীমালজ্যনকারীও নয়, শিথিলতা প্রদর্শনকারীও নয়। যেমন,
আল্লাহ তাআলা বলেন, اوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
﴿ (আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও' (আল-বালারা, ২/১৪৩)।

- (২) তারা শারন্থ ইলম অর্জন করেন এবং তা প্রচারের মাধ্যমে মূর্থতা দূর করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ইলমের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন। কেননা মুশরিক ও বিদআতীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তারা শারন্থ ইলম সম্পর্কে অজ্ঞ। ইসলাম সম্পর্কে জাহেল। —মাদরাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। মাদরাসা ও আলেমদের সমর্থন করেন। তালেবুল ইলমদেরকে সাপোর্ট করেন, যেন তারা সমাজে উন্নতি করতে পারে। তাদের মাঝে সঠিক ইলম প্রচার করতে পারে। বিদআত ও শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। আলেমদেরকে সম্মান করেন, তাদেরকে মর্যাদা দেন; তবে তারা অতি সতর্ক থাকেন, এ সম্মান যেন তাদেরকে ইবাদত করার পর্যায়ে নিয়ে না যায়। অপাত্রে কন্যাদানের মতো না হয়ে যায়। বরং তারা অবলম্বন করেন মধ্যমপন্থা, তাদেরকে সম্মান করেন, মর্যাদা দেন, তবে তাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন না।
- (৩) মুসলিম ও মুশরিকদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষা করেন। চুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরীআত প্রয়োগ করেন। আর ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নেতাদের সাথে শারস্ট্র আচরণ করেন অর্থাৎ যতক্ষণ না আল্লাহর শরীআত-বিরোধী কোনো নির্দেশ দেয়, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করেন। তাদের জন্য দু'আ করেন আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন ও সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

পরিশেষে একটি প্রশ্ন, হে সালাফী ভাইয়েরা! আমরা কি ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে চাই না? হাঁ, অবশ্যই চাই। তবে আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি স্মরণ রাখুন। তিনি বলেন, وَيَنْ أَمْنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُنْبَتْ 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাসমূহ সুদৃঢ় করবেন' (মুহাস্মাদ, ৪৭/৭)।

আল্লাহকে সাহায্য করো'-এর মর্মার্থ কী? —এর মর্মার্থ হলো, তাঁর শরীআত বাস্তবায়ন করো, তাঁর একত্ব ঘোষণা করো, তাঁর রাসূল আল্লার্ক্র -এর সুন্নাতের অনুসরণ করো এবং সঠিক পন্থায় সংগ্রাম করো, তাহলে আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করবেন। হে আল্লাহ! আপনি ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন, তাদের সংখ্যাগুলো গণনা করে রাখুন, তাদের শক্তি নস্যাৎ করে দিন, তাদের কাউকে ছাড় দিবেন না। হে আল্লাহ! আপনি ইয়াহূদীদের অপবিত্রতা থেকে মসজিদে আক্ছাকে মুক্ত করুন। ফিলিস্তীনকে ইয়াহূদীদের কবল থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! স্পষ্ট হকের উপর মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করুন। আমাদেরকে আপনার দ্বীনের আনছার (সাহায্যকারী) হিসেবে কবুল করে নিন। মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন। আপনার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে মহানবী মুহাম্মাদ খালাং

ए । त्राण्याद्य वर्षण्याः -व. वम. वम. मारवृत्र तरमान*

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের জন্য ন্যায়বিচার, সমতা এবং মানবাধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। মানবসমাজের সকল স্তরের মানুষ যেন সমান মর্যাদা এবং স্যোগ পায়, এই লক্ষ্যই একটি ন্যায়সংগত সমাজের ভিত্তি। ইসলামের আদর্শে নবী মুহাম্মাদ হুট্ট তাঁর জীবন ও শিক্ষা দ্বারা বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও কর্মের মাধ্যমে, সমাজে বৈষম্য নির্মূল এবং সকল মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী 🚟 তাঁর ছাহাবীদের কাছে বারবার এই শিক্ষাটি দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর কাছে সকল মানুষ সমান। বর্ণ, গোত্র বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়। ইসলামের আগমনের পূর্বে আরব সমাজ ছিল গভীরভাবে বৈষম্যপূর্ণ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য ছিল একাধিক মাত্রায়, যা সমাজের সামগ্রিক ন্যায়বিচারকে বিপর্যস্ত করেছিল। ধনী-গরীব, ক্রীতদাস-মুক্ত, পুরুষ-নারী— এই ধরনের বৈষম্য সমাজের সকল স্তরের মান্ষের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ধর্মীয় সহনশীলতার অভাব ছিল এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলত। জাহেলিয়াতের যগে আরবসমাজে কন্যাশিশুদের জীবিত কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। এই বর্বর প্রথা নারীদের মর্যাদার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং সমাজের বৈষম্যমূলক মনোভাবের একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। মহানবী 🚟 এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা বন্ধ করেছিলেন, যা নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের দিকে একটি বড পদক্ষেপ ছিল।

ইসলামের আগমন এবং মহানবী জ্বার্ট্ট্র-এর ভূমিকা:

ইসলামের মূল শিক্ষা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় দেখা। মহানবী ক্রু ইসলামের প্রচার শুরু করেন এবং প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা ছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। ইসলাম প্রচারের সময় মহানবী ক্রু নতুন সমাজ গঠনের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনি মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। মুহাজিরদের ও আনছারদের মধ্যে সম্পর্কি, ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য সম্পদ

ভাগাভাগি করা হয়, যা ইসলামের সমতা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রতিফলিত করে। এই ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে মহানবী ক্রুব্র একটি বৈষম্যহীন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বৈষম্যহীন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:

মহানবী 🚟 সমাজে সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মহানবী 🚟 -এর সময়ে যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, যা ধনীদের সম্পদ থেকে গরীবদের জন্য অংশ প্রদান নিশ্চিত করেছিল। যাকাত একটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে এবং এটি সমাজের গরীব ও দুর্বলদের সাহায্য করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যাকাতব্যবস্থা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যা সম্পদের সুষম বণ্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জীবন চলার পথে বৈষম্য দূর করা অতীব জরুরী। যেটাকে আমরা অন্য ভাষায় ন্যায়বিচার বলতে পারি। কারণ ন্যায়বিচার ছাড়া মানুষ শান্তি-শুঙ্খলা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি' *(আশ-শূরা, ৪২/১৫)*। এখানে সরাসরি ন্যায়বিচার করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ 🚟 বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। যেখানে একটুও অন্যায় হওয়ার সুযোগ ছিল না। ধর্ম, বর্ণ, আত্মীয়স্বজন, ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য বিচার সমান। নবী করীম আন্ত্র-এর হাতে রিসালাত পূর্ণতা লাভ করে। লক্ষ্য ছিল যুলমের অবসান ঘটিয়ে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা। দীর্ঘ ২৩ বছরে চেষ্টা চালিয়ে তিনি তা কার্যকর করেন। তাঁর উপস্থাপিত সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক জীবনব্যবস্থা মানবজীবনের বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিটার ধারক ও বাহক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মহান আল্লাহ সব নবী ও রাসূলকে ইনছাফ ও ন্যায়বিচারের বিধান এবং তা কার্যকর করার দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২৫)*। বিচারক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, '(হে নবী)! আমি সত্য সহকারে

্বিষ্ণ বৰ্ষ ১ম সংখ্যা 🗲

^{*} শিক্ষার্থী, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্টিয়া; দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো মুক্তির আলোকে বিচার-আচার করতে পারেন' (আন-নিসা, ৪/১০৫)। আমরা যদি একটা উদাহরণ নিয়ে আসি, তাহলে দেখতে পাব তিনি কতটা স্বজনপ্রীতি থেকে দূরে থাকতেন। তিনি ^{খালাক} বলেন, 'আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে, তবে আমি নির্দ্বিধায় চুরির শাস্তি হিসেবে তার দৃ'হাত কেটে দেব'।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো ক্নওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনছাফ করবে না। তোমরা ইনছাফ করো, তা তারুওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত' (আল-মায়েদা, ৫/৮)। অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন ইনছাফের সাথে বিচার মীমাংসা করো' *(আন-নিসা, ৪/৫৮*)। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আমার বান্দা! আমি নিজের ওপর যুলম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও একে হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর যুলম করো না'।

নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈষম্য দূরীকরণ:

জাহেলী যুগ ও পরের যুগে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য করা হতো, সেটা আমাদের নবী দূর করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বলা যায় যে, মহানবী খালাব এর প্রিয় স্ত্রী খাদীজা ক্রোজ ক্রিটার মিন একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী ছিলেন। খাদীজা ক্_{আলাই}-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মহানবী জ্বালী নারীদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদার গুরুত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর সাথে বিবাহের মাধ্যমে মহানবী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি তিনি নারীদের বিয়েতে সম্মতি, সম্পত্তির অধিকার এবং শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা নারীদের যথার্থ অধিকারের বিষয়টি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ছিল। নিচে আরও কিছু পয়েন্ট তুলে ধরা হলো— ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ্বামারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন, যা তার সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটের তুলনায় ছিল বিপ্লবাত্মক। নবী 🚟 এর আগমনের পূর্বে আরব সমাজে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ ছিল। তাদেরকে অনেক সময় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো এবং নারীশিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর রীতি ছিল প্রচলিত। আল্লাহ তাআলা কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে নারীদের অধিকারের সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছেন।

কুরআনে নারীর অধিকার: কুরআন মাজীদে বিভিন্ন জায়গায় নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। যেমন-আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল, আর নারীদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল' (আন-নিসা, ৪/৩২)। এখানে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং তাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি ছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন, যেখানে নারীকে পুরুষের সমান হিসাবে গণ্য করা হলো।

উত্তরাধিকার আইন: ইসলাম নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে, যা পূর্ববর্তী সমাজে অনুপস্থিত ছিল। কুরআন বলেছে, 'পুরুষদের জন্য যা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায়, তার একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্যও রয়েছে যা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায়' (আন-নিসা, ৪/৭)। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম নারীদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভের অধিকার দিয়েছে, যা আগে কল্পনাও করা যেত না।

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার: নবী মুহাম্মাদ স্পষ্টভাবে নারীদের শিক্ষাগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয'। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটি ছিল নারী শিক্ষা নিয়ে সেই যুগের অন্যতম বিপ্লবী নির্দেশনা। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নারীরা সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কারণ সেই সময় নারীরা সকল জায়গায় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

হাদীছের আলোকে নবী ক্রিন্ট -এর দৃষ্টিভঙ্গি: হাদীছে নারীদের মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে অসংখ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। এক হাদীছে নবী ক্রিন্ট বলেন, 'তোমাদের মাঝে সেই ভালো, যে তার পরিবারের নিকট ভালো'।⁸ এই হাদীছ থেকে বোঝা যায়, নারীদের মর্যাদা কতটা উঁচু ছিল ইসলামের প্রাথমিক

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩০৪; মুসলিম, হা/১৬৮৮; মিশকাত, হা/৩৬১০।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৭।

৩. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

৪. তিরমিযী, হা/৩৮৯৫, হাদীছ ছহীহ।

যুগে। নবী মুহাম্মাদ 🚟 নিজেও তাঁর স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতি ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন।

বর্ণবাদ ও জাতিগত বৈষম্যের অবসানে মহানবী খালাই:

নবী মুহাম্মাদ ঋষ্ট্র মানবতার জন্য এমন এক সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেখানে বর্ণ, জাতি, গোত্র বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে কারও উপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। বর্ণবাদ ও জাতিগত বৈষম্য ইসলামের পূর্ববর্তী আরবসমাজে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল, যেখানে গোত্রবাদ, বংশমর্যাদা এবং গায়ের রঙের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করা হতো। মহানবী খুলাব্র এই ধরনের সব বৈষম্য দূর করার জন্য শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছিলেন এবং সকল মানুষের মধ্যে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা প্রচার করেছিলেন।

কুরআনের নির্দেশনা: কুরআন মাজীদে বর্ণবাদ ও জাতিগত বৈষম্যের অবসান বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চেনো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে বেশি পরহেযগার' (আল-*হুজুরাত, ৪৯/১৩)*। এই আয়াতটি বর্ণবাদ এবং জাতিগত বৈষম্যের অবসানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, মানুষের মধ্যে যে বিভক্তি তা শুধু পরিচয়ের জন্য; মর্যাদার জন্য নয়। প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহর কাছে কেবল তারুওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

বিদায় হজ্জের ভাষণ: মহানবী ্ত্রীয় বিদায় হজ্জে সমগ্র মানবতার জন্য একটি বার্তা দেন, যা আজও বর্ণবাদবিরোধী এবং সাম্যবাদী সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'হে মানবজাতি! তোমাদের প্রভু এক এবং তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো আরবের উপর অনারবের এবং কোনো অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একমাত্র তারুওয়া বা আল্লাহভীতির মাধ্যমে'। এটি ছিল বর্ণবাদবিরোধী একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা, যা ইসলামের সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বেলাল ক্ষাল্ড - এর উদাহরণ: নবী জ্বালার বর্ণবাদ এবং জাতিগত বৈষম্য দূর করার জন্য প্রায়োগিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বেলাল 🚜 ছিলেন একজন আফ্রিকান ক্রীতদাস, যার গায়ের রং ছিল কালো। ইসলাম গ্রহণের পর নবী 🚟 তাকে মক্কার অন্যতম সম্মানিত এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত করেন— তিনি মসজিদে নববীতে আযান দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। নবী ভালাই তার গায়ের রং বা সামাজিক অবস্থানের কারণে তাকে কোনোভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করেননি, বরং তার যোগ্যতা ও ঈমানের ভিত্তিতে মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।

হাদীছের দৃষ্টিতে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান: বর্ণবাদ দূর করার জন্য মহানবী জ্বান্ত্র-এর নির্দেশনা হাদীছের মাধ্যমেও পাওয়া যায়। নবী খলাই বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের বর্ণ, আকৃতি, সম্পদ কিংবা সামাজিক অবস্থানের দিকে তাকান না; তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তোমাদের কাজের দিকে তাকান'। এই হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইসলামে মানুষের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, যেমন— বর্ণ বা জাতিগত পরিচিতির উপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বরং একজন মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় তার কর্ম এবং আল্লাহভীতি দ্বারা।

সাম্যের মডেল মদীনা সনদ: মদীনায় যখন নবী মুহাম্মাদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেখানে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও গোত্রের মানুষ বাস করত। তিনি সবাইকে নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী, মদীনার সকল অধিবাসী, তাদের ধর্ম বা জাতিগত পরিচয় যাই হোক না কেন, সমান অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। এটি ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং বৈষম্যহীনতার এক অনন্য উদাহরণ।

ধর্মীয় সহনশীলতা:

মহানবী 🚟 অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করতেন। ধর্মীয় সহনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো মদীনায় ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য মহানবী খুলুজু 'মদীনার সনদ' তৈরি করেছিলেন। মদীনার সনদ একটি লিখিত সংবিধান হিসেবে কাজ করে, যা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থান এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। এই সনদটি ধর্মীয় সহনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এবং মহানবী আলার 🔻 এর সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতির প্রতিফলন। রাসূলুল্লাহ

৫. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৫৩৬; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৭০০।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪।

আন্তর্ম ধর্মীয় সহনশীলতা ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার সময়ে আরব উপদ্বীপ ছিল গোত্রভিত্তিক এবং ধর্মীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন। ইসলাম শুধু আল্লাহর প্রতি আনুগত্য নয়; বরং মানবজাতির জন্য সাম্য, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সম্মানের বার্তা নিয়ে আসে। রাস্লুল্লাহ আল্লু তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদাহরণ রেখে গেছেন।

মদীনা সনদের মূল বিষয় ছিল—

সকল ধর্মের মানুষকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা। মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা। কোনো সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ।

ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি: মদীনায় ইয়াহুদীদের সাথে রাস্ল শান্তপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চুক্তি করেন। ইয়াহূদীদের জন্য তিনি তাদের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। সেই চুক্তি অনুযায়ী, ইয়াহূদী ও মুসলিম উভয়ে মদীনার শান্তিরক্ষার দায়িত্বে সমানভাবে অংশ নেবে। এই উদাহরণ প্রমাণ করে যে, রাসূল হ্মা ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সহনশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন।

বিদায় হজ্জের ভাষণ: রাসূলুল্লাহ ত্র্ন্ন বিদায় হজ্জে তাঁর ভাষণে সমগ্র মানবজাতির জন্য সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'কোনো আরবের উপর অনারবের এবং কোনো অনারবের উপর আরবের কোনো প্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে কেবল তারুওয়ার মানদণ্ডে কারো উপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে'। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি জাতিগত ও ধর্মীয় বৈষম্যের বিরোধিতা করেন এবং মানবজাতির সকলকে সমান মর্যাদা প্রদানের আহ্বান জানান।

ইসলামে ধর্মান্তর করতে বাধ্য না করা: কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'ধর্মের বিষয়ে কোনো জবরদন্তি নেই' (আল-বাকারা, ২/২৫৬)। এই নির্দেশনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ক্রিংলাই কাউকে জাের করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। তিনি সব ধর্মের মানুষকে তাদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে শিখিয়েছেন। ধর্মীয় সহনশীলতা এবং বৈষম্যহীনতার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ক্রিংলাই এর গড়ে তােলা সমাজ ছিল একটি

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। তার জীবন ও কাজের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ধর্মীয় বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল সমাজ গঠন করা সম্ভব। তার এই শিক্ষা আজও আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যেখানে বৈষম্য ও ধর্মীয় উগ্রবাদ এক বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নবীজির বার্তা:

মহানবী হার বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতার কাছে ইসলামের বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং সকল মানুষের সমতা ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর বার্তাটি শুধু আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছিল। উদাহরণস্বরূপ— মহানবী হার্তা—এর সময়কালে, তাঁর বার্তা পৌঁছেছিল বাইজেন্টাইন এবং পারস্য সাম্রাজ্যে। তাঁর শিক্ষার প্রভাব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখা গিয়েছে, যা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার প্রমাণ।

মহানবী মুহাম্মাদ খ্রাম্মে -এর জীবন ও শিক্ষা বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। তাঁর নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা এবং সাম্যের শিক্ষা শুধু তার সময়ের সমাজকেই পরিবর্তন করেনি, বরং এটি পরবর্তীতে মানবসমাজের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। মহানবী ^{ছালান্ত} -এর ব্যবহৃত নীতিমালা পদক্ষেপগুলো আজও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি সকল মানুষের মধ্যে সমতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করেছেন, নারীদের অধিকার উন্নত করেছেন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নির্দেশনায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য একটি ন্যায়সংগত এবং সংহত সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত করেছে। মহানবী -এর শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বৈষম্যহীন সমাজ গঠন একটি সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ হতে পারে। এটি আমাদের সকলকে মনে করিয়ে দেয় যে, একে অপরকে সম্মান জানানো, সহযোগিতা করা এবং সাম্য ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। মহানবী 🚟 এর শিক্ষা ও কর্ম আজও মানবতার জন্য দিশারী হিসেবে কাজ করে এবং সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও সাম্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

৭. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৭০০।

ট্রান্সজেন্ডার: অভিশপ্ত জাতির পুরোনো গোনাহের নতুন রূপ

-त्रांकिव व्यानी*

[2]

মনে করুন, আপনার আদরের ছেলে যাকে ঘিরে আপনার কত স্বপ্ন, কত আশা সেই সন্তান হঠাৎ একদিন বলতে শুরু করল যে, সে মনে মনে নিজেকে মেয়ে মনে করে, তার মেয়েদের মতো চলতে, মেয়েদের কাপড় পরিধান করতে ভালো লাগে। শুধু তা-ই নয়; সে এখন সামাজিকভাবে মেয়ের স্বীকৃতি পেতে চায়। অর্থাৎ তাকে এখন থেকে মেয়ে মনে করতে হবে, মেয়ের অধিকার দিতে হবে। আরও ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, সে একটা ছেলেকে পছন্দ করে, যাকে সে বিবাহ করতে চায়।

হোয়াট? হোয়াট ননসেঙ্গ! সে তো আন্তো একটা ছেলে। আর ছেলে হয়ে কেবল মনে মনে মেয়ের ভান করে আরেকটা ছেলের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চায়। এ কেমন রুচির বহিঃপ্রকাশ? এ কেমন বিকৃত মানসিকতা? এ তো সমকামিতা! সন্তানের মুখ থেকে এ জাতীয় বিকৃত ও কুরুচিপূর্ণ কথা শুনে আপনার মাথা ঠিক থাকবে তো? মা-বাবা হিসেবে আপনার তখন কেমন লাগবে তা একটু চিন্তা করুন তো। সন্তানের এমন বেহায়াপনার দাবি কি আপনি সজ্ঞানে কোনোদিন মেনে নিতে পারবেন? তার এমন নির্লজ্জ দাবি আপনার মানসিক অবস্থাকে কোন অবস্থায় নিয়ে দাঁড় করাবে, তা কি আপনি আজকের দিনে সম্থ মন্তিষ্কে ভাবতে পারছেন?

আপনি যা-ই ভাবেন, অদূর ভবিষ্যতে আপনার সন্তানের মুখে ঐ জাতীয় বিকৃত কথা সহজলভ্য করার জন্য সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে এ সমাজের সুশীলদের মুখোশ পরে থাকা কিছু নিকৃষ্ট মানুষ। এই বিকৃত রুচির জ্ঞানপাপীরা এজন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের মিশন নিয়ে কতটা এগিয়ে গিয়েছে, কতটা সফল হয়েছে তা একটা মুসলিম দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের ট্যাক্সের টাকায় মুসলিম সন্তানদের অ্যাকাডেমিক বইয়ের পাতায় তাদের সীমালজ্যনকারী কনটেন্টের সংযোজন থেকে সহজে অনুমেয়। কত বিশাল স্পর্ধা তাদের! কতটা সাহস হলে এরা এমনটা করতে পারে— ভাবা যায়!

সত্যি কথা বলতে কী, এরা আমাদের সন্তানদের ঈমান চুরির ভয়াবহ মিশনে নেমেছে। তারই অংশ হিসেবে সর্বশেষ এরা পাঠ্যবইয়ে হাত দিয়েছে, যাতে শিশুকাল থেকে বাচ্চাদের মস্তিক্ষে কুফরী চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে ঈমান থেকে দূরে রাখা যায়। অথচ ঈমান হচ্ছে একজন মুসলিমের আসল সম্পদ, যা থাকা-না থাকার উপর জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা হবে। এবার বুঝতে পারছেন কি, এরা আমাদের কোথায় হাত দিয়েছে? তারা তো রীতিমতো আমাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। আর আমরা কতই-না বেখবর। এখনই যদি আমরা এসব ঈমান চোরদের শক্ত করে না ধরি, তবে বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই সামনের প্রজন্মগুলো নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করেও ঈমানহীন অবস্থায় বেড়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। তারা বুঝবেই না যে, তাদের ঈমান আছে কী নাই। ইসলামের দুশমনেরা এই ফলাফলের জন্যই তাদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে আমরা পড়ে আছি রেজাল্টের কম্পিটিশনে।

আপনি সপ্তম শ্রেণির 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান' বইয়ের পুরাতন ভার্সন ৫১-৫৭ (২০২৩) নতুন ভার্সন ৩৯-৪৪ (২০২৪) নম্বর পৃষ্ঠা খুলে দেখুন যে, ওখানে শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার যে নির্লজ্জতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেই শিক্ষার ফলাফল হতে যাছে উপরে দেখানো লোমহর্ষক দৃশ্যপট। সে খবর আছে কি আপনার? জেনেশুনে আজকের নীরবতা ও প্রতিবাদবিমুখিতা একদিন আপনাকে, আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি করবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব, সন্তানকে শিক্ষার নামে পাঠ্যবইয়ে কী পড়তে দেওয়া হচ্ছে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু স্কুল-কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আর প্রাইভেট মাস্টার রেখে দিলেই হবে না, নিজেকে তাদের পড়াশোনায়, চলাফেরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তারা কাদের সাথে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে, মোবাইলের স্ক্রিনে কী করছে এগুলো পূর্ণ মনিটরিং এর মধ্যে রাখতে হবে। আজকাল সমকামিতার অনেক আ্যাপস বের হয়েছে, য়েগুলোর মাধ্যমে ঘরে বসেই এই ঘৃণ্য কাজে যুক্ত হওয়া যায়। তাই সন্তানের মোবাইল ব্যবহারে বাড়তি সাবধানতা অতীব জরুরী।

[২]

প্রায় সবার কাছে পরিচিত থাকায় শিক্ষিত নামধারী কুলাঙ্গাররা যখন সমকামী শব্দকে প্রকাশ্য ব্যবহার করতে পারছে না, তখন তারা ট্রাঙ্গাজেন্ডার নাম দিয়ে সমকামিতাকে ঢাকার চেষ্টা করছে। তাতেও যখন ব্যর্থ হচ্ছে, তখন ট্রাঙ্গাজেন্ডার আর হিজড়া এক করে তথা হিজড়া শব্দকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, হিজড়াদের প্রতি সহানুভূতি কাজে লাগিয়ে সমকামিতাকে ঢাকতে চাইছে।

হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার দুটো একেবারেই ভিন্ন বিষয়। হিজড়া হচ্ছে যারা জন্মগতভাবে শারীরিক ক্রটি কিংবা অস্বাভাবিকত্ব নিয়ে জন্মায়। আর ট্রান্সজেন্ডার সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে

^{*} আম্বরখানা, সিলেট।

কিনা নিজেকে তার মনে যা চাইবে তা পরিচয় দিতে পারবে। একজন পুরুষ যদি মনে মনে তাকে নারী মনে করে, তবে তাকে নারী মনে করতে হবে, সমাজে তাকে নারীর স্বীকৃতি দিতে হবে। একইভাবে, একজন নারী যদি মনে মনে তাকে পুরুষ মনে করে, তবে তাকে পুরুষ মনে করতে হবে, সমাজে পুরুষের স্বীকৃতি দিতে হবে। আর এটাকেই তো সমকামিতা বলে। অথচ তারা ট্রান্সজেন্ডার নাম দিয়ে. হোক না সার্জারি করে. সমকামিতাকে আডাল করতে চাইছে। এখানেই তো শেষ নয়। যেহেতু তারা নারী দাবি করছে, সেহেতু তাদেরকে তাদের দাবি অনুযায়ী নারীর সকল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। চিন্তা করুন, বিষয়টিকে তারা কত গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজে কত ভয়াবহ লেভেলের বিশৃঙ্খলা তথা ফেতনা সৃষ্টি হবে, তা ভাবতেই পারবেন না। হিজডাদের প্রতি বরাবরই আমাদের সিম্প্যাথি রয়েছে। তারা সমাজে অবহেলিত না থাকুক, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলে তাদের নাম করে ট্রান্সজেন্ডার নামক কীটদের তো ঠাঁই দেওয়া যায় না। ট্রান্সজেন্ডার নামক সমকামীরা সমাজের স্বীকৃতি কিংবা আইনি বৈধতার মাধ্যমে কী কী চাচ্ছে, জানেন? পুরুষ হয়ে নারী দাবি করা ট্রান্সজেন্ডাররা যা যা চাচ্ছে, তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো—

- (১) নারীদের পোশাক পরিধান করে নারীদের মতো চলাফেরা করতে চায়, পুরুষ বিয়ে করতে চায় তথা সমলিঙ্গের সাথে সহবাস করতে চায়।
- (২) ক্লাসরুমে নারীদের সাথে বসতে চায়, নারীদের হোস্টেলে থাকতে চায়, নারীদের টয়লেট সবকিছু ব্যবহার করতে চায়।
- (৩) নারীদের কোটায় চাকরি চায়, হাসপাতালে 'উইমেন্স অনলি' ব্লকে যেতে চায়।
- (৪) সমাজ নারী হিসেবে ট্রিট করুক সেটা চায়।
- (৫) সম্পত্তিতে নারীর অধিকার চায়।

একইভাবে, নারী হয়ে পুরুষ দাবি করা ট্রান্সজেন্ডাররা তার বিপরীতগুলো চায়। একজন পুরুষ হয়ে কেবল মনে মনে নারী দাবি করার বিষয় যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে স্কুলকলেজ তথা সর্বক্ষেত্রে আপনার মেয়ের পাশে তাকে বসতে দিতে হবে অথচ সে আস্তো একটা পুরুষ। তার শক্ত বাহুই তো সাক্ষী দেয় যে, এ আবার কীভাবে মেয়ে হয়। সেই তাকে কিনা মেয়েদের হোস্টেলে মেয়েদের সাথে থাকতে দিতে হবে। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার অনুযায়ী তাকেও অধিকার দিতে হবে। এখন আপনিই বলুন, আপনার মেয়ের পাশে কি তার বসা কখনো মেনে নিতে পারবেন? একই হোস্টেলে একই রুমে তার থাকা কি মেনে নিতে পারবেন? কিম্যানকালেও কি এগুলো মেনে নেওয়া যায়, বলুন? মেনে

নেওয়া তো বহু দূরের কথা, এসব ঘৃণ্য তথা বমি এসে যাওয়ার মতো বিষয় নিয়ে তো চিন্তাই করা যায় না। অথচ সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনি বৈধতার মাধ্যমে তারা এগুলোই আদায় করে নিতে চাচ্ছে, সমাজে নরমাল করতে চাচ্ছে। আইন পাশ হয়ে গেলে কী অবস্থা হবে তা কি এবার বুঝতে পারছেন?

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে ট্রান্সজেভার নিয়ে আইন পাশ করার সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন আমরা যদি নড়েচড়ে না বসি, তবে তারা ঠিকই আইন পাশ করিয়ে তারা তাদের অধিকারের বৈধতা পেয়ে যাবে। এতে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি বেড়ে যাবে। ধর্ষণ করেও ট্রান্সজেভারের নাম দিয়ে তাদের বেঁচে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। সমকামিতা নরমাল বিষয়ে পরিণত হয়ে যাবে। নারী ও পুরুষের আলাদা পরিচয় থাকবে না। নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে ট্রান্সজেভার নামক পুরুষের অনুপ্রবেশ ঘটবে। নারীদের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধায় তারা ভাগ বসাবে। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। পাশ্চাত্যের মতো পরিবার ও সমাজ বলতে কিচ্ছু থাকবে না। এছাড়া, আরও কত যে সমস্যা হবে, তা কল্পনারও অতীত। আর এভাবে চলতে থাকলে লূত ক্রান্ট্রু হয় না আমাদের?!

তী

আল্লাহর সাথে শয়তানের পাঁচটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ ছিল যে, আমি তাদের আরও নির্দেশ দেব-যেন তারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়। উল্লেখ্য, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে প্রকৃতিগতভাবে যেমন রেখেছেন, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনাই হচ্ছে সৃষ্টির বিকৃতি। এই যে ট্রান্সজেন্ডার, তারা তো বায়লোজিক্যালি হয় পুরুষ, না হয় নারী। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতকে বুড়ো আঙ্ল দেখিয়ে পুরুষ হয়েও নারীর মতো আর নারী হয়েও পুরুষের মতো হতে চাচ্ছে, এটাকেই বলে সৃষ্টির স্পষ্ট বিকৃতি। শয়তানের চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হুশিয়ার করে বলেছেন, যে ব্যক্তি এসব কাজ করে আল্লাহ তাআলার বদলে শয়তানকে নিজের অভিভাবক বানিয়ে নেবে, সে এক সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসানের সম্মুখীন হবে *(আন-নিসা, ৪/১১৮-১১৯)*। আর এই ক্ষতিটা আল্লাহর ক্ষমা না পাওয়ার ক্ষতি, আল্লাহর ভয়ঙ্কর আযাবে পতিত হওয়ার ক্ষতি সর্বোপরি জান্নাত হারানোর ক্ষতি।

সমকামিতার জন্য মহান আল্লাহ নবী লৃত ক্রাইক্ট -এর জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। তাও যমীন উল্টিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়; লৃত ক্রাইক্ট -এর স্ত্রী যিনি সরাসরি সমকামিতায় সম্পৃক্ত না থেকেও শুধু সমকামিতার পক্ষে থাকার কারণে তাকেও আল্লাহ পাকড়াও করেছিলেন,

ভয়ানক আযাবের সম্মুখীন করেছিলেন। এজন্য আমাদের যারা সমকামিতায় লিপ্ত নয় ঠিক কিন্তু লৃত ক্রাণ্টি -এর স্ত্রীর মতো এর বিপক্ষে কিছু বলছেন না, হয়তো নীরব থাকছেন, তাদের উচিত লৃত ক্রাণ্টি -এর স্ত্রীর পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়া। লৃত ক্রাণ্টি -এর জাতির লোমহর্ষক পরিণতি থেকে বোঝা যায়, সমকামিতার পাপ আল্লাহর কাছে কত জঘন্য লেভেলের পাপ।

LGBT এর সাথে সম্পৃক্ততা হওয়া থেকে বেঁচে থাকা এবং এ নিয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে এসব বিষয় নিয়ে আমাদের জানা থাকা খুবই দরকার। জানা না থাকলে তারা যে কত পাপিষ্ঠ দাবি নিয়ে জনসম্মুখে আসছে, তা আমরা বুঝতে পারব না। আর তা বুঝতে না পারলে আমাদের নীরবতার সুযোগে সমাজের রব্ধে রব্ধে তাদের বিকৃত চিন্তা ছড়িয়ে দিবে। যাহোক, LGBT এর পূর্ণরূপ হচ্ছে যথাক্রমে Lesbian, gay, bisexual and transgender. তারা তাদের তথাকথিত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আশির দশকে LGBT নামক সমকামিতার একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলে। প্রসঙ্গত, তাদের তথাকথিত সামাজিক আন্দোলনের প্রতীক হচ্ছে রংধনু বা রেইনবো।

এবার LGBT এর সংজ্ঞা জেনে নিই। মূলত, আল্লাহর দেওয়া নিয়মের বাইরে গিয়ে এমন পুরুষ যে পুরুষের প্রতি আসক্ত তাকে Gay বলে, এমন নারী যে নারীর প্রতি আসক্ত তাকে Lesbian বলে, এমন মানুষ যে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি আসক্ত তাকে Bisexual বলে, এমন মানুষ যে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক সার্জারি করে অথবা মনে মনে ছেলে থেকে মেয়েতে আর মেয়ে থেকে ছেলেতে রূপান্তরিত হয় তাকে transgender বলে।

[8]

ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু নিয়ে আজকে আমরা যারা নীরব থাকছি, শুধু ফেইসবুকের এ জাতীয় কনটেন্টগুলো স্ক্রলিং করাতে সীমাবদ্ধ থাকছি, কাল যখন আপনার সন্তানসন্ততি, ভাই-বোন কিংবা পরিবারের কেউ আপনাকে অবাক করে দিয়ে এই বিকৃত রুচির যৌনতার সাথে যুক্ত হবে, নিজেকে সমকামী হিসেবে বুক ফুলিয়ে আজকের কিছু খবিশদের মতো আত্মপ্রকাশ করবে, তখন ঠিকই হাড়েহাড়ে টের পাবেন যে, এটা আপনার জন্য মূলত আজকের দিনগুলোতে নীরবতার দুনিয়াবি এক শাস্তি।

আমরা যারা লেখনীর মাধ্যমে, বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে অপারগ, তাদের উচিত অন্তত ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ার যত প্লাটফর্মে আমরা অ্যাকটিভ রয়েছি, সেগুলোতে প্রতিবাদী কনটেন্ট বেশি বেশি শেয়ার করা, যাতে বেশি মানুষ এজাতীয় জঘন্য বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে, সচেতন হতে

🌗 ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 🕪

পারে এবং নিজেদের জায়গা থেকে প্রতিবাদ করতে পারে। এতে যারা ট্রান্সজেন্ডারের নামে সমকামিতা প্রতিষ্ঠার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি হবে, তাদের শয়তানী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

এছাড়া, আইনি বৈধতা পাওয়া নিয়ে তারা যে অলীক স্বপ্ন দেখছে, সেটাতে ভাটা পড়বে। কাজেই আমরা যেন বিশেষ করে এমন ইস্যুতে কোনোভাবেই নীরব না থাকি। তা না হলে পরবর্তীতে এদেরকে আর থামানো যাবে না, এদের লাগাম এখনই টেনে ধরতে হবে। ঐ যে কথায় বলে না, বসতে দিলে শুতে চায়। এদের অবস্থা হচ্ছে তেমনি। অতএব, প্রিয় ভাই ও বোন আমার! আমরা প্রত্যেকে নিজ নামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ করি, মানুষকে সচেতন করি। কেননা এটা ঈমানের প্রশ্ন, এটা আল্লাহর লা'নত পাওয়ার প্রশ্ন, সর্বোপরি আল্লাহর গযবে সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্ন। জাগো, ওহে মানুষ, জাগো!

সমকামিতার ফলে বংশবৃদ্ধি হুমকির মুখে পড়বে। এজন্য এটা শুধু মুসলিমদের ইস্যু নয়; এটা সকল ধর্মাবলম্বীদের ইস্যু। এমন ইস্যুতে কেউ নীরব থাকতে পারে না। এমন ইস্যুর মিডল গ্রাউন্ড বলতে কিছু নেই, হয় পক্ষে না হয় বিপক্ষে। সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর করতে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করে যেতে হবে। আজকের নীরবতা একদিন আপনার অনেক পস্তানোর কারণ হবে। সেদিন আফসোস করেও লাভ হবে না।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় কেউ এটা ভেবে বসবেন না যে, আমি সামান্য একজনের প্রতিবাদে কী আসবে আর যাবে। মনে রাখবেন, কোটি হতে হলে 'এক' এর প্রয়োজন আছে। এখন 'এক' যদি বলে আমি সামান্য একের কী প্রয়োজন কোটি তো বিশাল, তাহলে তো আর 'কোটি' হওয়া সম্ভব না। তেমনি আপনি নিজেকে সামান্য একজনে কী আসবে না আসবে ভেবে প্রতিবাদ না করলে কাজ্জিত ফল আদায় হবে না। শক্ত প্রতিবাদের জন্য প্রতিটা মানুষের সম্পুক্ততা জরুরী।

অতএব, যে-কোনোভাবে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ জায়গা থেকে প্রতিবাদের সাথে যুক্ত হতেই হবে। তা না হলে পরবর্তী প্রজন্মের বেড়ে উঠার সুস্থ প্ল্যাটফর্ম তথা আমাদের প্রতি তাদের হক নষ্ট করার দায় আমাদেরকেই নিতে হবে। তারা যখন জানবে আমাদের আজকের দিনগুলোতে শক্ত প্রতিবাদ না করার কারণে তাদের সময়ে সমকামিতা নরমালাইজ হয়েছে, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, তখন কিন্তু তারা এই ভেবে দীর্ঘশাস ফেলে আমাদের প্রতি একরাশ ঘৃণাই প্রকাশ করবে যে, কী করলেন আমাদের বড়রা। এতে আমরা তাদের কাছ থেকে দু'আর বদলে বদ-দু'আই পাবে, যা কখনোই কাম্য নয়।

পরকালীন উপদেশ ও সতর্কতা

[১০ রবীউল আউয়াল, ১৪৪৬ হি. মোতাবেক ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আলী ইবনু व्यापुत त्रश्यान व्यान-ष्ट्याग्रयो** ब^{्रमक्}। উक्र थु९वा वाश्ना ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।** খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যথার্থ আকৃতি দান করেছেন এবং সবকিছু দয়া ও জ্ঞান দিয়ে পরিবেষ্টন করেছেন। 'নিশ্চয় তিনি সহনশীল ও ক্ষমাশীল' (ফাত্বির, ৩৫/৪১)। আমি আমার প্রতিপালকের অগণিত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদেরকে দেওয়া তাঁর জানা ও অজানা, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব নেয়ামতের জন্য। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও মহান নেতা মুহাম্মাদ 🚟 তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাকে বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন রহমতস্বরূপ, সুসংবাদবাহক ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর পথে আহ্বানকারী ও আলোকিত প্রদীপ হিসেবে। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার ও ছাহাবীদের প্রতি অগণিত শান্তি, বরকত ও রহমত বর্ষণ করুন।

অতঃপর, আপনারা আল্লাহভীতি অবলম্বন করুন, তাঁর সম্ভুষ্টিমূলক আমল করা ও তাঁর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। তাহলে তিনি আপনাদের জন্য তাঁর সম্ভুষ্টি অবধারিত করবেন এবং আপনাদেরকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রবেশ করাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّهُ ﴾ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا - وَمَنْ يَأْتِهِ মে তার مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا﴾ রবের নিকট অপরাধী অবস্থায় আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা' (তৃ-হা, ২০/৭৪-৭৫)।

﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مُ مِامَّا يَأْتِينَّكُمْ مُ مِامَّا عَامِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَام رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ ंदर तनी वामम! यिन वामारत निकि عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসে, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করবে; তবে যারা তারুওয়া

অবলম্বন করবে এবং (আমল) সংশোধন করবে, তাদের উপর কোনো ভয় নেই আর তারা দঃখিতও হবে না' *আল-*আ'রাফ, ৭/৩৫)।

হে আদম সন্তানেরা! নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে এক মহৎ কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যা আসমান ও যমীন বহন করতে অপারগ হয়েছিল এবং তা পালন করতে ভয় পেয়েছিল এই আশঙ্কায় যে, তারা এর অপব্যবহার করার ফলে শাস্তির সম্মুখীন হবে অথবা তা পালনে ত্রুটি করার কারণে নিন্দিত হবে। ফলে এ ক্রুটির কারণে আল্লাহর হিসাব ও শাস্তির সম্মখীন হতে হবে।

জেনে রাখুন! এই মহৎ দায়িত্বটি হচ্ছে নিষ্ঠার সাথে মহান আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর শরীআত অনুসারে পৃথিবীতে সংশোধন করা এবং যুলম ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহ বলেন, হার্টা وَمَنْ أَسَاء ,বলেন আ্লাহ বলেন, হার্টা টুটা ক্রিটা ক্র থে সংকর্ম করে, সে তার فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ নিজের জন্যই তা করে এবং যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। তোমার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই যালেম নন' *(ফুছছিলাত, ৪১/৪৬)*।

হে আদম সন্তান! আপনার জীবনের শুরু ও শেষের বিষয়গুলো এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনশীল অবস্থাগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করুন। মহান আল্লাহ বলেন, निः अत्मरः আिय मानुष्रतः अष्टि ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে' (আল-বালাদ, ৯০/৪)। মুফাসসিরগণ বলেছেন, মহান আল্লাহ মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তারপর ধৈর্যশীল ও পরহেযগারদের জন্য রয়েছে অনন্ত সুখ ও শান্তি আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও নিষিদ্ধ কামনা-বাসনার পথে চলে, তাদের জন্য রয়েছে ﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرَفُوا فِيهِ ,পাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন 'আর যারা যুলম করেছে, তারা বিলাসিতার وكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ পেছনে পড়ে ছিল এবং তারা ছিল অপরাধী' (হুদ, ১১/১৬)।

হে মানুষ! আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿حسبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيلُ ﴾ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!' *(আলে ইমরান, ৩/১৭৩)*। এটা এমন একটি বাক্য যা নবী 🚟 কঠিন পরিস্থিতি, বিপদ ও সংকটের সময় পাঠ করতেন এবং ছাহাবীদেরও তা বলার পরামর্শ দিতেন। ইবরাহীম 🐠 🕬 -কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি এই বাক্যটি পাঠ করেছিলেন।

আল্লাহু আকবার! মানুষ তার পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে কতই না বিশাল ও ভয়াবহ সেইসব ঘটনার সম্মুখীন হবে। আবৃ যার ক্লোল হতে বর্ণিত, রাস্লুল্লাহ আলক্ষে বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়িঘর ছেড়ে পথে-বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহ তাআলার সামনে কাকুতিমিনতি করতে'। বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার মন চায় আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম আর তা কেটে ফেলা হতো'। পার্থিব জীবনের পরে প্রত্যেকেই কবরে সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হবে। আনাস 🐠 হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 🐃 বলেন, 'বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে, সে তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় দুজন ফেরেশতা তার নিকট এসে তাকে বসান এবং তারা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ 🐃 সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানস্থলটির দিকে নযর দাও, আল্লাহ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থানস্থল দান করেছেন। তখন সে দুটি স্থলের দিকেই দৃষ্টি দিবে। অতঃপর মুনাফেক্ন বা কাফের ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হবে যে, তুমি এ ব্যক্তি 🚟 সম্পর্কে কী বলতে? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না, লোকেরা যা বলত আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তেলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার মুগুর দারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দুই জাতি (মানুষ ও জিন) ছাড়া তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে' ৷ং

অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের স্থির রাখবেন এবং মুনাফের ও কাফেরদের বিপথগামী করবেন; তাদের দুনিয়ার স্বীকৃতি কোনো কাজে আসবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে প্রশ্ন করবেন, তোমরা তোমাদের উন্মতের কাছে রিসালাত পৌঁছে দিয়েছিলে কি-না? এই প্রশ্ন নূহ থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ ক্রি পর্যন্ত সকল নবীকে করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ঠি তুঁকু ক্রি কুরু বুলি তুকু 'অতএব, কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর সাক্ষীরূপে?' (আন-নিসা, ৪/৪১)। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আবু বার্যা আল-আসলামী

শুল্ল হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ শুলু বলেছেন, 'কোনো বান্দার পদযুগল (ক্বিয়ামত দিবসে) এতটুকুও সরবে না, তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা হবে—কীভাবে তার জীবনকাল অতিবাহিত করেছে, তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে, কোথা হতে তার ধনসম্পদ উপার্জন করেছে ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং কী কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে?'

নিশ্চয় সেদিনের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন এবং এর নিরীক্ষক হবেন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। মহান আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নয়, তিনি অন্তরের খবর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ক্বিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা তার স্থান থেকে সরবে না এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়— তার জীবন সম্পর্কে কীভাবে সে তা নিঃশেষ করেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। যদি স্বীয় রবের নিকট সে সঠিক উত্তর দিতে পারে এবং তার জীবন মাওলার আনুগত্যে অতিবাহিত করে থাকে, তবে কতই না সৌভাগ্যবান হবে সেই আনুগত্যশীল ব্যক্তিরা! শ্বান আল্লাহ বলেন, هُوْهُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ (বলেন مَا اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 'আञ्लार वलरान, अफें रलें। وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ, যার নিচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের প্রতি সম্ভুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সম্ভুষ্ট হয়েছে। এটা মহাসাফল্য' (আল-মায়েদা, ৫/১১৯)।

মানুষকে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে এবং কীভাবে তা ব্যয় করেছে? সম্পদের উৎস, এর বন্টন পদ্ধতি ও ব্যয়ের মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত জটিল ব্যাপার এবং সে সম্পর্কে উত্তর দেওয়াও কষ্টসাধ্য। হালাল সম্পদের কারণে সৎকর্মশীল ব্যক্তি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করবে, পক্ষান্তরে হারাম সম্পদের কারণে সে তার জীবনে ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং তার মৃত্যুর পরে তার উত্তরাধিকারীগণও এর অমঙ্গলের কারণে দুর্ভাগ্যবান হবে। খাওলা আল-আনছারিয়া প্রাক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ক্ষান্ত্র-কে বলতে শুনেছি যে, 'কিছু লোক আল্লাহর দেওয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হবে'।

১. তিরমিযী, হা/২৩১২, হাসান।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৭০।

৩. তিরমিযী, হা/২৬১৭।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩১১৮।

সুতরাং সম্পদের দায়িত্বভার কতই না কঠিন এবং এর অকল্যাণ ও ক্ষতি কতই না বিশাল ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তা কুপ্রবৃত্তির পথে ব্যয় করে এবং হকদারদেরকে বঞ্চিত করে! তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তার ইলম সম্পর্কে, ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? ইলম অনুযায়ী আমল করার অর্থ হলো, যার প্রয়োজন তাকে শিক্ষা দেওয়া, সে অনুযায়ী ভালো কাজের আদেশ করা ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। মূলত, সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো মানুষকে সঠিক পথ দেখানো এবং খারাপ বিষয় থেকে নিষেধ করা।

যে ব্যক্তি তার অতীত জীবনের জবাব তৈরিকরণে ক্রটি করেছে, কিন্তু সবশেষে নিজেকে সংশোধন করেছে ও তওবা করেছে; আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন, তাকে স্বীয় রহমতে আবৃত করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এ চারটি বিষয়ের উত্তরের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করবে, আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবেন এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, ক্রিট্টু তির্বাইটি কর্মিন করিকে সাক্ষ্য দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, ক্রিট্টু তির্বাইটি কর্মিন করিক ক্রিট্টি তির্বাইটি কর্মিন করিক করা হবে, তখন তাদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, তখন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে' (ফুছছিলাত, ৪১/১৯-২০)।

আর যে ব্যক্তি স্বীয় রবের নিকট উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে এ চারটি বিষয়ে সে যা আমল করেছে তার স্বীকৃতি আদায় করবেন, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَيُنَبَّلُ مُونَيْذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ الله হবে সে কী (আমল) আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে ছেড়ে এসেছে' (আল-ক্রিয়াসাহ, ৭৫/১৩)।

بارَك اللَّهُ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإيَّاكم بهدي سيد المرسلين.

দ্বিতীয় খুৎবা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা, পরম করুণাময় ও বিচার দিনের মালিক। আমি তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ হ্মার্ক্র তাঁর বিশ্বস্ত বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ আরু এবং তাঁর পরিবার ও ছাহাবীদের প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। অতঃপর আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহভীতি অবলম্বন করুন এবং ইসলামের দৃঢ় রজ্জুকে মযবৃতভাবে ধারণ করুন; কেননা যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে, সে কল্যাণ লাভে ধন্য হয় এবং অকল্যাণ ও ধ্বংস থেকে মুক্তি পায়।

মহান আল্লাহ তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, তাই দুনিয়া ও আখেরাতে একজন মুসলিম যে কল্যাণই অর্জন করে, আল্লাহ তা তার মাধ্যমেই সূচনা করেছেন। কাজেই আল্লাহর হকের পরই রাসূল করেছেন। কাজেই আল্লাহর হকের পরই রাসূল বিশ্ব নির্দ্ধান এর হক। মহান আল্লাহ বলেন, কুট্টা নির্দ্ধান করে ক্রিটা নির্দ্ধান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে' (আল-আনফাল, ৮/২৪)।

রাসূল ক্ষ্মেন্থ -এর হকসমূহের মধ্যে রয়েছে তাকে ভালোবাসা, তাঁর ভালোবাসাকে সকল কিছুর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, তাঁর আদেশ মান্য করা, তাঁর নিষেধকৃত বিষয় বর্জন করা, তাঁর দেওয়া সংবাদকে সত্যায়ন করা এবং একমাত্র তাঁর দেখানো পদ্ধতিতেই আল্লাহর ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ ক্ষ্মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই'।

রাসূল জ্বার্ট্ট -এর সাথে রাঢ় আচরণের অন্তর্ভুক্ত হলো ঈদে মিলাদুন্নবীর বিদআত পালনে উদ্যত হওয়া, ঐ সকল বিদআত পালন করা যার স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই এবং নবী জ্বার্ট্টি -এর সুন্নাহর অনুসরণে অবহেলা করা।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪।

সময় যেমন আপন নয়, ক্ষমতা তেমন চিরস্থায়ী নয়!

-তাবাসসুম আরোবী*

ভূমিকা: সময় তার নিজ গতিতে চলতে থাকে। সময় কখনোই কারো আপন হয় না; বরং মানুষ নিজেরাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে তাকে আপন করে নেয়। এই চলতে থাকা তখনই সফলতা নিয়ে আসে, যখন মানুষ সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। সঠিক ব্যবহার হতে পারে বিভিন্ন অবস্থানভেদে ও নানান পরিস্থিতিতে। আল্লাহ তাআলা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরীক্ষা করে থাকেন, কখনো নিঃস্ব করে আবার কখনো ক্ষমতা দিয়ে। সাময়িকভাবে কোনো কিছুর কর্তৃত্ব অর্জন করা বা মালিক হওয়াকে ক্ষমতা বলা হয়। এটি হতে পারে অনেক বড় বিষয়ে অথবা ছোট বিষয়ে। কিন্তু প্রতিটি মানুষ তার সামান্য থেকে সামান্যতম দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولً عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالاَمَامُ الَّذِي عَلَى التَّاسِ
رَاعِ وَهْوَ مَسْؤُولً عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْؤُولً
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةً
عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْؤُولُ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولً عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'জেনে রেখা! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, রাষ্ট্রনেতা জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানসন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, জেনে রেখো! প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।

উক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি
তার স্বস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কেউ কোনো ক্ষমতা
পেয়ে গেল বলে এই নয় যে, সে অপর কারো উপর নিজের
ইচ্ছামতো কোনো কিছু চাপিয়ে দিবে। সুতরাং কোনো
ক্ষমতাবান কারো প্রতি যুলম করতে পারবে না। কেউ কোনো
বিষয়ে ক্ষমতাবান হলে তাকে কুরআন-হাদীছের আলোকে
ন্যায়পরায়ণতার সাথেই সে বিষয় পরিচালনা করতে হবে।
কারণ কুরআন-হাদীছের ভাষ্যমতে, যারা যুলম করে, তাদের

জন্য রয়েছে দু'বার শান্তি— (১) পৃথিবীর বুকে অপমান-লাঞ্ছনা এবং (২) পরকালে নির্ধারিত শান্তি তথা জাহায়াম। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে যুলমকারীদের সম্পর্কে বলেন, র্মুক্ত কুঁট্রন্ট কুঁট্র নির্ক টুট্র্কু ক্রিন্ট্র কুঁট্রন্ট কুঁট্র ট্রেন্ট্র ক্রিট্র করের ক্রিট্র ক্রিট্র করের ক্রিট্র ক্রিট্র করের ক্রিট্র করের ক্রিট্র ক্রিট্র করের ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র করের ক্রিট্র ক্র

অতীতের স্বৈরাচারী ক্ষমতাবান এবং তাদের পরিণতি: ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, যুগে যুগে যারা পৃথিবীতে যুলম-নির্যাতন করেছে, তাদের অবস্থা হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদেরকে পৃথিবীতে একবার শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে জাহান্নাম। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বড় যুলম করেছিল আদম 🦇 এর পুত্র কাবিল। সে নিজের কুরবানী কবুল না হওয়ায় বড় ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে নিঃসঙ্গতা ও পেরেশানির শাস্তি দিয়েছিলেন আর পরকালে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম। আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক নমরূদ, সে দীর্ঘ ৪০০ বছর যাবৎ রাজত্ব করায় উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে একমাত্র উপাস্য ভেবেছিল। তাই সে ইবরাহীম ক্রাইজ্ -কে জিজ্ঞেস করেছিল, বলো, তোমার উপাস্য কে? নমরূদ ভেবেছিল যে, তাকে হয়তো প্রভু বলে স্বীকার করবে। কিন্তু ইবরাহীম শুলাফ বলেন, ﴿رَبِّي الَّذِي يُحْيى وَيُمِيتُ﴾ বলেন, পালনকর্তা তিনি, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন' *(আল-বাকারা,* ২/২৫৮)। তার কথা অমান্য করায় সে ইবরাহীম 🐠 🔭 -কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে তা শীতল হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে দনিয়াতে সামান্য মশা দ্বারা ধ্বংস করেন আর পরকালে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। অপর একজন স্বৈরাচারী শাসক ফেরাউন, যে নিজেকে প্রভু দাবি করে এবং নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বনী ইসরাঈলের হাজারো শিশুকে হত্যা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে তার দলবলসহ পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।

ক্ষমতার বাহাদুরি এবং অহংকার করায় আল্লাহ তাআলা 'আদ জাতিকে ধ্বংস করেন। প্রাথমিক গযব হিসেবে তাদের উপর টানা তিন বছর যাবৎ বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেতসমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগবাগিচা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তাদের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, হিন্তু فَا اللّهَ وَلَا اللّهُ فَيَا وَاللّهُ فَيَا اللّهِ وَاللّهُ فَيَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

শক্ষার্থী, কুল্লিয়্যাহ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ছহীহ বুখারী, হা/৭১৩৮।

দিনগুলোতে তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্জা বায়ু পাঠালাম, যাতে তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানজনক শাস্তি আস্বাদন করে। আখেরাতের শাস্তি অবশ্যই অধিক লাঞ্ছনাদায়ক হবে আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না' ফুছছিলাত, ৪১/১৬)।

কওমে 'আদের ন্যায় আল্লাহ তাআলা ছামূদ জাতির ৯ জন নেতাকে ধ্বংস করেন। ছালেহ প্রাণী তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা ৯ জন তাকে ও তার পরিবারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

এভাবে প্রত্যেক যুলমকারী এবং স্বৈরাচারীকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোনো যুলমকারীই তার শাস্তি থেকে রেহাই পাইনি। রাসূল تَقَّ دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ 'তোমরা মাযলুমের বদ-দু'আ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এই বদ-দু'আ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই'।

বর্তমান সৈরাচারী ক্ষমতাবান এবং তার পরিণতি: আল্লাহ তাআলার বাণী ও রাসূল ক্ষ্মতাবান এবং হাদীছ যে চিরসত্য এবং আল্লাহ তাআলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিদানে যে অত্যন্ত কঠোর তার প্রমাণ আমরা বর্তমান অবস্থার বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে জানতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশে কোটা আন্দোলনকে ঘিরে যাওয়া ঘটে যাওয়া ১ জুলাই থেকে ৩৬ জুলাই তথা ৫ আগস্ট পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে সাবেক সৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী খুনি হাসিনার পদত্যাণ ও পলায়ন তার জুলন্ত প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হয় দ্বি-জাতি তত্ত্ব তথা ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে যখন মুসলিমরা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করে তখন। উল্লেখ্য, ইংরেজরা ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৯০ বছর ভারতবর্ষে শাসন চালায়।

তারপর ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে নামমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন একটি দেশ কীভাবে স্বাধীন দেশ হতে পারে, যেখানে ভাষার জন্য এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করে হাজারো প্রাণ দিয়ে বিজয় লাভ করেও ছিল না মানুষের কোনো বাকস্বাধীনতা? সেখানে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জেনেও যুলম-অত্যাচারের ভয়ে হয়ে পড়েছিল অক্ষম। মানুষ বলতে বাধ্য হচ্ছিল যে, নামমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল মানুষই যেন ছিল শিকলবন্দি ও পরাধীন। এখন ফিরে যায় খুনি হাসিনার কথায়, ২০০৯ সাল থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ সে কত মানুষকে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত করে এবং বিভিন্ন অন্যায় কাজ করতেই থাকে তা সত্যিই অবর্ণনীয়। যার ভোগান্তি আজও পরিপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেনি অনেকেই। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তার উল্লেখযোগ্য অন্যায় কাজসমূহ হলো— ২০০৯ সালে পিলখানায় নির্মম হত্যাকাণ্ড, ২০১৩ সালে

হেফাজতের কর্মীদের শাপলা চত্বরে নির্মমভাবে হত্যা, ২০১৪ সালের একক নির্বাচন, ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে হত্যা, নির্বাচনে গায়েবী ভোট, বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের গুম-হত্যা, আয়নাঘর, ১১ লক্ষ কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার, মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, ২০২৪ সালে কোটা আন্দোলনে গণহত্যা ইত্যাদি।

১৬ বছরের রাজত্বে তিনি সব ধরনের অপকর্ম এবং দুর্নীতি করেছেন। নৃশংসভাবে ভিন্নমত দমন, প্রতিহিংসার রাজনীতি করে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছেন তিনি। তার তৈরিকৃত আয়নাঘর নামক দুনিয়াবী জাহান্নামে তিনি ছয় শতাধিক মানুষকে শুম ও হত্যা করেছেন। তিনি বিদেশি একটি রাষ্ট্রের সাথে ষড়যন্ত্র করে পিলখানায় ৫৭ জন সেনা অফিসার ও ১৭ জন সিভিলিয়ানকে হত্যা করেছেন। মানুষ স্বাধীন দেশে থেকেও নির্যাতিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, তার ক্ষমতা তার থেকে কেউ কেঁড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর পরিকল্পনা অতি সৃক্ষ্ম ও কঠিন। অবশেষে ১৫ বছরের রাজত্ব ছেড়ে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে খুনি হাসিনা পুরো পৃথিবীর সামনে অপমানিত ও লজ্জিত হয়ে পালিয়ে যায়। দুনিয়াতে যুলমকারীদের শাস্তি এমনই হয়, যা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَأَنْذِرِ﴾ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أُخِّرْنَا إِلَى أَجَل قريب نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ إرَال 'আর আপনি মানুষদেরকে সতর্ক করুন, যেদিন তাদের উপর আযাব নেমে আসবে। অতঃপর তখন যারা যুলম করেছে তারা বলবে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে কিছ সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব। ইতঃপূর্বে তোমরা কি কসম করোনি যে, তোমাদের কোনো পতন নেই?' *(ইবরাহীম, ১৪/৪৪)*।

উপসংহার: পৃথিবীর কোনো মানুষেরই নিজের অবস্থান বা কোনো ক্ষমতা নিয়ে অহংকার করা ঠিক নয়। কারণ দুনিয়াবী ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়; বরং দুনিয়া ও পরকালের চিরস্থায়ী ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ। যেহেতু দুনিয়া একটি পরীক্ষা কেন্দ্র, সুতরাং পরকালীন কল্যাণের আশায় প্রত্যেক দায়িত্বশীল বা ক্ষমতাবানকে নিজ নিজ অবস্থানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। প্রকৃত কর্তৃত্বশীল তখনই হতে পারবে, যখন কেউ অন্যের জন্য যে বিধান বা আইন ধার্য করবে, নিজের জন্যও সেই একই বিধান গ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহর রহমত যেমন ব্যাপক, তার গযবও তেমন ব্যাপক। সুতরাং যুলম থেকে বিরত থাকতে হবে, তা একটি বড় পাপ। যুলম সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, রাসূল ক্ষায়েত্র দিন অন্ধকারের কারণ হবে'। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

২. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৮।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৭।

মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

मृन : भाराच मूशम्याम टैरान ছलट जान-উছारामीन -जनुराम : ७. जामुद्याटिन काफी मामानी*

(শেষ পর্ব)

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খ! পিতা যদি তার পুত্রকে খারাপ মেয়ের সাথে বিয়ে করতে বাধ্য করেন অথবা ভালো মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে বাধা দেন, তাহলে পুত্রের করণীয় কী?

উত্তর: পূর্বের প্রশ্নের মতোই একই জবাব। দ্বীন বা চারিত্রিক যে-কোনো ত্রুটির কারণে ছেলে বিয়ে করতে চাচ্ছে না- এমন মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা পিতার জন্য জায়েয নেই। এমন কত মানুষ আছে, যারা সন্তানদেরকে নিজের পছন্দমতো নারীদেরকে বিয়ে করতে বাধ্য করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছেন। তারা হয়তো বলেছেন, এই মেয়েকে বিয়ে করো! কারণ, সে আমার ভাতিজি অথবা আমার বংশের মেয়ে। এ অবস্থায় ছেলে তার পিতার আদেশ মানতে বাধ্য নয়। আবার পিতার জন্যও জায়েয নেই পুত্রকে বাধ্য করা।

এমনকি ছেলে যদি কোনো ভালো মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, আর পিতা তাকে বাধা দেয়, তবে এক্ষেত্রে পিতার আনুগত্য করা জরুরী নয়। কারণ, এ অবস্থায় পিতার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না: বরং ভালো মেয়েকে বিয়ে করলে ছেলের ভালো হবে।

যদি আমরা বলি, সন্তান সর্বাবস্থায় পিতার আনুগত্য করতে বাধ্য তাতে সন্তানের উপকার থাকুক বা পিতার ক্ষতি না থাকুক, তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু এই অবস্থায় ছেলের উচিত বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধ্য অনুযায়ী তার পিতাকে পরিতুষ্ট করা।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খা আপনি অনুমতি দিলে বিবাহ অনুষ্ঠানের কিছু শরীআত-বিরোধী কর্মকাণ্ড তুলে ধরব। আশা করব আপনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। শরীআত-বিরোধী বিষয়গুলো হলো:

প্রথমত, কোনো কোনো মহিলা এমন পোশাক পরে, যা আমাদের সমাজে প্রচলিত নেই। তারা যুক্তি দেয়, এ পোশাক শুধু নারীদের মধ্যেই পরিধান করা হয়ে থাকে। এসব পোশাক এতই টাইট যে, শরীরের আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো পোশাক উপর দিক থেকে খোলা থাকার কারণে বুক বা পিঠ বের হয়ে যায়। অথবা নিচ দিক থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাটা থাকে।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো বিয়েতে মাইক বা সাউন্ত বক্সে নারীদের গান বাজানো হয়, ভিডিও করা হয়। এর থেকে মারাত্মক হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে সবার সামনে চুমু দেয়। আল্লাহর বিধানের বিষয়ে সচেতন ব্যক্তিরা তাদেরকে নছীহত করলে তারা বলে, অমুক শায়খ এটিকে জায়েয বলেছেন। আমরা আশা করছি, আপনি সঠিক বিষয়টি মুসলিম সমাজের জন্য স্পষ্ট করবেন।

উত্তর: প্রথম বিষয় বলব, ছহীহ মুসলিমে আবৃ হুরায়রা ক্র্নিই থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, রাসূল ক্রিট্রের বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمُ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمُّ سِيَلُطْ كَأَذْنَابِ الْبَقِرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُعِيلاتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلُنَ الْجُنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيَحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

'জাহান্নামবাসী দু'প্রকার মানুষ, আমি যাদের (এ পর্যন্ত) দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকজনকে মারবে এবং একদল স্ত্রী লোক, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না, অথচ এত এত দূর হতে তার সন্ত্রাণ পাওয়া যায়'।'

রাসূল বাস্ট্র -এর বাণী السِيَاتُ عَارِيَاتُ দারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের পোশাক থাকবে কিন্তু পোশাক খাটো অথবা হালকা অথবা টাইট হওয়ার কারণে পরিপূর্ণ পর্দা হবে না। এ কারণে ইমাম আহমাদ ক্রুক্তি তার মুসনাদে উসামা ইবনে যায়েদ থেকে হালকা দুর্বল সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল আমাকে 'কিবতিয়্যাহ' নামক পোশাক পরালেন। আমি সে পোশাক আমার স্ত্রীকে পরিধান করালে রাসূল আমাকে বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে ঐ পোশাকের নিচে পাতলা শেমিজ দিতে বলো! আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার হাড়ের সাইজ প্রকাশিত হয়ে যাবে'।

বুকের উপর দিক খোলা রাখা আল্লাহর নির্দেশের স্পষ্ট লজ্মন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَيَصْرِبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ 'তারা যেন তাদের মাথাসহ বুকের উপর ওড়না রাখে' (আন-নূর, ২৪/০১)। ইমাম কুরতুবী ক্ষাক্ষ তাঁর তাফসীরে বলেন, এটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একজন নারী তার ওড়না এমনভাবে

^{*} পিএইচডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৪৭৫।

২. মুসনাদে আহমাদ, ৫/২০৫।

বুকের উপর রাখবে, যাতে বুক সম্পূর্ণভাবে ঢেকে যায়। তারপর আয়েশা প্রাদাশ থেকে একটি আছার বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরের মেয়ে হাফছা এমন পাতলা পোশাক পরেছিলেন, যাতে তাঁর গলা ও নিচের অংশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল। তখন আয়েশা প্রাদাশ ঐ কাপড় ছিড়ে দেন এবং বলেন, 'মোটা কাপড় পরতে হবে, যাতে পরিপূর্ণভাবে ঢেকে যায়'।

সাথে সাথে যে পোশাক নিচের দিক থেকে কাটা থাকে এবং তার নিচে কোনো কিছুই না থাকে, নিঃসন্দেহে এটি নিষিদ্ধ। তবে নিচে কোনো কাপড় থাকলে অসুবিধা নেই। তবে পুরুষের মতো যেন না হয়, সেটি খেয়াল রাখতে হবে। না হলে পুরুষের সাদৃশ্যের কারণে হারাম হবে।

একজন অভিভাবক তার মেয়েকে হারাম পোশাক, সাজসজ্জা করে বা সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হতে বাধা দিবে। কারণ, তিনি এই নারীর দায়িত্বশীল এবং এ দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবেন। সেদিন 'কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোনো সুপারিশ কবুল করা হবে না। কারো কাছ থেকে কোনোরূপ বিনিময় নেওয়া হবে না এবং কেউ কোনো সাহায্য পাবে না' (আল-বাঞ্চারা, ২/৪৮)। দ্বিতীয় বিষয়ে বলব, বিয়ের দিন দফ বাজানো জায়েয বা বিয়ের কথা প্রচারের জন্য সুন্নাহ হবে। তবে সেটি শর্তসাপেক্ষে—

প্রথম শর্ত: যে দফ বাজানো জায়েয, সেটি হবে একদিক থেকে বন্ধ। দুই দিক থেকে বন্ধ হলে সেটিকে তবলা বলা হয়। আর তবলা বাজানো জায়েয় নেই। কারণ, তবলা বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামে সকল বাদ্যযন্ত্র হারাম। তবে বিয়ের দিন দফ বাজানো বিশেষ দলীল দ্বারা জায়েয প্রমাণিত।

দ্বিতীয় শর্ত: এর সাথে যৌন উত্তেজক গান গাওয়া যাবে না। দফ বাজানো হোক বা না হোক, বিয়ের দিন হোক বা অন্য কোনো দিন হোক, এটি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

তৃতীয় শর্ত: কোনো ফেতনা সৃষ্টি না হওয়া। যেমন- সুন্দর সুললিত কণ্ঠস্বর। যদি এর মাধ্যমে ফেতনা হয়, তবে তা হারাম।

চতুর্থ শর্ত: কাউকে কন্ত না দেওয়া। কারো কন্ত হলে এটি নাজায়েয হবে। যেমন- মাইক বাজানো। এতে প্রতিবেশী বা আশেপাশের মানুষের কন্ত হবে। রাসূল ﷺ জোরে তেলাওয়াত করে অন্য মুছল্লীদেরকে কন্ত দিতে নিষেধ ক্রেছেন। সেখানে গান-বাজনার হুকুম কী হতে পারে?

ছবি তোলার বিষয়ে বলব, যে-কোনো বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এটির নিকৃষ্টতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না। আর মুমিন ব্যক্তি চাইবে না— কেউ তার মা, কন্যা, বোন, স্ত্রী ও অন্য মাহরামদের ছবি নিয়ে পণ্যের মতো অন্যদের সামনে উপস্থাপন করুক অথবা খেলনার পাত্র হোক, তাদের ছবি দেখে ফাসেকরা উপভোগ করবে। এর থেকে নিকৃষ্ট ও জঘন্য হলো পুরো অনুষ্ঠান ভিডিও করা। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন দ্বীনদার কোনো ব্যক্তি এটিকে গ্রহণ করতে পারে না। যার সামান্য ঈমান ও লজ্জা আছে, সে এটিকে সাপোর্ট করবে বলে কল্পনা করা যায় না।

আর নারীদের নাচ তো জঘন্য কাজ। এটিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন খবর যখন থেকে আমার কানে এসেছে, তখন থেকে এটিকে বৈধ বলে ফতওয়া দেইনি। আর পুরুষদের নাচানাচি তো আরো ঘৃণিত কাজ। এটি নারীদের সাদৃশ্যকরণের পাশাপাশি এর নেতিবাচক পরিণতি কারও অজানা নেই। আর নারী-পুরুষ একসাথে নাচানাচি করলে এটি আরো নিকৃষ্ট ও জঘন্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ, নারী-পুরুষের মিক্সিংয়ের কুপ্রভাব ও ভয়াবহতা সুস্পষ্ট। বিশেষ করে বিয়ের উল্লাসে মত্ত থাকলে তো কোনো কথাই নেই।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, একদল নারীর সামনে স্বামী তার স্ত্রীকে চুমু দেয়। আমি খুবই আশ্চর্য হচ্ছি, কীভাবে একজন ব্যক্তি বিয়ের মতো একটি বড় নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে এমন শরীআত ও বিবেক বিরোধী নিকৃষ্ট কাজ করতে পারে! মেয়ের পরিবারই-বা তাকে কীভাবে এ সুযোগ দিচ্ছে? তাদের কি ভয় হয় না, এমন পরিবেশে তাঁর স্ত্রীর থেকে অধিক সুন্দরী ও সুদর্শনা নারী থাকতে পারে, ফলে স্ত্রীকে ভুলে ঐ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্য অনেক কিছু তার মাথায় চিন্তা আসতে পারে? ফলে জীবনের পরবর্তী ধাপগুলো সুখকর নাও হতে পারে।

প্রশ্ন: বাচ্চাদের জন্য অনেক শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম ও খেলা রয়েছে, যেগুলোর শুরুতে সাধারণত বাজনা থাকে। আমাদের কাছে এমন একটি সাউন্ত বুকের নমুনা রয়েছে। আমরা আশা করব, আপনি এর সুর শুনবেন এবং আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন।

উত্তর: এটি বাজনা দিয়ে শুরু হয়েছে, যা হারাম বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ছহীহ বুখারীতে আবূ মালেক আল-আশআরী থেকে বর্ণিত হয়েছে! রাসূল আন্তর্ভার বলেছেন, 'অবশ্যই অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে'। এ কারণে এটি ব্যবহার করা জায়েয হবে না, তবে বাজনা মুছে দিলে ভিন্ন কথা। আর এখানে বিভিন্ন প্রাণীর ডাক শোনানো হয়েছে, তার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। ফলে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে না। এ জন্য আমি এর ব্যবহার ন্যায়সংগত মনে করি না। যদি বাজনা থাকে, তবে তা হারাম। আর যদি বাজনা নাও থাকে, তবে এতে তেমন কোনো ফায়দা নেই।

প্রশ্ন: অনেক গেম রয়েছে, যেখানে হাত দিয়ে প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলোর উদ্দেশ্য বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, যেমনটি সাউন্ড বুকে আছে।

উত্তর: এসব যদি ছোটদের বিনোদনের জন্য হয়, তাহলে ছোটদের জন্য যারা পুতুল নিয়ে খেলা জায়েয বলেছেন তাদের দৃষ্টিতে এটিও জায়েয। আর যারা পুতুল নিয়ে খেলা জায়েয মনে করেন না, তাদের দৃষ্টিতে এটিও নাজায়েয। আরেকটি বিষয় আমি লক্ষ করলাম, এখানে অঙ্কনকৃত প্রাণীগুলোর বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নেই।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খা এমন গেম যদি বাচ্চাদের জন্য জায়েয হয়, তাহলে বাচ্চাদের জন্য তৈরি শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম ও গেমে যে বাজনা রয়েছে, তা কেন জায়েয হবে না? যেমন- সাউড বক ছোটদের জন্য তৈরি। এক্ষেত্রেও কি শিথিলতা করব না?

উত্তর: না, এক্ষেত্রে শিথিলতা করার সুযোগ নেই। কারণ, সুন্নায় এর কোনো নজির নেই। আর বাদ্যযন্ত্র সর্বাবস্থায় হারাম। কোনো অবস্থায় জায়েয হওয়ার দলীল নেই। তাছাড়া বাচ্চারা যদি বাদ্যযন্ত্রে অভ্যন্ত হয়ে যায়, তখন এটি তার স্বভাবে পরিণত হবে।

প্রশ্ন: অনেক ধরনের পুতৃল আছে, যেগুলোকে আয়েশা প্রাম্বালিক কন্যা বলে নামকরণ করতেন। যার মধ্যে কিছু রয়েছে তুলা দিয়ে তৈরি, যা একটি ব্যাগ সদৃশ। তবে মাথা, দুই হাত ও দুই পা পৃথক করা আছে। আবার কিছু আছে যা দেখতে হুবছ মানুষের মতো, এগুলো বাজারে বিক্রি করা হয়। তাদের মধ্যে কিছু এমন যা কথা বলে, কাঁদে, হাঁটে বা হামাগুড়ি দেয়। অল্পবয়সী মেয়েদের শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য এ ধরনের জিনিস তৈরি বা কেনার হুকুম কী?

উত্তর: যেটির মধ্যে পূর্ণ অবয়ব নেই; বরং কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মাথা আছে, কিন্তু আকৃতি স্পষ্ট নয়, তাহলে এটি নিঃসন্দেহে জায়েয এবং এটিই আয়েশা 綱 এর কন্যাদের মতো, যেগুলো নিয়ে তিনি খেলতেন।

কিন্তু যদি এটি পরিপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট হয়, যেন আপনি একটি মানুষকে দেখছেন, বিশেষ করে যদি এটির নড়াচড়া বা কণ্ঠস্বর থাকে, তবে এর অনুমতি সম্পর্কে আমার মনে খটকা আছে। কারণ, এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আয়েশা শুলাই যে খেলনাগুলো দিয়ে খেলতেন, তা বাহ্যত এরূপ ছিল না। তাই এসব এড়িয়ে চলাই উত্তম। তবে আমি নিশ্চিতভাবে হারাম বলব না। কারণ, এমন অনেক বিষয়ে বড়দের অনুমতি না থাকলেও শিশুদের জন্য ছাড় রয়েছে। ছোটরা স্বভাবতই বিভিন্ন খেলাধুলা ও বিনোদনে আসক্ত থাকে এবং তারা কোনো ইবাদত করতেও বাধ্য নয়, যাতে আমরা বলতে পারি যে, তার সময় বৃথা নষ্ট হচ্ছে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে নিরাপদ থাকতে চায়, তবে তার মাথা খুলে ফেলে দিবে অথবা আগুনে নরম করে এর বাহ্যিক আকৃতি মুছে দিবে।

প্রশ্ন: বাচ্চারা নিজেরাই তৈরি করা এবং তাদের জন্য আমাদের তৈরি করা বা তাদের জন্য কেনা বা উপহার হিসেবে খেলনা দেওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

উত্তর: আমি মনে করি, এটি এভাবে তৈরি করা হারাম, যা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, এটি সন্দেহাতীতভাবে হারাম ছবি-মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি যদি খ্রিষ্টান বা অন্য অমুসলিমদের কাছ থেকে আমাদের কাছে আসে, তবে এটি গ্রহণ করার বিষয়ে আমি প্রথমেই বলেছি। কিন্তু কেনার ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য জিনিস কেনা উচিত, যাতে ছবি নেই। যেমন- সাইকেল, গাড়ি, ক্রেন ইত্যাদি। তবে তুলার তৈরি হলে, যার কোনো স্পষ্ট আকৃতি নেই এবং কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকলেও চোখ ও নাক নেই, তাহলে তাতে

সমস্যা নেই। কারণ এটা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

প্রশ্ন: এই পুতুলগুলো মাটি দিয়ে তৈরি করার হুকুম কী?

উত্তর: যে কেউ এমন কিছু তৈরি করে যা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে সেটি নিম্নবর্ণিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত 'নবী ক্ল্লা ছবি নির্মাণকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন'। 'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক শান্তি হবে ঐসব ব্যক্তির, যারা ছবি নির্মাণ করে'। 'কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি যে, ছবিটিতে যদি চোখ, নাক, মুখ, আঙুল স্পষ্ট বুঝা না যায়, তবে এটি পরিপূর্ণ ছবি নয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশও নয়।

প্রশ্ন: শিশুরা যখন একে অপরের সাথে খেলবে এবং ছেলেটি বাবার ভূমিকা ও মেয়েটি মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করবে,

ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০।

^{8.} ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৪৭।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০।

তখন কি তাদেরকে সমর্থন করা যাবে, না-কি বাধা দিতে হবে এবং কেনো?

উত্তর: আমি মনে করি, তাদেরকে বাধা দিতে হবে। কারণ, ছেলেটি ধীরে ধীরে তার সাথে ঘুমাতে চাইবে। একারণে সে পথ বন্ধ করে দেওয়াই উত্তম।

প্রশ্ন: বিভিন্ন প্রকারের গল্প রয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য হলো,
শিশুদের শিক্ষা বা বিনোদন দেওয়া। এর মধ্যে কিছু গল্পে
প্রাণীদের কথা বলার বর্ণনা আছে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুকে
মিথ্যা বলার ভয়ংকর পরিণতি শেখানোর জন্য বলা হয়—
একটি শিয়াল একজন ডাক্ডারের ভূমিকায় মুরগিকে মিথ্যা
বলে এবং ধোঁকা দেয়। তারপর শিয়াল তার মিথ্যার
প্রতিফলস্বরূপ গর্তে পড়ে যায়। এমন গল্পের বিষয়ে আপনার
মতামত জানাবেন।

উত্তর: আমি এ বিষয়ে আপাতত কিছু বলব না। কারণ, এসব প্রাণীদের কথা বলা, চিকিৎসা দেওয়া, শান্তি দেওয়া তাদের স্বাভাবিক স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধী। তবে বলা হতে পারে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উদাহরণ পেশ করা। এ কারণেই আমি এ বিষয়ে আপাতত কিছ বলতে চাচ্ছি না।

প্রশ্ন: আরও অনেক গল্প আছে, যেমন মা তার সন্তানকে এমন গল্প বলছেন, যা বাস্তবে ঘটার সন্তাবনা রয়েছে, তবে তা ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ— হাসান নামে এক শিশু তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় এবং তাদের দেয়ালে উঠে। অতঃপর দেয়াল থেকে পড়ে তার হাত ভেঙ্গে যায়। এ ধরনের গল্পের হুকুম কী, যার মাধ্যমে শিশু কিছু ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্য শিখতে পারে? এটি কি মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর: আমার মনে হয় যদি এটিকে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, এভাবে বলে, একটি শিশু বা একটি ছেলে আছে বা এরকম কিছু আছে নাম উল্লেখ না করে এবং মনে হবে যেন বাস্তবেই ঘটেছে, তবে এতে দোষের কিছু নেই। কারণ এটি উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে, বাস্তব নয়। যাহোক, এমন গল্পে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এতে উপকার আছে; ক্ষতি নেই।

প্রশ্ন: স্কুলে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিশুকে প্রাণীর ছবি আঁকতে বলা হয় অথবা উদাহরণস্বরূপ তাকে মুরগির অসম্পূর্ণ ছবি দিয়ে বাকিটা পূর্ণ করতে বলা হয়। কখনো আবার তাকে এই ছবিটি কেটে কাগজে আটকাতে বলা হয় অথবা তাকে একটি ছবি দিয়ে রং করতে বলা হয়। শায়খ! এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানাবেন।

উত্তর: আমি মনে করি, এটি হারাম এবং অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। শিক্ষা কর্মকর্তাদের উচিত, এ বিষয়ে তাদের আমানতদারিতা বজায় রাখা এবং এগুলো বন্ধ করা। যদি তারা ছাত্রদের মেধা যাচাই করতে চায়, তবে তারা শিশুদেরকে একটি গাড়ি বা একটি গাছ বা তাদের পরিচিত এই জাতীয় কিছু অঙ্কন করতে বলতে পারে। এর দ্বারা তার মেধা, বিচক্ষণতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আসলে আজকাল মানুষ শয়তানের প্রবঞ্চনায় এমন কাজে ধাবিত হচ্ছে, অথচ সুন্দর অঙ্কন যাচাইয়ে গাছ, গাড়ি, অট্টালিকা, মানুষ ইত্যাদি অঙ্কনের মধ্যে কোনো তফাত নেই। তাই আমি মনে করি, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত, এগুলো বন্ধ করা। তবে যদি প্রাণীর ছবি অঙ্কন করতেই হয়, তাহলে মাথা ছাডাই অঙ্কন করবে।

প্রশ্ন: বইয়ের এই ছবিগুলো কি মুছে দেওয়া অপরিহার্য? আর মাথা ও শরীরের মাঝে দূরত্ব রাখলে কি নিষিদ্ধতা দূরীভূত হবে?

উত্তর: আমি মনে করি, এটি মুছে ফেলার প্রয়োজন নেই। কারণ, এর দ্বারা ছবি নয়; বরং জ্ঞান উদ্দেশ্য। তবে গর্দান ও শরীরের মধ্যে দূরত্ব রাখলে পূর্ণ ছবির সাথে তার পার্থক্য হবে বলে আমি মনে করি না।

প্রশ্ন: প্রাণীর ছবি অঙ্কন না করলে বাচ্চারা ফেল করবে। কারণ, তাকে অঙ্কনের নাম্বার দেওয়া হবে না।

উত্তর: যদি এমন হয়, তাহলে তো ছাত্ররা অঙ্কন করতে বাধ্য এবং এর গুনাহ আদেশকারী এবং যে তাকে বাধ্য করছে, তার উপর বর্তাবে। তবে আমি আশা করব, কর্তৃপক্ষ আল্লাহর বান্দাদেরকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করার পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না করে।

প্রশ্ন: কিছু কিন্টারগার্ডেন স্কুল আছে, যারা পাঁচ বা ছয় বছর বয়সী শিশুদের ছেলে-মেয়ে একসাথে শিক্ষা দেয়। আমার প্রশ্ন হলো, কত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের একসাথে ক্লাস করানো যায়? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীরাই এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন। কত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদেরকে নারীরা পড়াতে পারবে?

উত্তর: আমি মনে করি, এটি বিবেচনার জন্য সিনিয়র স্কলার কাউসিলের কাছে পেশ করা উচিত। কারণ, এটি ভবিষ্যতে এবং দীর্ঘমেয়াদে সহশিক্ষার দরজা খুলে দিতে পারে। বাচ্চারা একে অন্যের সাথে মিলিত হতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি এগুলো কোনো নীলনকশা কি না, যেগুলোকে এর চেয়ে ভয়ংকর বিষয়ের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আল্লাহই প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত। সেজন্য এই স্কুলগুলোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য সিনিয়র স্কলার কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের নিকট পাঠাতে হবে, যারা বিষয়টি অধ্যয়নের পর তাদেরকে নিষিদ্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন: এমন কিছু স্কুল আছে, যেখানে ছেলে-মেয়েদের আলাদা ক্লাস হয়, কিন্তু তাদের উভয়ের ক্লাস নেন শিক্ষিকাগণ। একজন শিক্ষিকা কত বয়স পর্যন্ত ছেলেদেরকে পড়াতে পারবেন?

উত্তর: আমি যেমনটি বলেছি, সহশিক্ষাকেন্দ্রিক যা কিছু হচ্ছে, সবকিছু বন্ধ করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন: সম্মানিত শায়খা ছোট বাচ্চাদের অনেক পোশাকে প্রাণীর ছবি থাকে, যেগুলো সাধারণত তিন বছরের কম বয়সী বাচ্চাদেরকে পরানো হয়। অনুগ্রহপূর্বক এ পোশাকগুলো পরিধান করানোর হুকুম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

উত্তর: উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে পোশাক বড়দের জন্য পরিধান করা হারাম, সে পোশাক ছোটদের জন্যও হারাম। যে পোশাকে প্রাণীর ছবি থাকে, সে পোশাক বড়দের জন্য যেমন হারাম, তেমনি ছোটদের জন্যও হারাম হবে। মুসলিমদের উচিত, এসমস্ত পোশাক বয়কট করা, যাতে মন্দ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরা এ সুযোগে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে বয়কট করতে পারলে তারা কোনোভাবেই মুসলিম দেশগুলোতে প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রশ্ন: স্বর্ণ, রেশমসহ অন্যান্য যে-সব জিনিস মেয়েদের জন্য খাছ, সেগুলো কি ছেলে বাচ্চাদেরকে পরিধান করানো যাবে?

উত্তর: আমার পূর্বের দেওয়া জবাব থেকে এটি বুঝা যাবে। আমি বলেছি, উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, বড়দের জন্য যা পরিধান করা হারাম, ছোটদের জন্যও তা পরিধান করা হারাম। এ কারণে মেয়েদের জন্য খাছ বিষয়গুলো ছেলে বাচ্চাদের জন্যও হারাম হবে। আর ছেলেদের জন্য খাছ বিষয়গুলো মেয়ে বাচ্চাদের জন্য হারাম হবে।

প্রশ্ন: তাহলে ছেলে বাচ্চাদের জন্যও টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলিয়ে পরা কি হারাম?

উত্তর: হাাঁ, একই হুকুম।

প্রশ্ন: কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয় এমন পোশাক পরিধান করাও কি ছোট বাচ্চাদের জন্য হারাম হবে?

উত্তর: পোশাক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা ছোট-বড়, পুরুষ-নারী সকলের জন্য হারাম। রাসূল ক্ষিত্র বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'। কননা মুসলিমদের প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকতে হবে, যা তাদেরকে অন্যদের অনুসরণ থেকে দূরে রাখবে। কারণ তারাই বিজয়ী এবং তাদের দ্বীনই হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ তাআলা বলেন, কুঁহাঁটু টুটিইনি টুটিইনি টুটিইনি কুঁহাঁটু। কুঁহাটু। কুঁহাটু

প্রশ্ন: যে খাটো পোশাক পরিধান করলে উরু বের হয়ে থাকে, সে পোশাক বাচ্চাদেরকে পরানো জায়েয হবে কি? চাই ছেলে বা মেয়ে বাচ্চা হোক?

উত্তর: যদিও সাত বছরের নিচে আওরাতের বিধান প্রযোজ্য নয়; কিন্তু বাচ্চাদেরকে এ সমস্ত খাটো ও খোলামেলা পোশাক পরিধানে অভ্যন্ত করে তুললে ভবিষ্যতে বড় হলেও তাদের জন্য এটা নরমাল ও হালকা মনে হবে। উরু বের হয়ে থাকলে সে লজ্জাও পাবে না এবং এটার প্রতি তার ক্রক্ষেপও থাকবে না। কারণ ছোট থেকেই সে এমন পোশাক পরে আসছে। ফলে মানুষের তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং ঐ স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকা তার কাছে সমান হয়ে যাবে। এ কারণে আমি মনে করি, বাচ্চাদেরকে ছোট থেকেই খাটো পোশাক পরিধান থেকে বিরত রাখতে হবে এবং প্রশন্ত ও শালীন পোশাক পরিধানে অভ্যন্ত করে তুলতে হবে।

প্রশ্ন: দুল বা অন্য অলংকার পরানোর জন্য বাচ্চা মেয়েদের কান ছিদ্র করার হুকুম কী? এটা কি অঙ্গবিকৃতি ও কষ্টদানের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমনটি অনেক ফ্রকীহ মনে করেন?

উত্তর: সঠিক কথা হলো, এতে কোনো অসুবিধা নাই। কারণ, এর মাধ্যমে বৈধ অলংকার পরিধান করা সম্ভব হয়। মহিলা ছাহাবীগণ কানের দুল পরিধান করতেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর এ জন্য কান ছিদ্র করতে যে কষ্ট হয়, তা খুবই সামান্য। তবে ছোট অবস্থায় ছিদ্র করলে দ্রুত সেরে উঠে।

প্রশ্ন: নাক ছিদ্রের ক্ষেত্রেও কি একই হুকুম প্রযোজ্য হবে? উত্তর: হ্যাঁ, যদি সেটাকে সাজসজ্জার স্থান মনে করা হয়।

প্রশ্ন: চুল লম্বা ও ঘন করার উদ্দেশ্যে জন্মের সময় বা পরবর্তীতে মেয়ে বাচ্চাদের চুল মুগুন করার হুকুম কী? ছেলে বাচ্চাদের মতো জন্মের সময় মেয়ে বাচ্চাদের মাথা মুগুন করাও কি সুন্নাত?

৬. আবূ দাউদ, হা/৪০৩১।

উত্তর: ছেলে বাচ্চাদের মতো জন্মের সপ্তম দিনে মেয়ে বাচ্চাদের মাথা মুগুন করা সুন্নাত নয়। তবে বিশেষ কল্যাণার্থে মেয়ে বাচ্চাদের মাথা মুগুন করা যাবে কিনা— এ বিষয়ে আহলুল ইলমদের কেউ কেউ মনে করেন, এটি মাকরহ। তবে আমার মনে হয়, যদি বাস্তবেই প্রতীয়মান হয় যে, মুগুন করার কারণে চুলের প্রফুল্লতা ও ঘনত্ব আসে, তাহলে মাথা মুগুন করতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, স্বভাবতই প্রয়োজনের কারণে মাকরহ এর হুকুম বাতিল হয়।

প্রশ্ন: কত বছর বয়সের ছেলেদের সামনে পর্দা করতে হবে? প্রাপ্তবয়ক্ষ হওয়ার পর না-কি বুদ্ধি হলেই তার সামনে পর্দা করতে হবে?

উত্তর: যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, এর্থাৎ, 'যে শিশু নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের সামনে পর্দা অপরিহার্য নয়' (আন-নূর, ২৪/৩১)। যে শিশুর নারীদের গোপন অঙ্গের প্রতি আকর্ষণ আছে, সে দিকে তাকায় এবং আলোচনা করে তার সামনে মুখ খোলা রাখা জায়েয নেই। তবে এ বিষয়ে সহজাত বাসনা ও সাহচর্যের উপর ভিত্তি করে বাচ্চাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। হতে পারে সে এমন মানুষদের সাথে থাকে, যারা নারীদের নিয়ে বেশি আলোচনা করে। তখন নারীদের বিষয়ে তার বিশেষ গুরুত্ব থাকবে। এমন লোকদের সাথে ওঠাবসা না করলে হয়তো এ বিষয়ে তার আগ্রহই থাকত না। যাহোক মহান আল্লাহ এ বিষয়ে অর্থাৎ যে শিশু নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং নারীদের বিষয়ে তার কোনো গুরুত্ব নেই, তার সামনে মুখ খোলা রাখা জায়েয।

প্রশ্ন: নাপাকী দূর করার উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে কি ওয়ৃ ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর: না, ওয় ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্ন: বাচ্চারা ভুল করলে প্রহার করে বা তার মুখে তিতা বা ঝাল কিছু (যেমন- মরিচ) দিয়ে শান্তি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: উপযুক্ত বয়স হলে প্রহার করা যাবে। সাধারণত ১০ বছর বয়স হলে মারার উপযোগী হয়। তবে মুখের মধ্যে ঝাল কিছু দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ, এতে মুখে ঘা, পেট গরম হওয়া-সহ নানা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে শিষ্টাচার শিখানোর উদ্দেশ্যে মৃদু প্রহার করলে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: ১০ বছরের কম বয়সী হলে কী হুকুম?

উত্তর: ১০ বছরের কম হলে তার ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে। রাসূল হালাত ত্যাগকারীর বয়স ১০ হলে প্রহার করার আদেশ করেছেন। বয়স যদি ১০ বছরের কম হয়, কিন্তু যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন ও বুঝশক্তি থাকে এবং সুঠাম দেহের অধিকারী হয়, তবে প্রহার করলে সহ্য করতে পারবে। আর অনেক বাচ্চা এমন নাও হতে পারে। মোদ্দাকথা, তাদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রশ্ন: বাবা–মা যদি বাচ্চাকে কুরআন মুখস্থ করায়, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে? অথচ তারা জানে যে, ঐ বাচ্চা হয়তো টয়লেটে বা কুরআনের অবমাননা হয় এমন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। অবশ্য তারা প্রতিনিয়ত ঐ বাচ্চাকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে থাকে।

উত্তর: বাবা-মায়ের উচিত, বাচ্চাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া। সাথে সাথে কুরআন পড়ার নিষিদ্ধ স্থান সম্পর্কে সতর্ক করা। যদি তাদের থেকে এমন কিছু ঘটেও যায়, তবুও সমস্যা নেই। কারণ, এখনও তাদের জবাবদিহিতার বয়স হয়নি। তাই তারা পাপী হবে না। তবে বাবা-মা যদি শুনতে পায়, বাচ্চা নিষিদ্ধ স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করছে, তাহলে সাথে সাথে সতর্ক করবে। ছহীহ বুখারীতে আমর ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল ক্ষ্মিন্থন বুগে ছয় বা সাত বছর বয়সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করেছেন।

প্রশ্ন: হাদীছে সন্ধ্যার সময় শয়তান বিচরণের কারণে বাচ্চাদেরকে বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বাচ্চারা যদি বাড়ির সীমানার মধ্যে উঠানে ঐ সময় খেলাধুলা করে, তবে কি নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হবে না-কি বাড়ির সীমানার বাইরে রাস্তায় গেলে নিষেধের মধ্যে পড়বে?

উত্তর: বাড়ির সীমানার মধ্যে থাকলে অসুবিধা নেই। হাদীছে বাড়ির বাইরে রাস্তায় বের হতে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: কোনো মহিলা ছালাত আদায় করার সময় তার বাচ্চা যদি তার সামনে ঘুরাঘুরি করে, তাহলে কি তাকে বাধা দেওয়া অপরিহার্য? উদ্ধেখ্য, এটা ঘটতেই থাকে। বারবার বাধা দিতে গেলে ছালাতে একাগ্রতা নষ্ট হয়। আবার বাচ্চাকে দূরে রেখে নিভৃতে একাকী ছালাতে দাঁড়ালে বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

উত্তর: এমতাবস্থায় বাচ্চাকে সামনে দিয়ে ঘুরাফেরা করতে দিলে কোনো অসুবিধা নেই, যেমনটি বিদ্বানগণ বলেছেন। তবে বাচ্চাকে পাশে বসিয়ে কোনো কিছু দিয়ে ব্যস্ত রাখা উচিত, যাতে অন্যদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। তবে ক্ষুধা বা তৃষ্ণার কারণে যদি তার মায়ের সাথে লেগে থাকে, তাহলে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে ছালাতে দাঁড়াতে হবে।

পাগলের মেলা

মূল : ড. আলী তানতাবী -অনুবাদ : মাজহারুল ইসলাম আবির**

যখন তোমরা কাউকে উশকোখুশকো চুলে উদন্রান্ত নজরে পথে-প্রান্তরে ঘুরতে দেখো— যে কিনা তার কোট কাঁধের উপর ছড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন চলছে, তখন তোমরা তাকে পাগল বলো! হতে পারে সে পাগল! আবার এমনও হতে পারে যে, সে দার্শনিক, কবি, গণিতবিদ কিংবা বিজ্ঞানী…!

তোমরা যখন শোনো, একটা লোক— যে কিনা জামা আর পায়জামার মাঝে পার্থক্য করতে জানে না, শুক্রবার বৃহস্পতিবার বোঝে না— তখন তোমরা তাকে পাগল বানিয়ে দাও! অথচ (আনাতুল ফারানেস) ...তিনি ওয়ালীমার দাওয়াত পান রবিবার, চলে যান শনিবারেই। খাবার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি আশ্চর্যের সাথে অপেক্ষা করতে থাকেন। হঠাৎ করে এমন চলে আসায় বাড়ির গৃহিণী অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকান। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, আজ শনিবার। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না! তাহলে কি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষা-সাহিত্যিক, উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব 'আনাতুল' পাগল ছিলেন?!

যখন তোমরা কাউকে কোনো এক কুঁড়েঘরে অথবা নির্জন কোনো গুহায় একাকী বাস করতে দেখো— যে কিনা দুনিয়ার প্রতি ক্রক্ষেপ করে না, মানুষের সাথে তেমন কথাবার্তা বলে না— তোমরা তাকে পাগল বলে ফেলো! কিন্তু (গাযালী) ...দুনিয়া ত্যাগ করেছিলেন তিনি, অথচ তা তাঁর কাছে জমা হয়েছিল! নিজের সম্মান ভুলে গিয়েছিলেন তিনি, অথচ তা তাঁর দিকে ধেয়ে আসছিল! নেতৃত্ব ছেড়ে ছিলেন তিনি, অথচ তা বশীভূত হয়ে তার দিকে ছুটছিল! বরং তিনি দামেশকের এক মসজিদের মিনারে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাহলে কি ইসলামের দলীল, জ্ঞানের পতাকা 'গাযালী' পাগল ছিলেন!?

যখন তোমাদের কাছে এমন মানুষের কথা আসে— যে কিনা নিজের নামটাই ভুলে গেছে, তাকে তোমরা পাগল নাম দিয়ে ফেলো! তোমরা কি জানো, কবি (জাহেয) নিজের কুনিয়াত ভুলে গিয়েছিলেন! এমনকি মানুষদের জিজ্ঞেস করতে থাকলেন! শেষে ইবনে হেলাল তাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনি আবৃ উছমান!' তাহলে কি 'জাহেয'— প্রতিভাবান সাহিত্যিক, আরবের বাগ্যন্ত্র— পাগল ছিলেন!?

'নিউটন'-কে নিশ্চয় চেনো! তাঁর বাড়িতে একটা বিড়াল থাকত। যখনই তিনি দরজা বন্ধ করে নিজের বই-পুস্তক ও গবেষণায় মনোযোগ দিতেন, তখনই সেই বিড়াল দরজায় শব্দ করত ও নখ দিয়ে আঁচডাত। এতে তাঁর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটত। তিনি উঠে গিয়ে তার জন্য দরজা খুলে দিতেন। এরকমটা বারবার হতে থাকলে তিনি বিরক্তবোধ করলেন। ভাবতে লাগলেন, কীভাবে এর সমাধা করা যায়? তিনি একটি বদ্ধি পেলেন... বিডালটির চলাচলের জন্য দরজার নিচের দিকে একটা ছিদ্র করে দিলেন। এভাবে তিনি তার জালা থেকে রক্ষা একসময় বিভালটির তিনটি বাচ্চা হলো। বাচ্চাগুলোর জন্য তিনি আরও তিনটি ছিদ্র করলেন! ...এত বড জ্ঞানী. যিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছেন. অথচ এই ছোট্ট বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেনি যে, মা বিডাল ও তার বাচ্চাগুলোর জন্য ঐ একটা ছিদ্রই যথেষ্ট ছিল! আর 'আমবীর'-এর কাহিনি শোনো... রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ হঠাৎ তাঁর মাথায় বিভিন্ন মাসআলার উদয় হতো। তখন তিনি কলম-খাতা কিছই পেতেন না. তাই সাথে করে সবসময় চক নিয়ে বেডাতেন। মাসআলা আসা মাত্রই কোনো কালো দেয়ালে সেটা লিখে রাখতেন। একবার তিনি একটা বগি বা ট্রাককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেটাতে নানান সূত্র ও সংকেতচিহ্ন খুব মনোযোগ দিয়ে লিখছিলেন। এমনসময় ট্রাকটা চলতে শুরু করল। তিনি লিখতে লিখতে সেটার পিছন পিছন দৌডাতে লাগলেন! আর তিনি জানেন না যে, কী করছেন!

'হিনরী বুয়ানকারী' নামে একজন... কিছু লোককে তিনি তার বাড়িতে ওয়ালীমার দাওয়াত দেন। সময় নির্ধারণ করে দেন সাতটায়। সময় হলে মানুষজন আসতে থাকে। হঠাৎ তিনি কোনো কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ...মেহমানরা তাঁকে ডাকেন, কিন্তু তিনি শুনতে পান না! তাঁকে ঠেলাঠেলি করেন, তবুও তাঁর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না! মেহমানরা এক কাজ করেন, নিজেরাই খেয়ে দেয়ে চলে যান। ...দু'ঘণ্টা পর তিনি ফ্রি হন এবং রায়াঘরের দিকে গিয়ে ফাঁকা হাঁড়ি, ব্যবহৃত চামচ ও খাবারের অবশিষ্টাংশ দেখতে পান। তিনি ভাবতে থাকেন, 'খেয়েছি নাকি খাইনি!' তাঁর ধারণা হলো, তিনি খেয়ে নিয়েছেন। অতঃপর আবার কাজে ফিরে যান।

'আমরুল্লাহ আফেনদী' ...তিনি একজন প্রসিদ্ধ তুর্কি আলেম ও তুর্কি গবেষণাগারের প্রধান। প্রতিদিন তিনি তাঁর বাড়ি 'ইস্কানদার' থেকে কর্মস্থল 'ইস্তাম্বুল' পর্যন্ত লক্ষে করে যেতেন। একদিন সফরে তাঁর পাশে ব্রিটেন দৃতাবাসের একজন অফিসার পড়লেন। অফিসারটির পকেটে ছিল সুস্বাদু পেস্তাবাদাম। 'আমরুল্লাহ আফেনদী' ছিলেন গভীর চিন্তার মানুষ। তিনি নিজের অজান্তেই হাত ঘোরাচ্ছিলেন। আচানক তাঁর হাতটি ঐ অফিসারটির পকেটে থাকা পেস্তাবাদামে গিয়ে পড়ে। তিনি তা থেকে তুলতে থাকেন এবং খেতে থাকেন! লোকটি মনে করেন, তিনি হয়তো মজা করছেন। তাই কিছু

^{*} صور و خواطر अञ्च থেকে অনূদিত, পৃ. ৫১-৫৫।

^{**} শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ना বলে চুপ করে থাকেন। এদিকে তিনি খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই। লঞ্চটা ছিল খুবই জনাকীর্ণ, তাই এমন অসবিধায় অন্যত্র যাওয়ার কোনো উপায়ও ছিল না অফিসারটির। তাই তিনি ভাবলেন, কিছ একটা বলবেন যাতে তিনি থেমে যান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'পেস্তা কেমন লাগছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সেই!' এই বলে তিনি তার ভাবনায় ফিরে গেলেন এবং খেতে থাকলেন। এবার বুদ্ধি খাটিয়ে লোকটি বললেন, 'আমার বাড়ির আশেপাশে এরকম বাদাম পাওয়া যায় না, যা আমি সন্তানদের জন্য কিনব! আমি যদি তাদের কাছে পেস্তা ছাডাই যাই, তাহলে তারা কেঁদে দিবে। ...আফেনদী বললেন, 'আজীব ব্যাপার!' এই বলে তিনি আবারও খাওয়াতে মনোযোগী হলেন। তারপর লোকটি বললেন, আপনি কি তাদের জন্য সামান্য কিছু রাখতে উদার হবেন না? তিনি উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই, অন্গ্রহের সবটাই তো তাদের জন্য'। এরপর একমৃষ্টি পেস্তা নিয়ে ইংরেজ লোকটার দিকে বাড়িয়ে দেন এবং বাদবাকি সব সাবাড় করে ফেলেন!

তিন শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। সাথে দেওয়া হলো সুন্দর একটি গাড়ি। যখনই গাড়িতে করে তিনি বাড়ি পৌঁছাতেন এবং ড্রাইভার দরজা খুলে দিত এবং ব্যাগ নামিয়ে দিত, তিনি বলতেন, 'কত চাও?' প্রতিবার ড্রাইভার তাঁকে মনে করিয়ে দিতেন যে, এ তো আপনার সম্মানের খাতিরে! মনে পড়লে তিনি বলতেন, 'ত্বাইয়েব' (গুড)!

একদা তিনি তাঁর বাড়ির সামনে হাঁটছিলেন। এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর বাসাটা কোথায়, জানেন?' তিনি মহিলাটিকে বললেন, 'শিক্ষামন্ত্রী কে এখন!'

আব্দুল মাসীহ' নামে আমাদের এক ইরাকী ভাষাবিদ বন্ধু... সে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন বড় অফিসার ছিল। একবার সে অফিসে গিয়ে নিজের কক্ষ বাদে ভুল করে অন্য কক্ষে প্রবেশ করে। যখন সেখানে দেখে যে, আসবাবপত্রগুলো আগের মতো নেই! তখন খুব রেগে যায় এবং কর্মচারীকে ডেকে বলে, 'এই ডেক্ষটা এখান থেকে সরাও, টেলিফোনটা ওখানে নিয়ে যাও, এটা করো, ওটা করো' ... যখন তাঁর মনমতো সবকিছু হয়ে যায় তখন সে ভালোভাবে দেখে বলে, 'এটা কি আমার ঘর?' কর্মচারী বলে, 'না, স্যার! এটা আপনার ঘর নয়'। অতঃপর সে তাঁর নিজের ঘরে যায়!

আমি ও আনওয়ার আত্তার' মাঝেমধ্যে তাঁর সাক্ষাতে যেতাম। একবার সে আমাদের জন্য চা এনে গল্পতে মজে গেল। নিজের চা শেষ করে হাত বাড়ালো আত্তারের কাপের দিকে। সেটা শেষ করে আমারটাও ছাড়ল না! চাকর কাপগুলো নিতে আসলে বলল, আল্লাহর ওয়ান্তে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি আর চা নিবে?!'

'শায়েখ তাহের আজ-জাযায়েরী' —তিনি শামের একজন আলেম ও মোটিভেশনাল স্পিকার। উস্তায কাসেম আল-কাসেমী আমাকে বলেন, তাঁরা বন্ধুরা মিলে তাঁর জন্য একটা নতুন জুব্বা ক্রয় করলেন এবং তাঁকে সেটা পরিয়ে 'দুম্মা' নামক জায়গায় নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁরা 'আমীর উমারের' বাগানে বড় একটি পুকুরের পাশে বসলেন। সেই মাজলিসে শায়েখ আব্দুর রাযযাক, শায়েখ জামালুদ্দীন কাসেমীসহ আরো বড় বড় আলেমগণ ছিলেন। বসে থাকতে থাকতে শায়েখ তাহের হঠাৎ দাঁড়িয়ে জুব্বা খুলে পুকুরের পানিতে চুবাতে লাগলেন। মাটি দিয়ে সেটাকে ঘষে ধুয়ে নিয়ে লটকিয়ে দিলেন গাছের ডালের সাথে। সেটা শুকে কুঁচকে গেলে পুনরায় পরে নিলেন এবং বললেন, 'আহ! এতক্ষণে শান্তি পেলাম। নতুন খসখসে কাপড় মন্তিষ্ককে অস্থির করে তোলে। আর পুরাতন কাপড়ে তেমন কিছু মনে হয় না'। এরপর তিনি তাঁর চিন্তাভাবনায় ফিরে গেলেন। 'সামী বিক আয়ম' নামে আমাদের এক ইন্সপেক্টুর বন্ধ ছিল।

একদিন কথার ফাঁকে সে বলছিল, একবার সে মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বাড়িতে দুপুরের দাওয়াত দেয়। তাঁর বাড়িটা ছিল শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে। প্রতিশ্রুতির দিনে মন্ত্রী সাহেব গাড়িতে করে বাড়ির সামনে আসেন। গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষা দীর্ঘয়িত হবে ভেবে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলেন। বাড়ির সামনের প্রশস্ত বাগান পারিয়ে লম্বা সাঁড়ি বেয়ে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়েন। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পান না। উপায়ান্তর না থাকায় হোটেলে খেয়ে তাঁকে আগস্টের উত্তপ্ত রোদে পায়ে হেঁটে ফিরে আসতে হয়। আর এদিকে সামী বিক দাওয়াতের কথা ভুলেই গেছে। পরিবারের সাথে কায়রোতে গিয়ে বসে আছে!!!

আমাদের আরেকজন ঔপন্যাসিক বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম হলো— ইযযুদ্দীন আত-তানুখী। একবার তিনি মুতানাব্বীর কয়েক বছরের সাহিত্যকর্ম প্রস্তুত করার জন্য ইলমী সমাবেশের আয়োজন করে দেশের কিছু সাহিত্যিককে আহ্বান করেন। যখন তারা আসলেন, সমাবেশের দরজা বন্ধ পেলেন। অতঃপর তাদের কয়েকজন 'শায়েখ অসুস্থ হয়ে গেছেন' ভেবে তাঁর বাড়িতে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন, তিনি 'আবুত তাইয়িব আল-লুগাবী'-এর বই তাহকীক করতে ব্যস্ত। তিনি তাদের আগমন দেখে ঐ বই থেকেই আলোচনা করতে লাগলেন! আর সমাবেশের কথা, তিনি সেটা একেবারেই ভুলে গেছেন!!!

এখন কথা হচ্ছে— তারা প্রতিভাবান আলেম, বিজ্ঞানী আর অনন্য ইমাম হওয়া সত্ত্বেও... তাঁরা কি সবাই পাগল!? জনসাধারণের মতে হয়তো তাঁরা পাগল!!!

কেননা, একটা কাফেলা চলছে। যে কাফেলার সাথে সাথে চলে, সবাই তাঁকেই জ্ঞানী বলে। আর যে আগে চলে যায় এবং নতুন পথে চলে, সেটা আরও নিকটবর্তী ও নিরাপদ হলেও লোকেরা তাঁকে পাগল বলে।

কিন্তু এটা হচ্ছে প্রতিভার পাগলামি। আর ওটা পাগলাদের পাগলামি!!!

প্রতিভাবান তো সেই, যার চিন্তাভাবনা সবসময় জানা-অজানা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দুনিয়াকে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে সময় থাকে না। আর একারণেই সে তাঁর সাথিদের কাছে পাগল বলে আখায়িত হয়!

ফতওয়া প্রদান

-তাসনীম আল-আমান কুল্লিয়া ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়াহ, ডান্সীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

দেখিবে তুমি খুলে ঠুলি, নিয়েছে মঞ্চ দখল করি যতসব চাকুরে, বেনে ও সাধারণ জনগণ। কবে খুলবে কপাট, আসবে নবারুণের ডাক দিশ্বিজয়ের সাহস নিয়ে জাগাবে আলোডন। যারা রাখে আশা, তেতালার পর বাঁধা বাসা. তারা কীভাবে ঘটাবে এ দ্বীনের বিজয়! হে তলেবে ইলমে দ্বীন, কবে আসবে সে সুদিন, যেদিন সকলি জমা হবে তোমার মোহনায়। ধরবে তুমি তরণির হাল, হবে না তবে এ উত্তাল, প্রভাতের নতুন কিরণ গাইবে তব জয়গান। আপন ভাইয়ের রক্তে না রাঙি, সিক্ত করি এ ধরণি. হাতে হাত মিলিয়ে সব, করি দ্বীনের নব উত্থান।

বলো দেখি?

-আশরাফুল হক খত্নীব, গোগ্রাম পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

বলো দেখি কার আদেশে দূর আকাশে সূর্য ওঠে? বলো দেখি কার ইশারায় বিলের মাঝে শাপলা ফোটে? বলো দেখি কার হুকুমে বৃষ্টি নামে আকাশ থেকে? বলো দেখি কার ইশারায় মেঘমালা যায় যে ডেকে? বলো দেখি কার আদেশে সদা হাসে সূর্যি মামা? কার ইশারায় রংধনুটাও গায়ে পড়ে সাত রঙের জামা? কার হুকুমে সিজদায় লুটে সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি সবে? তিনি হলেন—মহান আল্লাহ তাঁর হুকুমেই সবকিছু চলে।

মহাকাল

-মাহফুজুর রহমান শিক্ষার্থী, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শপথ মহাকালের
মানুষ অবশ্যই মধ্যে রয়েছে লোকসানের।
কিন্তু নয় তারা
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে যারা।
আর যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের
ও পরস্পরকে উপদেশ দেয় হৈর্যধারণের।

রবের সম্ভুষ্টি

-মারইয়াম বিনতে হাফিজুল ইসলাম শিক্ষার্থী, আল-জামি আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা), ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

সরল পথের পথিক আমি আল-হাফীযের বান্দা বিপথগামী করা হলো শয়তানের ধান্ধা। ইবাদতে মশগূল থাকি, তা মুমিনেরই শান, পরকালে যেন হই জান্নাতী মেহমান। সর্বদা রহমানের করি গোলামী জয়গান, ঈমানদীপ্ত হাদে পরাজিত হোক ধিকৃত শয়তান। রবের সম্ভুষ্টিতে দুনিয়ায় যদি করি কষ্ট, পরকালে শাস্তি করবে না আমায় স্পর্শ।

নতুন দেশ

-আনিছুর রহমান বগুড়া।

স্বাধীন করে পেলাম নতুন দেশ, থাকবে না যেখানে হিংসা-বিদ্বেষ। সাম্য মৈত্রী থাকবে ভালোবাসা, পূর্ণ হবে জাতির সকল আশা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া এ দেশ, যুলম জাহেল যালেমের দিন শেষ। সবে হবে ভাই ভাই. খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন- এর বিচার যেন পাই। দুর্নীতি, সন্ত্রাসী, চুরি, ডাকাতি থাকবে না, হত্যা, গুম, খুন, নির্যাতন করে পার পাবে না। শহীদের রক্তে কেনা এ দেশ. মেধার বিকাশ হোক যেন বেশ। গরীব, দুঃখীর চিৎকার হাহাকার, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত কেউ হবে না শিকার। বীর শহীদের রক্তে কেনা দাম. তাদের জানায় হাজারো সালাম।





वाश्लाप्मम সংवाम





বাংলাদেশিদের নিয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের কডা প্রতিবাদ ঢাকার

গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং রোজ শুক্রবার ভারতের ঝাডখণ্ডে এক নির্বাচনী প্রচারণায় রাজ্যের কথিত 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'বিজেপি ঝাডখণ্ডে সরকার গঠন করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করবে'। এর প্রেক্ষিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ভারতের ডেপটি হাইকমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা এক নোটে দেশটির স্বাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত 'বাংলাদেশি শাহ'র অনুপ্রবেশকারীদের উল্টো করে ঝোলানো হবে' মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদে**শে**র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি ভারতের ঝাডখন্ড সফরে গিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়ে অত্যন্ত অশোভন মন্তব্য করেছেন। তার ওই মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা এক প্রতিবাদ নোটে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং সেই সঙ্গে ভারত সরকারকে তার রাজনৈতিক নেতাদের এ ধরনের আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য কাজ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের নিয়ে দায়িত্বশীল অবস্থান থেকে আসা এই ধরনের মন্তব্য বন্ধুত্বপূর্ণ দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মনোভাবকে ক্ষুপ্প করে।

এখন হিজাব পরতে পারবেন নারী সেনা সদস্যরা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নারী সদস্যরা এখন থেকে চাইলে ইউনিফর্মের সঙ্গে হিজাব পরতে পারবেন। এ জন্য এক অফিস আদেশে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ। এর আগে ইউনিফর্মের সঙ্গে হিজাব পরিধান ना कतात जना निर्प्तभना हिल। ज्यापजुछान्छ रजनातिरलत (এজি) কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ এক অফিস আদেশে বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে। এতে নারী সেনা সদস্যদের জন্য হিজাব পরার বিষয়টি ঐচ্ছিক করে দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তা ও নার্সিং সেবায় কর্মরতরাসহ অন্যান্য পদবির নারী সেনা সদস্যদের হিজাব পরার ক্ষেত্রে এতদিন যে বিধি-নিষেধ ছিল, তা সম্প্রতি তুলে নেওয়া হয়। জানা গেছে, গত ৩ সেপ্টেম্বর পিএসও কনফারেন্সে ইচ্ছুক নারী সদস্যদের ইউনফর্মের সঙ্গে হিজাব পরিধানের অনুমোদনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে হিজাব পরিধানের একটি নীতিমালা করার কথাও বলেছে এজি অফিস। অফিস আদেশে বলা হয়েছে, নীতিমালাটি চূড়ান্ত করতে নারী সেনা সদস্যদের (অফিসার, এএফএনএস ও অন্যান্য পদবি) ইউনিফর্মের (কম্ব্যাট ইউনিফর্ম, ওয়ার্কিং ড্রেস, শাড়ি) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিজাবের বাস্তব নমুনা, হিজাবের কাপডের ধরন, রং ও পরিমাপ তুলে ধরে বিস্তারিত বর্ণনা করতে বলা হয়েছে।





আন্তর্জাতিক বিশ্ব





এক বছরের মধ্যে ফিলিস্টীনি ভূখণ্ড ছাড়ো : ইসরাঈলকে জাতিসংঘ

আগামী ১২ মাসের মধ্যে ফিলিস্টানি ভূখণ্ডে ইসরাঈলের অবৈধ উপস্থিতি অবসানের পক্ষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ রায় দিয়েছে। ফিলিস্টানিরা একে 'ঐতিহাসিক' হিসেবে অভিহিত করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বিপল সংখ্যাগরিষ্ঠায়তায় এ নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করেছে। তবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে তা সত্ত্বেও ইসরাঈলের ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি হবে। প্রস্তাবটি ১২৪-১৪ ভোটে পাশ হয়। ৪৩টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ওই প্রস্তাবে অধিকৃত ফিলিস্টানি ভূখণ্ডে ইসরাঈলের অবৈধ উপস্থিতি আর বিলম্ব না করে প্রত্যাহার করা উচিত। ইসরাঈলি উপস্থিতি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালন করতে বাধা দিচ্ছে। এ কারণে ১২ মাসের বেশি আর ফিলিস্তীনি ভূখণ্ডে ইসরাঈলের থাকা উচিত নয় বলে জানানো হয়। প্রস্তাবে ফিলিস্তীনিদের যে ক্ষতি ইসরাঈল করেছে, তা পুরণ করার জন্য ইসরাঈলের প্রতি আহ্বানও জানানো হয়। প্রস্তাবটিতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) অভিমতকেও সমর্থন করা হয়। এতে ফিলিস্তীনি ভূখণ্ডে ইসরাঈলি উপস্থিতিতে অন্যায় হিসেবে অভিহিত করে এর অবসান দাবি করে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি মিত্র প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড ও মেক্সিকো। এছাড়া যক্তরাজ্য, ইউক্রেন ও কানাড়া ভোট দানে বিরত থাকে।

আসামে উচ্ছেদ হলো ৪৫০ মুসলিম পরিবার

ভারতের পশ্চিম আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে ৪৫০ পরিবারকে গত ২৪ সেপ্টম্বর, ২০২৪ ইং, রোজ মঙ্গলবার উচ্ছেদ করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এসব পরিবারকে 'বেআইনি দখলদার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হিন্দত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) পত্রিকা 'অর্গানাইজার'-এ পরিবারগুলোকে 'বাংলাদেশি বংশোদ্ভত মুসলমান পরিবার' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উচ্ছেদ হওয়া ৪৫০ পরিবারের সদস্যসংখ্যা ২ হাজার। উচ্ছেদের কারণে ৮৫-৬০ হেন্টর বনাঞ্চল খালি করা সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সরকারি কর্মকর্তারা। বন কর্মকর্তা তেজস মারিস্বামী বলেন, 'গত সপ্তাহে আমরা পতাকা মিছিল করেছি। আমাদের সীমানা সম্পর্কে লোকজনকে অবহিত করেছি। তাঁদের সংরক্ষিত এলাকা থেকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধও করেছি'। আরএসএসের পত্রিকা 'অর্গানাইজার'-এ বলা হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি বংশোদ্ভত। পত্রিকাটি বলছে, স্থানীয় মান্য জানিয়েছেন, ইসলামপন্থীরা ২০০১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখল করেছিলেন।





বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ দেশ কুয়েত, তৃতীয় সউদী আরব

মধ্যপ্রাচ্যের তিন দেশ কুয়েত, সউদী আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বেশিরভাগ মানুষ শেষ রাতেও নিরাপদ বোধ করেছেন। গ্যালাপের সর্বশেষ বিশ্বব্যাপী নিরাপতা সমীক্ষায় এমনই চিত্র উঠে এসেছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর মার্কিন পোলিং সংস্থা গ্যালাপ 'গ্লোবাল সেফটি রিপোর্ট' প্রকাশ করে। এতে দেখা গেছে, ২০২৩ সালে কুয়েত জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে। বিস্ময়করভাবে ৯৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা নিজেদের শহর বা আবাসিক এলাকায় রাতে একা হাঁটতে নিরাপদ বোধ করেন। একইভাবে, সউদী আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর উত্তরদাতারাও উচ্চস্তরের নিরাপত্তার কথা জানিয়েছেন। সউদী আরবে ৯২ শতাংশ এবং আরব আমিরাতে ৯০ শতাংশ রাতে বাইরে বের হতে নিরাপদ বোধ করেন। অন্য আরব দেশ বাহরাইন কিছটা পিছিয়ে ৮৭ শতাংশে রয়েছে। গ্যালাপ সমীক্ষাটি ১৪০টি দেশ ও অঞ্চলজ্বড়ে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের নিয়ে করা। কুয়েতে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ হামলা ও ১ শতাংশ চুরির অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তবে সমীক্ষায় দেশটির বাসিন্দাদের পলিশের প্রতি তাঁদের আস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়নি।চলতি বছরের শুরুতে একাকী নারী ভ্রমণকারীদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জি-২০ দেশের তালিকায় স্থান পায় সউদী আরব। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মদীনা পরপর তৃতীয় বছরের জন্য ইনসিউর মাই ট্রিপ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ রেটিং পেয়েছে।

🔷 🧇 प्रांहिता ७शार्ल्ड 🤞





ড্রোন যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ

কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক স্প্রে, অগ্নিনির্বাপণ, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে সফলতা বাড়াতে এবার ড্রোন যগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ। দেশীয় কোম্পানি স্কাই বিজ লিমিটেডের হাত ধরে এ যাত্রা শুরু হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি মডেলের ড্রোন উৎপাদন করবে বলে জানিয়েছে। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি করবে স্কাই বিজ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেপজার নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজ। বেপজাকে দেওয়া স্কাই প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবে বলা হয়েছে. অগ্নিনির্বাপণের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রোটারি উইং এবং সিনেমাটোগ্রাফি. ম্যাপিং ও সার্ভিলেন্স উপযোগী ফিক্সড উইং বা ভিটল দিয়ে কমার্শিয়াল উৎপাদন করবে ২০২৫ সালের শুরুতে। পরবর্তীকালে তারা ফিক্সড ও রোটারি উইংয়ের আরও ১০টি মডেলের ড্রোনের উৎপাদনে যাবে: যেগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন পেলোড, এনডোরেন্স থাকছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন মডেলের ৭৩১৪টি আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকলের (ইউএবি) বার্ষিক উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এজন্য স্কাই বিজ রপ্তানিমুখী হাইটেক শিল্প স্থাপন করছে চট্টগ্রামের মিরসরাই বেপজা ইকোনমিক জোনে। জানা যায়, স্কাই বিজের প্যারেন্ট কোম্পানি সুনামকো এটায়ার্স। উল্লেখ্য, ইউএবি বিশ্বজুড়ে ড্রোন নামে পরিচিত। ইউএবি কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক স্প্রে, অগ্নিনির্বাপণ, ডেলিভারি, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে প্রভৃতি সেবামূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। স্কাই বিজের প্রতিটি ইউএবি মূলত সিভিল ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা। স্কাই বিজের সব মডেলের ডিজাইন, সফটওয়্যার, ফ্লাইট কন্ট্রোল নিজেদের উদ্ভাবিত। যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আপাতত আমদানীনির্ভর হলেও পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে।

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): আমাদের এখানে কিছু যুবক বলছে, ঈসা প্রাটি এবং ইমাম মাহদী চলে এসেছে। তারা ভারতে ২২ বছর ধরে অবস্থান করছে। এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

-মুহাম্মদ রুহুল আমিন লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর: এগুলো ঈসা 🕬 ও ইমাম মাহদীকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, যার কোনো প্রমাণ নেই। একদল স্বার্থান্বেষী মহল এগুলো মিথ্যা খবর প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাছিল করতে চায়। বরং ঈসা 🐠 হলেন কিয়ামতের বড় আলামত। আর ইমাম মাহদী ছোট আলামতগুলোর শেষ আলামত। ইমাম মাহদী কখন, কোথায়, কীভাবে আসবেন তা হাদীছে বিস্তারিত এসেছে। সেখানে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ নেই। তারা শেষ যামানায় আত্মপ্রকাশ করবেন। তারা পৃথিবীতে এসে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। পৃথিবী হতে যুলম-নির্যাতন দূর করে ন্যায় ও ইনছাফ কায়েম করবেন। আল্লাহর রাসূল ভালার স্থা র্জাইট্ন সম্পর্কে বলেছেন, 'শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মারিয়ামের পুত্র ঈসা র্জাই🎨 শাসক ও ন্যায়বিচারক হিসেবে আগমন করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং তিনি যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজদা করা তামাম দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪৮)। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষে নয়, বরং দামেশকে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। দুজন ফেরেশতার পাখার উপর হাত রেখে দামেশক (সিরিয়া) শহরের পূর্বে অবস্থিত সাদা মিনারের উপরে তিনি অবতরণ করবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৭)। **ঈসা** রুলাইঞ্চ অবতরণের আগে থেকেই ইমাম মাহদী দুনিয়ায় অবস্থান করবেন। আল্লাহর রাসূল খালাখে বলেছেন, 'তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে মারইয়াম পুত্র ঈসা 🦠 অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪৯)। সুতরাং হাদীছের

আলোকে ঈসা ক্রাট্টি ও ইমাম মাহদী পৃথিবীতে আগমন করলে হাদীছের বর্ণনানুযায়ী উল্লিখিত পরিবর্তনগুলো পরিলক্ষিত হবে: যার একটি এখনও দেখা যায়নি।

প্রশ্ন (২): যারা আল্লাহর কাছে চায় তারা অনেক সময় দেরিতে পায়, আবার যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে চলে তাদের চাওয়া-পাওয়া পূরণ হচ্ছে; এমন কেন হয়?

-আ. হান্নান বিন সাইফুল নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন, 'তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার তাকদীর বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন' (আল-ফুরকান, ২৫/২)। বান্দা আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ বান্দার প্রয়োজন অনুযায়ী দেন। কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দেরি করে পাওয়ার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না বা তার প্রতি সন্তুষ্ট না। রাসূল খুলাই বলেন, 'কোনো মুসলিম যদি দু'আ করে যার মাঝে কোনো গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের বিষয় নেই। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে এ তিনটির কোনো একটি দান করেন- (১) হয়তো তাকে তার কাঞ্চ্চিত দু'আ তাড়াতাড়ি দান করেন অথবা (২) তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন অথবা (৩) (দু'আর) সমপরিমাণ তার কোনো অকল্যাণ বা বিপদাপদ তার থেকে দূর করে দেন' (মুছানাফ ইবনে আবী শায়বা, হা/২৯১৭০)। আর যারা আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার পরও সানন্দে জীবনযাপন করছে বা তাদের চাওয়া-পাওয়াণ্ডলো পূর্ণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন, 'আমরা অল্প সময়ের জন্য তাদেরকে ভোগ করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব' (লুকমান, ৩১/২৪)।

প্রশ্ন (৩): ছালাতের ওসীলা বা কোনো একজন ব্যক্তির ওসীলা করে কি আল্লাহর কাছে দু'আ করা যাবে?

-মো. জাবেদ ইসলাম গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর: কোনো নেক কাজের ওসীলা দিয়ে দু'আ করা যায়। যেমন ছালাত, ছিয়াম বা ভালো কোনো কাজ। তিন ব্যক্তি যখন গুহায় আটকা পড়েছিল, তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করো, যা তোমরা আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্য করেছ এবং তার ওসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করো। তাহলে হয়তো আল্লাহ তোমাদের উপর হতে পাথরটি সরিয়ে দিবেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৩৩)। কোনো মৃত ব্যক্তির ওসীলা করে দু'আ করা যারে না। তবে জীবিত ব্যক্তির মাধ্যম দিয়ে দু'আ করা যায়। উমার ইবনুল খাত্তাব ক্র্মান্থ অনাবৃষ্টির সময় আক্রাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব ক্র্মান্থ অনাবৃষ্টির সময় আক্রাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব ক্র্মান্থ অনাবৃষ্টির সময় আক্রাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব ক্রমান্থ (আগে) আমরা আমাদের নবী ক্রমান্থ এবং বলতেন, হে আল্লাহ! (আগে) আমরা আমাদের নবী ক্রমান্থ এবং অপিনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবী ক্রমান্থ এবং আপনি বৃষ্টি দান করকেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হতো (ছহীহ বুখারী, হা/১০১০)। উমার ক্রমান্থ এর আহ্বানে আক্রাস ক্রমান্থ দু'আ করেন।

ছালাত

প্রশ্ন (৪): ছালাতে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে ছোট সূরা আর দ্বিতীয় রাকআতে বড় সূরা পড়লে ছালাত হবে কি?

> -বাদল সরকার কিশোরগঞ্জ সদর।

উত্তর: ছালাতে প্রথম রাকআতে কিরাআত দীর্ঘ করা এবং দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত করাই সুন্নাত। আবৃ ক্লাতাদা 🕬 হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী অল্লিক্র যোহরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে আরও দুটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকআতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। কখনো কোনো আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। আছরের ছালাতেও তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য দুটি সূরা পড়তেন। প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন। ফজরের প্রথম রাকআতও তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সংক্ষেপ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৯)। তবে যদি কেউ দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআতের তুলনায় লম্বা কিরাআত করে, তবে তার ছালাত শুদ্ধ হবে। কেননা তা ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। রাসূল জ্বাত্র জুমআ ও ঈদের ছালাতে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা পড়তেন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ পড়তেন। অথচ সূরা গাশিয়াহ সূরা আ'লার থেকে ছোট।

প্রশ্ন (৫): আমাদের গ্রামে ইসতিসকার ছালাত পড়তে গিয়ে ছাদাকা হিসেবে টাকা তোলা হয়েছে। এভাবে রাসূল ﷺ – এর সময়ে ইসতিসকার (বৃষ্টি প্রার্থনার) ছালাতে গিয়ে ছাদাকা করার কোনো প্রমাণ আছে কি?

-মইনুল ইসলাম পাকুড়, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর: রাসূল ক্রিলার বা ছাহাবায়ে কেরামের সময় ইসতিসকার ছালাতে গিয়ে ছাদাকা তোলা হয়েছে মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই ইসতিসকার ছালাতের জন্য মাঠে গিয়ে দান তোলা যাবে না। তবে বৃষ্টি বন্ধের একটি অন্যতম কারণ হলো যাকাত আদায় না করা। আর দান-ছাদাকার মাধ্যমে মানুষের প্রতি ইহসান করা হয় এবং আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। রাসূল ক্রিলার বলেন, 'যখন তারা যাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুপ্পদ জন্তু না থাকত, তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না' (ইবনে মাজাহ, য়/৪০১৯)। অতএব, ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষ নিজ নিজ যাকাত বের করতে পারে যেন আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করে।

প্রশ্ন (৬): ছালাতের ইকামত যখন দেওয়া হয়, তখন কি কোনো জবাব দিতে হবে? যখন ইকামতে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলৃঙ্গাহ' বলা হয় তখন কি 'ছাঙ্গাঙ্গান্থ আলায়হি ওয়া সাঙ্গাম' বলতে হবে?

> -মো. তাহেনুর রহমান নয়নপুর, দিনাজপুর সদর।

উত্তর: ইকামতের জবাব দিতে হবে। কেননা রাসূল ক্ষ্মীর বলেন, 'সে (মুরাযযিন) যা বলে তোমরা তাই বলো' (ছহাহ মুসলিম, হা/৩৮৪)। এখানে আযান বা ইকামত বলে পার্থক্য করা হয়নি। আবার রাসূল ক্ষ্মীর বলেন, 'প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে' (ছহাহ বুখারী, হা/৬২৭)। এখানে দুই আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আযান ও ইকামত। আর ইকামতে 'আশহাদু আরা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার সময় 'ছাল্লাল্লান্থ আলায়হি ওয়া সাল্লাম' নয় বরং 'আশহাদু আরা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলতে হবে। কেননা রাসূল ক্ষ্মীয়ে মুয়াযযিনের কথারই পুনরাবৃত্তি করতে বলেছেন (ছহাহ মুসলিম, হা/৩৮৪)।

প্রশ্ন (৭): কোনো আমলে সামান্য বিদআত থাকলে কি সম্পূর্ণ আমল বাতিল হবে? যেমন ছালাতে মুখে নিয়্যত পড়লে কি সম্পূর্ণ ছালাতই বাতিল হবে?

> -মো. লিমন হোসেন হান্ডিয়াল, পাবনা।

উত্তর: কোনো আমলে সামান্য বিদআত থাকলে সম্পূর্ণ আমল বাতিল হবে। কেননা রাসূল ক্ষান্তর ঐ কাজটিকে প্রত্যাখ্যাত বলেছেন, যা নেকীর উদ্দেশ্যে শরীআতে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে বা আমল করা হয়। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭)। আরেক বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত হবে' (মুসলিম, হা/৪৩৮৫)। রাসূল ক্ষান্তর বলেন, 'যে বিদআত করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা, মানুষ এবং সকলের লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো ফরয় আমল ও কোনো নফল কবুল করবেন না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৫৫)।

প্রশ্ন (৮): জামাআতে ছালাত আদায় করলে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে ২৫/২৭ শুণ বেশি ছওয়াব হয়। এখন কেউ যদি শেষ বৈঠকে এসে ছালাত পায়, তাহলে সে কি জামাআতে ছালাত আদায়ের সবটুকু ছওয়াব পাবে?

-সিয়াম শিকদার চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তর: ছালাতে জামাআতের শেষ বৈঠকে শরীক হলে সে জামাআতের নেকী পাবে। রাস্লুল্লাহ ক্র্রুল্লাই ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওয়ু করার পর মসজিদে গিয়ে দেখতে পায় যে, মানুষেরা ছালাত আদায় করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকেও তাদের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান করবেন, যারা মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতের সাথে পুরো ছালাত আদায় করেছে। তাতে জামাআতে ছালাত আদায়কারীদের ছওয়াব কম হবে না' (আবু দাউদ, হা/৫৬৪)। রাসূল ক্র্রুল্লের বলেছেন, 'যখন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে মুকীম ও সুস্থ অবস্থায় আমল করত' (ছহাহ বুখারা, হা/২৯৯৬)। তবে কোনো শারঈ ওয়র ছাড়াই অলসতাবসত কোনো মুছল্লী যদি শেষ বৈঠকে জামাআতে শরীক হয়, তাহলে সে জামাআতের নেকী

পাবে না। কেননা আবৃ হুরায়রা ক্রান্ট্রুই হতে বর্ণিত, রাসূল বালিক, বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ছালাতের এক রাকআত পায়, সে (সম্পূর্ণ) ছালাত পেল' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮০)।

প্রশ্ন (৯): কুনূতে নাযেলায় হাত তুলে দু'আ পড়ার দলিল কী?

মিরপুর-১০, ঢাকা।

উত্তর: কুনৃতে নাযেলায় হাত তুলে দু'আ করা যায়। আনাস

ক্ষান্ধ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল

ক্ষান্ধ -কে

দেখেছি, যখন তিনি ফজরের ছালাত আদায় করতেন তখন

তিনি দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং তাদের (মুশরিকদের)

উপর বদ দু'আ করতেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৪০২)।

প্রশ্ন (১০): যে মহিলারা জুমআর ছালাতে অংশগ্রহণ করে না তারা কি বাসায় থেকে জুমআর দিন দুব্যা করতে পারে?

-আবূল কালাম আজাদ।

উত্তর: জুমআর দিনে দু'আ কুবল হওয়ার বিষয়টি ছালাতে অংশগ্রহণ করার সাথে সম্পৃক্ত নয়। সুতরাং পুরুষ-নারী যে কেউ এ দু'আ করতে পারে। এ ব্যাপারে রাসূল ক্রিট্রার বলেন, 'জুমআর দিনের বার ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, তখন কোনো মুসলিম আল্লাহর নিকট যেই দু'আ করে আল্লাহ তাই কবুল করেন। তোমরা এই সময়টিকে আছরের পরে শেষের ঘণ্টায় অনুসন্ধান করো' (আবু দাউদ, হা/১০৪৮)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'এই বিশেষ মুহূর্তিটি হলো, ইমামের খুৎবার জন্য মিম্বরের উপর বসার সময় হতে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত' (মুসলিম, হা/৮৫৩)।

প্রশ্ন (১১): ফজরের আযান হয়ে গেছে এরপরে আমি মসজিদে গেলাম। এ পর্যায়ে আমি কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ব নাকি ফজরের সুন্নাত পড়ব?

-মো. সাবির শেখ হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর: বাড়ি থেকে সুন্নাত পড়ে না আসলে মসজিদে ঢুকে নির্দিষ্ট ওয়াক্তের যে সুন্নাত ছালাত রয়েছে তাই আদায় করবে। ঐ সুন্নাত ছালাতই তাহিয়্যাতুল ওয়্, দুখূলুল মসজিদ ও ছালাতের পূর্বে ছালাতের জন্য যথেষ্ট হবে। আর সুন্নাত পড়ে আসলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। আর যেসব ফরয ছালাতের পূর্বে নিয়মিত সুন্নাত নেই, যেমন এশার ছালাত; এক্ষেত্রেও তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে। প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে পরে ছালাতের

সুন্নাত পড়তে হবে এমন আমল ছাহাবী, তাবেঈ হতে প্রমাণিত নয়। বরং ছাহাবীগণ মসজিদে ঢুকে ছালাতের নির্ধারিত সুন্নাত ছালাতই পড়তেন। আনাস ক্রিল্ট হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। যখন মুয়াযযিন মাগরিব ছালাতের আযান দিল, তখন তারা (ছাহাবীগণ) তাড়াহুড়া করে খুঁটির নিকট গিয়ে দুই রাকাআত ছালাত আদায় করতেন। এমনকি অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে অধিক সংখ্যক ছালাত আদায়কারীর কারণে তার মনে হতো যে, মনে হয় (ফরয) ছালাত শেষ হয়ে গেছে (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩৭; মিশকাত, হা/১১৮০)। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে, ছাহাবীগণ মসজিদে ঢুকেই উক্ত ছালাতের সুন্নাত আদায় করতেন।

প্রশ্ন (১২): রাতের ছালাতে মিসওয়াক করা কি সুন্নাত?

-ফয়সাল খান চট্টগ্রাম।

উত্তর: যেকোনা ছালাতের আগে মিসওয়াক করা সুন্নাত। আবৃ হুরায়রা ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ক্রিল্লের বলেছেন, 'আমি যদি আমার উন্মতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫২)।

কবর

প্রশ্ন (১৩): কবরের উপর গাছ লাগানো যাবে কি? কবরস্থানের ফল মানুষ খেতে পারবে কি?

-শহিদুল ইসলাম কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: কবরস্থানে কবর হয়ে গেছে এমন আবাদ করা যাবে না, সেখানে গাছ লাগানো যাবে না; বরং গাছ থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে। রাসূল ক্রিট্রে, ছাহাবী কিংবা তারেঈ কেউই এমন কোনো কাজ করেননি। জাবির ক্রিট্রেণ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার উপর কোনো কিছু লিখতে বা কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে রাসূলুল্লাহ ক্রিট্রেনিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯-৯৭২; তিরমিষী, হা/১০৫২)। তবে কবরমুক্ত জায়গাগুলো ব্যক্তিগতভাবে আবাদ করা যাবে, যদি তা ওয়াকফকৃত না হয় এবং কবরস্থানের ফলমূল খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন (১৪): আমাদের বাড়িতে আমার দাদার কবর আছে। প্রায় ৪০ বছর আগে আমার দাদা মারা গেছে। কবরটি এখন পাকা করা অবস্থায় আছে। আমার প্রশ্ন হলো, পাকা কবর কি ভেক্তে ফেলতে হবে এবং বাড়িতে কি কবর রাখা যাবে?

-ইমরান

শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর: অতিসত্বর উক্ত কবর ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কেননা রাসূল ক্রির করর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। জাবির ক্রিল্রেই হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার উপর কোনো কিছু লিখতে বা কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে রাসূলুল্লাহ ক্রিট্রেই নিষেধ করেছেন ছেইছ মুসলিম, হা/১০০; তিরমিয়ী, হা/১০৫২)। রাসূল ক্রিট্রেই আলী ক্রিট্রেই মুসলিম, হা/২১৩৩)। আর মৃত ব্যক্তিকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে, তবে কারণবশত বাড়িতে দাফন করা হলে কবর স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৫): কোনো হিন্দু শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়া কি জায়েয?

-শাফিউর রহমান শুয়াইব পবা, রাজশাহী।

উত্তর: অমুসলিম শিক্ষকের কাছে শিক্ষা অর্জন করা যায়।
যদি তিনি কোনো বৈধ এবং উপকারী বিষয়ে শিক্ষা প্রদান
করেন এবং তার মাঝে শিরকী, কুফরী বা অনৈসলামী অথবা
সন্দেহমূলক কোনো বিষয় না থাকে। ইবনে আব্বাস শুলিছা
বলেন, বদর যুদ্ধের কিছু বন্দি ছিল যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার
ক্ষমতা ছিল না। তখন রাসূল ভালা তাদের মুক্তিপণ নির্ধারণ
করেন যে, তারা আনছারদের সন্তানদের লেখা শেখাবে
(মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৬)। ইমাম শাফেঈ শাক্ষে বলেন,
হালাল ও হারামের পর চিকিৎসা বিদ্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান
আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে ইয়াহূদীখ্রিষ্টানরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে (সিয়ারু আলামিন নুবালা,
৮/২৫৮)।

প্রশ্ন (১৬): ব্যবহৃত পোশাক পুরাতন হয়ে গেলে দান করা যাবে কি?

-মো. ইউসুফ উদ্দীন সোনাতলা, বগুড়া। উত্তর: সামর্থ্য থাকলে নতুন পোশাকই দান করতে হবে। কেননা দানের ক্ষেত্রে দানকারীর উচিত হলো তার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটি দান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো নেকী অর্জন করতে পারবে না' (আলে ইমরান, ৩/৯২)। ব্যবহৃত পুরাতন পোশাক সাধারণত যদি পরিধান করার মতো অবস্থায় থাকে এবং ছিঁড়া বা ফুটো না থাকে, তাহলে তা দান করা যাবে। আর ব্যবহার অনুপযোগী হলে দান করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়্যুত করো না, অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া তা তোমরা গ্রহণ কর না (তোমাদেরকে তা দেওয়া হলে, তোমরা তা নিবে না)। আর জেনে রেখাে! নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত' (আল-বাকারা, ২/২৬৭)। পুরাতন কাপড় দান করার ফ্যীলতের ব্যাপারে যে হাদীছগুলো এসেছে তা যেঈফ (ভিরমিয়া, হা/৩৫৬০ ও ২৪৪৯)।

প্রশ্ন (১৭): কোনো ব্যক্তি এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করার পর তওবা করেছে। এখন সে কি তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: নিশ্চয় ব্যভিচার একটি বড় পাপ ও গর্হিত অপরাধ। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে ঐ মহিলার মেয়ে বা মা তার জন্য হারাম হয়ে যায় না (আল-উম্ম লি-শাফেল, ৭/১৬৪)। হারেস বলেন, আমি ইবনে মুছাইয়াব ও উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে কোনো এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে, তার জন্য ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করা কি বৈধ? তারা দুইজন বললেন, কোনো হারাম হালালকে হারাম করে দেয় না (মুছারাফ আব্দুর রায্যাক, হা/১২৭৬৬)।

প্রশ্ন (১৮): কুরআন খতম করে কবরবাসীর উপর বখশিয়ে দেওয়া যাবে কি? আর এর ছওয়াবগুলো কবরবাসীদের কাছে পৌঁছবে কি?

-মো. তাহেনুর রহমান নয়নপুর, দিনাজপুর সদর।

উত্তর: কুরআন খতম করে কবরবাসীর উপর বখশিয়ে দেওয়া যাবে না। কেননা এমন আমল আল্লাহর রাসূল জ্লার্ট্র, ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে প্রমাণিত নয়। বরং লোক ভাড়া করে চুক্তি করে কুরআন খতম করে তা মৃত ব্যক্তির নামে বখিশিয়ে দেওয়া স্পষ্ট বিদআত। রাসূল ক্ষার্ট্র বলেন, 'কেউ আমাদের এ শরীআতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা বাতিল' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তবে জীবিত ব্যক্তিরা তাদের জন্য দু'আ বা দান-ছাদাকা করতে পারে। এক ব্যাক্তি নবী ক্ষায় তিনি (মৃত্যুর পারের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু ছাদাকা করে যেতেন। এখন আমি তার পক্ষ হতে ছাদাকা করলে তিনি এ ছওয়াব পাবেন কি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ (অবশ্যই পাবে)' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৯৮)। আবূ হুরায়রা ক্ষায়ল হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তিনবী ক্ষায়ল করল, আমার পিতা মারা গেছেন এবং তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন; কিন্তু ওছিয়ত করেননি। তার পক্ষ থেকে ছাদাকা করা হলে কি তার গুনাহ ক্ষমা হবে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩০)।

প্রশ্ন (১৯): রফিক (ছদ্মনাম) এলাকার সম্ব্রান্ত ব্যক্তি। হঠাৎ তার আর্থিক সমস্যা শুরু হয়, ঋণ হয়ে যায়। এদিকে বন্যাদুর্গত এলাকায় দানের জন্য কিছু লোক অর্থ সংগ্রহ করতে রফিকের কাছে আসে। ঋণের কথা বলে দান না করলে গ্রামে রফিকের গীবত হতে পারে এ ভয়ে রফিক দান করে। এরকম দুর্নামের ভয়ে ভালো কাজ করলে রিয়া হয় কি?

-হ্রদয়

-২০০ কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর: এমতাবস্থায় নিজের বিষয়টি স্পষ্ট করাই ভালো এবং যথাসাধ্য উপস্থিত মানুষকে কিছু দান করা যায়। আবৃ হুরায়রা শ্রেন্ নবী ক্রিন্ট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'সচ্ছল অবস্থায় (প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ) হতে ছাদাকা করা উত্তম। যাদের ভরণপোষণ তোমার দায়িত্বে, প্রথমে তাদেরকে দিবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪২৬)। তবে লোক দেখানোর জন্য দান করা যাবে না। রাসূল ক্রিন্টার বলেন, 'আমি তোমাদের উপর যে জিনিসটিকে বেশি ভয় করি, তা হলো ছোট শিরক'। ছাহাবীরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি উত্তর দিলেন, 'রিয়া। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের আমলের বিনিময় দেবেন, তখন রিয়াকারীকে বলবেন, যাও দুনিয়াতে যাদেরকে তোমরা তোমাদের আমল দেখাতে, দেখ তাদের নিকট কোনো প্রতিদান পাও কি-না?' (মুসনাদে আহমদ, হা/২০৬৩৬)।

প্রশ্ন (২০): মসজিদের ভিতরে বা বাহিরের দেয়ালে বাংলা বা আরবী ক্যালিগ্রাফি করা যাবে কি?

> -জোবায়েদ জুয়েল কুড়িগ্রাম।

উত্তর: মসজিদের ভিতরে বা বাহিরের দেয়ালে আরবী বা বাংলা ক্যালিগ্রাফি করা যাবে না। কেননা এতে মুছল্লীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে এবং মসজিদেকে সুসজ্জিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আনাস 🕬 হতে বর্ণিত, আয়েশা 🚜 এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ^{জ্ঞান্ত} বললেন, 'আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাত আদায়ের সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৪)। রাসূল ভুলাই উছমান বিন **তালহাকে** বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে (কা'বা ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো) শিং দইটি ঢেকে রাখার আদেশ দিতে ভুলে গেছি। কারণ আল্লাহর ঘরে এমন জিনিস থাকা সমীচীন নয়, যা ছালাত আদায়কারীকে অন্যমনস্ক করে দেয়' (আবূ দাউদ, হা/২০৩০)। রাসূলুল্লাহ 🐃 বলেছেন, 'আমাকে উঁচু করে মসজিদ বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি'। ইবনু আব্বাস বলেন, তোমরা (অচিরেই) মসজিদসমূহকে এমনভাবে সুসজ্জিত করবে যেরূপ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা (তাদের উপাসনালয়) সুসজ্জিত করে থাকে (আবু দাউদ, হা/৪৪৮)।

প্রশ্ন (২১): আমার পরিবার অসচ্ছল। আমার পরিবারের জানা ছিল না যে, আকীকা করতে হবে। তারা এখন আকীকা করতে চায়। আমরা ২ ভাই, ১ বোন। সবাই বিবাহিত। এখন কি তারা আকীকা করতে পারবে?

-আরিফ বিন সাঈদ শাহবাজপুর, বগুড়া।

উত্তর: সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে পিতামাতার দায়িত্ব হলো আকীকা করা। সামুরা ইবনু জুনদুব ক্র্ন্ত্রু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্র্ন্ত্রু বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে, যা তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়, মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয় (আব্ দাউদ, য়/২৮৩৮)। সুতরাং আকীকা সপ্তম দিনেই করতে হবে। কোনো কারণে সপ্তম দিনে করা না হলে পরবর্তীতে করার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, আকীকা ১৪ বা ২১ দিনে

করা যায়- মর্মে যে বর্ণনাটি এসেছে তা যঈফ (সূনানে কুবরা, বায়হাকী, হা/১৯২৯৩; মুসতাদরাক আলাস ছহীহায়ন, হা/৭৫৯৫)।

প্রশ্ন (২২): প্রতিমা পূজাতে আক্রমণ ঠেকাতে একজন মুমিন কি পূজা চলমান অবস্থায় পাহারা দিতে পারে? তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, কিন্তু সে দেশের কথা বিবেচনা করে এই কাজে অংশ নিতে চাইছে। যদিও সে অন্তর থেকে এসব কাজকে ঘৃণা করে আর এখানে সরকার কর্তৃক দায়িত্বশীল পুলিশ বা অন্য বাহিনী থাকবে। কিন্তু এখন পুলিশ বা অন্য বাহিনীর উপর যেহেতু আস্থা রাখা যাচ্ছে না, তাই এই কাজে শামিল হওয়া যাবে কি?

-আবৃ তাহের

পাবনা।

উত্তর: সাধারণভাবে অমুসলিমদের মন্দির বা পূজা পাহারা দেওয়া মুসলিমের জন্য হারাম। কেননা তারা স্পষ্ট শিরকের সাথে জড়িত এবং এটা তাদের শিরকের প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসার প্রকাশ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। ইবনু আব্বাস 🚜 জন্ম হতে বর্ণিত, নবী 🚟 যখন কাবা ঘরে ছবিগুলো দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৫২)। তবে যিম্মীদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার্থে সেখানে রাষ্ট্রীয় বাহিনীদের পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হলে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে পাহারা দিতে পারবে না। তবে অনাকাঞ্চিত কোনো কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলা যদি না থাকে বা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয় আর মুসলিমদের প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য যিম্মী বা তাদের উপাসনালয়ে হামলা করা হয়, তাহলে তাদেরকে অথবা তাদের নিরাপত্তা বা শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পাহারা দেওয়া যেতে পারে। যিম্মীদের নিরাপতার ব্যাপারে নবী 🚟 বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো যিশ্মীকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩১৬৬)।

প্রশ্ন (২৩): আমাদের এলাকায় বিয়ের অনুষ্ঠান হলেই দেখা যায় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এসে তা বাজানো হয়। তখন বাধা দেওয়ার জন্য ২/১ ছেলে ছাড়া কেউ আসে না। তাদের আগে থেকে নিষেধ করা হলেও তারা তা মানে না।
পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, আমরা বাধা দিতে গেলে
আমাদেরকে ধমকানোর জন্য পিতামাতা, ছেলেমেয়ে
পরিবারের সবাই এগিয়ে আসে। এমতাবস্থায় আমরা কি
এভাবে বারবার অনুষ্ঠানে বাধা দিতে যাব?

-মো. সাইফুল ইসলাম চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: ইসলামে বাদ্যযন্ত্র জায়েয নয়। এমন অন্যায় দেখলে তা স্বস্তান থেকে প্রতিহত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে' আলে ইমরান, ৩/১১০)। তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটা দল থাকবে, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে' (আলে ইমরান, ৩/১০৪)। ইবনু উমার 🍇 🖼 🖼 আবু আয়্যব ক্ষাল্ড -কে দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালের পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। এরপর ইবনু উমার 🔊 এ ব্যাপারে বললেন, মহিলারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবু আয়্যব 🦓 📆 বললেন, আমি যাদের সম্পর্কে আশঙ্কা করেছিলাম, তাতে আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করিনি। আল্লাহর কসম! আমি আপনার ঘরে কোনো খাদ্য খাব না। এরপর তিনি চলে গেলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৮১; নাসাঈ, হা/৫৩৫১)। সুতরাং এমতাবস্থায় সামাজিকভাবে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগে তা বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। রাসূল আছি বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সে ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা; যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা তা ঘূণা করবে আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)।

প্রশ্ন (২৪): লেয়ার মুরগির বিষ্ঠা কি মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে?

> -মো. ইসহাক আলী চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর: মুরগি পালনে নানা রকম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়। যেগুলো মুরগির বিষ্ঠার মাধ্যমে মাছের শরীরে প্রবেশ করে। এগুলো ধ্বংস হয় না। তাই এগুলো মাছের মাধ্যমে পরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। এ জন্য কয়েক বছর আগেই মাছের খাবার হিসেবে মুরগির বিষ্ঠা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। তাই লেয়ার বা অন্য মুরগির বিষ্ঠা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। উবাদা ইবনুছ ছমেত ক্রিক্রা ফতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও করা যাবে না' (হবনু মাজাহ, হা/২৩৪০)। নবী ক্রিক্রা বলেছেন, 'কেউ অপরের ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতিসাধন করবেন' (আবু দাউদ, হা/৩৬০৫)।

প্রশ্ন (২৫): আমাদের এলাকায় জমি থেকে ধান উঠার আগে ধান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এলাকার কৃষকেরা কিছু টাকা ধার হিসেবে নেন এই শর্তের ভিত্তিতে যে, ধান উঠার পর তখনকার বাজারদর অনুযায়ী ধার নেওয়া টাকা ধান দিয়ে পরিশোধ করা হবে। এটা কি বৈধ হবে?

-নাসির উদ্দীন নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর: না, এভাবে চুক্তি করা বৈধ হবে না। কেননা এখানে পণ্যের মান ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং তা তখনকার বাজারমূল্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু শর্তসাপেক্ষে এই চুক্তি বৈধ। ইসলামে এটাকে বাইয়ে সালাম বলা হয়। শর্তগুলো হলো- ক. ফসলের মান ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে, খ. ফসল হস্তান্তরের সময় ও স্থান সুনির্দারিত হতে হবে, গ. চুক্তির সময়ই ফসলের পুরো মূল্য বিক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। পরে বেশি মূল্য দাবি করতে পারবে না। রাসূল ক্রিয়েই বলেন, 'কোনো ব্যক্তি অগ্রিম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট ওয়নে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে করে' (ছয়হ বুখারী, য়/২২৪০)। তবে তারা ধান বিক্রি করে টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

প্রশ্ন (২৬): আমরা অনেকেই জানি যে, মাছ ধরার জন্য এখন আর্টিফিশিয়াল লুর (যেমন ব্যাণ্ডের আকৃতি, বিভিন্ন ছোট মাছের আকৃতি এবং পোকামাকড়ের আকৃতি) ব্যবহার করা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের আর্টিফিশিয়াল লুর ব্যবহার করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা কি বৈধ হবে?

> -মোহাম্মদ আমান উল্লাহ নোয়াখালী।

উত্তর: বেশিরভাগ আর্টিফিশিয়াল লুর (কৃত্রিম টোপ) প্লাস্টিক, ধাতু বা অন্যান্য কৃত্রিম উপাদান দিয়ে তৈরি হয়, যা সাধারণত হালাল এবং তা মাছ ধরার মতো বৈধ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তা ব্যবহার করে মাছ ধরা যাবে এবং এরকম পণ্য বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর এগুলো মূর্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (২৭): আমি আজ অনেক বছর ধরেই বিদেশে আছি।
নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। এই
নামের উপর সবকিছুই চলছে। এখন আর নাম পরিবর্তন
করে আগের নাম গ্রহণ করার কোনো উপায় নেই। আমার
প্রশ্ন হলো, নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

-সাইয়েদ কান্ত আহমাদ সইজারল্যান্ড।

উত্তর: নাম পরিবর্তন করা ইসলামে বৈধ। রাসূল আনেক নাম সুন্দর ও অর্থবোধক নাম না হওয়ায় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। উমার ক্রিক্-এর এক মেয়ের নাম ছিল আছিয়া (অবাধ্য), রাসূলুল্লাহ আর্লি তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জামীলা (ছয়হ মুসলিম, য়/২১৩৯)। তাই পরিবর্তিত বর্তমান নাম মন্দ না হলে পুনরায় পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। রাসূল আর্লি আরো বলেন, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আন্দুল্লাহ ও আন্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম' (আরু দাউদ, য়/৪৯৫০)। তবে নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি কাউকে ধোঁকা দেওয়া হয়, তাহলে তা পরিবর্তন করা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (২৮): ফ্রিল্যানিং (যেমন ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং) এর মাধ্যমে কাজ করে টাকা আয় করলে সেটা কি বৈধ হবে?

> -কাওসার জামান বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে বায়ার ও ফ্রিল্যান্সারের মধ্যে পারস্পারিক আলোচনার ভিত্তিতে কাজ করার নাম হচ্ছে, ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং। ফ্রিল্যান্সিং করে অর্থ উপার্জন করা বৈধ না অবৈধ তা নির্ভর করে কাজের উপর। কাজটি যদি শরীআতে হালাল হয়, তাতে মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় না থাকে, অন্যের অধিকার নষ্ট করা না হয়, সন্দেহপূর্ণ বিষয় বা অপ্লীলতা অথবা কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত কোনো কিছু ব্যবহার করা না হয় অথবা ইসলাম বিরোধী কিছু না থাকে; তাহলে তা করে উপার্জন করাতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূল ক্রিছুর্ল বলেন, 'নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ প্রাণ্ডিন নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন' (ছহীহ বুখারী, হা/২০৭২)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৯): আমাদের একটি বড় মোরগ ফ্যানের সাথে লেগে তার মাথা আলাদা হয়ে গেছে। আলাদা হওয়ার সময় রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। এখন কি তার গোশত আমরা খেতে পারব?

-কাওছার আলী

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: না, তার গোশত খাওয়া যাবে না। কেননা যেসব প্রাণীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যবেহ করা হয় না, সেগুলো খাওয়া হারাম। তবে যদি জীবিত থাকে, তাহলে তার একটু অংশ কাটার মাধ্যমে খাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যাতে (যবেহকালে) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তার কিছুই তোমরা খেও না এবং নিশ্চয় তা গর্হিত' (আল-আনআম, ৬/১২১)। নবী আল্লাই বললেন, 'যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা তোমরা খাও' (ছহীহ বুখারী, হা/২৫০৭)।

প্রশ্ন (৩০): এক লোক তার কোনো জমি আমার কাছে রেখে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে যায় এ শর্তে যে, পরবর্তীতে যতদিন এ টাকা ফেরত দিতে না পারবে ততদিন তার জমি আমি ব্যবহার করব। এ জমির আয় কি আমার জন্য হারাম হবে?

-মো. সোলাইমান

নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

উত্তর: এমন চুক্তির নাম বন্ধক। এমন পদ্ধতির বন্ধক হারাম। তাই এ শর্তে টাকা ধার দিয়ে জমির আয় গ্রহণ করা হারাম। তার জমি বন্ধক হিসেবে রাখা যেতে পারে ঋণদাতার সম্পদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে; জমি ব্যবহার করে আয় করার জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা সফরে থাক আর লিখে রাখার মতো কোনো লেখক না পাও, তাহলে (নিরাপত্তাস্বরূপ) বন্ধক রাখো...' (আল-বাকারা, ২/২৮৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, « হুট্ট কুট্টেন্ট্রুই বলেছেন, « ইট্টেন্ট্রুইট্টের্টিই বলেছেন, « ইট্টেন্ট্রুইট্টের্টিইট্টের্টিইট্টের্টিইট্টের্টিইট্টের্টিইট্টের্টিট্রের্টিইট্টের্টিট্রের্টিইট্টের্টিট্রের্টিটের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিটের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিলির্টিলির্টির্টিট্রের্টিট্রের্টিট্রের্টিলির্টিলির্টিট্রের্টিলির্টিল

طَفَعَةً، فَهُو رِبًا (যে ঋণ মুনাফা বয়ে আনে, সেটাই এক প্রকার সূদ' (বায়হাকী, সুনানে কুবরা, ১১/২৯৪/১১০৩৭, সমর্থক হাদীছ থাকার কারণে হাসান হাদীছ)।

প্রশ্ন (৩১): আমি টিউশনি করাই। আমার পেমেন্ট যদি কেউ হারাম টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে সেটা আমার জন্যও কি হারাম হবে?

> -সাব্বির তালুকদার ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর: হারাম মাধ্যমে উপার্জন করার জন্য উপার্জনকারী পাপী হবে। তবে হালাল পন্থায় তার থেকে অন্য কেউ তা গ্রহণ করতে পারে। কেননা বারীরা-কে গোশতের টুকরা ছাদাকা দেওয়া হলে নবী ক্রি বলেন, 'এটা বারীরার জন্য ছাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৩)। তবে এমন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। আর কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে যদি জানা যায় য়ে, সে কারো সম্পদ চুরি বা ছিনতাই করেছে, কারো থেকে অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করে সম্পদ নিয়ে নিয়েছে, কারো আমানতের খেয়ানত করেছে; তাহলে তার সম্পদ নেওয়া যাবে না। কেননা তা সরাসরি মাযলুমের সম্পদ (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৯/৩২৩)।

প্রশ্ন (৩): ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি বেশ কয়েক বছর দেরি করে টাকা পরিশোধ করে এবং সে যদি সেই সময়ের টাকার মান ঠিক রাখার জন্য কিছু টাকা বেশি পরিশোধ করে, তাহলে এটা কি সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে? অর্থাৎ ঋণ নেওয়ার সময় চালের দাম ছিল ৪০ টাকা আর এখন ৭০ টাকা।

> -আবূ তাহের হাজীনগর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর: জি, এক্ষেত্রে ঋণের পাওয়া টাকার থেকে বেশি টাকা নিলে তা সূদ হিসেবে গণ্য হবে। যে ঋণের মাঝে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের শর্ত করা হয় বা যে ঋণ লভ্যাংশ নিয়ে আসে তাই সূদ। তাই মুদ্রাক্ষীতির কারণে টাকার মূল্য কমে গেলে তা বেশি পরিশোধ করা যাবে না। তবে যদি ঋণদাতার পক্ষ থেকে কোনো শর্ত ছাড়াই স্বেচ্ছায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি কিছু বাড়তি প্রদান করে, তাহলে তা সূদ হবে না। আবৃ হুরায়রা ক্রিক্ত্র হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাহাবায়ে কেরাম তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তিনি বলেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কথা বলার

অধিকার রয়েছে। তার জন্য একটি উট কিনে আনো এবং তাকে তা দিয়ে দাও'। তারা বললেন, তার উটের বয়সের চেয়ে বেশি বয়সের উট ছাড়া আমরা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, 'সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৯০)।

প্রশ্ন (৩৩): ক্রিপ্টোকারেন্সি কি হালাল এবং এর মাধ্যমে ট্রেডিং এর হুকুম কী?

-মো. নাছিম আহমেদ কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: ক্রিপ্টোকারেন্সি এক ধরনের সাংকেতিক ডিজিটাল মুদ্রা, যার কোনো বাস্তব রূপ নেই। এর অস্তিত্ব শুধু ইন্টারনেট জগতেই আছে। এটি ব্যবহার করে লেনদেন শুধ অনলাইনেই সম্ভব; ব্যাংকে বা ডিজিটাল মোবাইল ব্যাংকিং এর মতো মুদ্রা বাস্তবে বের করে ব্যবহারের সুযোগ নেই। যার পুরো কার্যক্রম ক্রিপ্টোগ্রাফি নামক একটি সুরক্ষিত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। কিছু উল্লেখেযোগ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Ripple. ক্রিস্টোকারেন্সি এক ধরনের পিয়ার টু পিয়ার ব্যবস্থা। এতে তৃতীয় পক্ষের তথা সরকার বা কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না অর্থাৎ এখানে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। তাই কে কার কাছে এই ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় করছে তা অন্য কেউ জানতে পারে না এবং ভ্যালুর উপর কোনো দেশের সরকারের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই। কারণ এই মুদ্রাব্যবস্থার কোনো কেন্দ্রীয় রূপ নেই। ব্লক প্রযুক্তিতে এটি লেনদেন হয়। সূতরাং এটি ব্যবহার করা বা তা দিয়ে লেনদেন বৈধ নয়। কেননা এখানে ধোঁকার আশঙ্কা রয়েছে। রাসূল আলিং বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬)। এই কারেন্সিগুলোর ক্ষেত্রে সকালে যার ভ্যালু ২০০০ ডলার সন্ধ্যায় তার ভ্যালু ২০০ ডলার হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের উদ্ভাবক কে তা জানা যায় না এবং আর ইসলামে অনিশ্চিত উপায়ে অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ। আবূ হুরায়রা ক্র্মাল্ট বলেন, রাসূল আলাই কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনাবেচা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম হা/১৫১৩)। তাছাড়াও এটি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত নয়, এর অন্তর্নিহিত বা নিজস্ব কোনো মূল্য নেই এবং এটি অনেক সময় নিষিদ্ধ হ্যাকিং ও জুয়ায় লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাসূল ক্ষ্মী বলেছেন, 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০)।

প্রশ্ন (৩৪): উসতাযের অনুমতি ব্যতীত চুরি করে অনলাইনে উসতাযের ক্লাস দেখে ইলম অর্জন করলে এবং পরবর্তীতে সেই ইলম দ্বারা প্রাইভেট বা টিউশনির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করলে তা কি হালাল হবে?

> -মো, ইশতিয়াক মুজিবনগর।

উত্তর: প্রথমত, সাধারণভাবে উসতাযের অনুমতি না থাকলে তার অনুমতি ছাড়া চুরি করে অনলাইনে ক্লাস দেখে ইলম অর্জন করা জায়েয নয়। সেক্ষেত্রে তিনি যদি কোনো ফি নির্ধারণ করে থাকেন, তাহলে তা পরিশোধ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কেননা ইসলামে চুরি করা বা বান্দার হক্ব খর্ব করা কোনোটিই বৈধ নয়। বরং বান্দার হক্ব নষ্ট করলে কিয়ামতের দিন তা নিজের ভালো কর্ম থেকে পরিশোধ করতে হবে বা মাযল্মের গুনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে (ছহাহ বুখারী, হা/৬৫৩৪)। তবে এভাবে জ্ঞানার্জন করা হয়ে গেলে তা দিয়ে উপার্জন করতে পারে। কেননা জ্ঞান ব্যক্তির অর্জিত সম্পদ। নবী ক্রায়ের বেলছেন, 'নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ ক্রায়ন্ট নিজ হাতে উপার্জন থেকে খেকে খেতেন' (ছহাহ বুখারী, হা/২০৭২)।

প্রশ্ন (৩৫): ইসলামে কুমিরের মাংস খাওয়া কি হালাল?

-মাহবুবুর রহমান হামচর, চাঁদপুর।

উত্তর: কুমির হালাল প্রাণী নয়। এটি জলের হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা হিংস্র প্রাণীর ন্যায় তার বড় বড় দাঁত রয়েছে। এছাড়াও কুমির একটি উভচর প্রাণী অর্থাৎ এরা জলে ও স্থলে উভয় জায়গায় থাকতে পারে। বড় বড় দাঁত ও নখ বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী খেতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস শুল্লা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ভুল্ল সকল প্রকার দাঁতওয়ালা হিংস্র প্রাণী এবং নখধারী পাখি (খেতে) নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৪)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'দন্ত বিশিষ্ট সকল হিংস্র পশুর গোশত খাওয়া হারাম'

(ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৩৩)।

দুপা

প্রশ্ন (৩৬): আমরা মসজিদে যাওয়ার সময় একটি দু আ পড়ি। 'আল্লাহ্ম্মাজআল ফী কলবী নুরান'-দু আটি পড়তে আমার অনেক ভালো লাগে। আমি কি মাঝে মাঝে উক্ত দু আটি পড়তে পারব?

-সিরুল মিজান

মৌলভীপাড়া, রংপুর সদর।

উত্তর: উক্ত দু'আ মসজিদে যাওয়ার সময় পড়া যেতে পারে। পূর্ণ দু'আটি হলো, فِوْرَا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَأَمَايِي نُورًا، وَخَلْفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَأَمَايِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَخَوْقِي نُورًا، وَخَوْقِي نُورًا، وَأَخْعَلْ لِي نُورًا. أَوْ قَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًا وَأَمَايِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَأَخْعَلْ لِي نُورًا، وَأَخْعَلْ نِي نُورًا، وَخَوْقِي نُورًا، وَخَعْتِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا. أَوْ قَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورًا 'আল্ল-হুমাজআল ফী কলবী নূরাও, ওয়া ফী সামঈ নূরাও, ওয়া ফী বাছারী নূরাও, ওয়া আন ইয়ামীনী নূরাও, ওয়া আন শিমালী নূরাও, ওয়া আমা-মী নূরাও, ওয়া খলফী নূরাও, ওয়া ফাওকী নূরাও, ওয়া তাহতী নূরাও, ওয়াজ আল্লী নূরান' (ছইীহ মুসলিম, হা/৭৬৩)। হাদীছে এসেছে, তারপর মুয়াযযিন আযান দিত। রাসূল ﷺ ছালাতের দিকে এই দু'আ বলতে বলেতে বের হতেন, আল্ল-হুমাজআল ফী কলবী নূরাও... (ছইীহ মুসলিম, হা/৭৬৩)।

প্রশ্ন (৩৭): আয়াতুল কুরসীর বিশেষ কোনো ফ্যীলত আছে কি?

-শাফিউর রহমান শুয়াইব পবা, রাজশাহী।

উত্তর: কুরআনুল মাজীদের দ্বিতীয় সূরা আল-বাকারার ২৫৫ নং আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। আয়াতুল কুরসীর অনেক ফযীলত। নিম্নে কিছু ফযীলত উল্লেখ করা হলো- ১. জান্নাত লাভ। রাসূল ক্রিরী বলেন, 'প্রত্যেক ফর্য ছালাতের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতে যাওয়ার পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না' (আল-মুজামূল কারীর, হা/৭৫৩২)। ২. রাতে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। শয়তান আবৃ হুরায়রা ক্রিন্দুল কে শিখিয়ে দিয়েছিল, যখন তুমি রাতে শয়ায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللهُ لَا إِلهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১)। ৩. কুরআনের

মাঝে গুরুত্বপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত (মুসনাদে আহমাদ, হা/২১২৭৮)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৩৮): আমি সরকারি চাকরি করতাম। সেখানে হাফ প্যান্ট পরা লাগত, দাড়ি সেভ করা লাগত এবং অনেক গালাগালি করাসহ খারাপ কাজ করা লাগত। আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। আমার চাকরি চলাকালীন সময়ও আমার বউ আমার বাড়িতে থাকত না, এখনও আসবে না। আসতে বললেই বলে, এই নাই, সেই নাই আর তোমার চাকরিও নাই। এখন আমার সন্তান হবে। কিন্তু আমার খরচ বহন করার ইচ্ছা হয় না। এমন অবস্থায় আমি তাদের খরচ বহন না করলে আমার কি পাপ হব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: স্ত্রী-সন্তানের যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব হলো স্বামীর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পিতার উপর দায়িত্ব হলো ভালোভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা' (আল-বাকারা. ২/২৩৩)। সূতরাং স্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় তার যাবতীয় দেখাশুনার দায়িত্ব স্বামীর। এমতাবস্থায় স্বামী যদি পূর্বের অসৎ কাজ থেকে তওবা করে হালালভাবে জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে প্রয়োজনে পারিবারিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে স্ত্রীর উচিত স্বামীর সাথে সংসার শুরু করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত' (আন-নিসা, ৪/৩৫)। এরপরেও কোনো সমাধান না আসলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। কিন্তু স্ত্রী থাকাকালীন স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ স্বামীকেই দিতে হবে।

প্রশ্ন (৩৯): মাহরামের সাথে নির্জনে থাকা যাবে কি? যেমন বাবা বাইরে গেলে ছেলে তার মায়ের সাথে একা থাকা বা বাবা-মা উভয়ে বাইরে গেলে ভাইবোন বাসায় একা থাকা?

-আব্দুল্লাহ পাবনা।

উত্তর: মাহরামের সাথে নির্জনে থাকাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে দেখা করার বৈধতা দিয়েছেন এবং বিবাহ হারাম করে দিয়েছেন। রক্ত সম্পর্ক, দুধ সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী পুরুষ পরস্পরের মাহরাম হয়। বরং নারীদের জন্য সফর বা গায়রে মাহরাম কারো সাথে দেখা করতে হলেও মাহরাম সাথে থাকতে হবে। ইবনু আব্বাস প্রাক্তির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিলাই বলেছেন, 'মাহরামের বিনা উপস্থিতিতে কোনো পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪১)। আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'কোনো পুরুষ একজন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান' (তিরমিয়ী, হা/১১৭১)।

প্রশ্ন (৪০): যাদের মাসিক অনিয়মিত হয় অর্থাৎ ২/৩/৪ মাস পরপর হয়, তাদের তালাকের পর কত দিন ইন্দত পালন করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হলো তিন হায়েযে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন মাসিকস্রাব কাল অপেক্ষায় থাকবে' (আল-বাকারা, ২/২২৮)। মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে বা অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা মাসিক না হলে তাদের তালাকের পর তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে। আর গর্ভবতীদের ইদ্দত সন্তান হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের যেসব স্ত্রী আর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত' (আত-তালাক, ৬৫/৪)। আর যদি অনিয়মিত মাসিক হয়, তাহলে তিন মাসিক (হায়েয) ইদ্দত পালন করবে। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে হায়েযকে নিয়মিত করা সম্ভব হলে এবং প্রয়োজন মনে করলে তা করে নিতে পারে। অন্যথায় এক হায়েয় ২/৩ মাস হিসেবেই ৬/৯ মাসে তিন হায়েয পূর্ণ করবে।

প্রশ্ন (৪১): আমি বিবাহ করতে চাই এমন মেয়ের খোঁজখবর অন্যের মাধ্যমে নেওয়া যাবে কি?

-শাওন ঢাকা।

উত্তর: বিবাহের আগে অব্যশই পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারিতা ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে নিজে বা কারো মাধ্যমে খোঁজখবর নেওয়া এবং পাত্রীকে দেখে নেওয়া উচিত। আবূ হুরায়রা শুক্রু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জনৈকা আনছারী মহিলা বিবাহ করেছি। নবী আলী তাকে বললেন, 'তুমি কি দেখে নিয়েছিলে? কেননা আনসারদের চোখে ক্রটি থাকে'। লোকটি বলল, আমি তাকে দেখে নিয়েছি (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৭৭)। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আলি বলেহেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে, তখন তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে এমন কিছু দেখা সম্ভব হলে সে যেন তা করে' (আবু দাউদ, হা/২০৮২)। তবে বিবাহের আগে পাত্রীর সাথে একাকী বাহিরে যাওয়া, খোশগল্প করা, ফোনে বা মেসেজে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় কথা বলা বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৪২): আমি বিবাহ করার ২৮ দিন পরে আমার স্ত্রীর গোপন কিছু কথা জানতে পারি। সেগুলো আমার গায়রতে (আত্মমর্যাদায়) আঘাত লাগে। যার কারণে আমি রাগের মাথায় আমার স্ত্রীকে মোবাইল ফোনে কলের মাধ্যমে ২ দিনে ৪ বারে ১২ বার তালাক দেই। দুই দিন পর মীমাংসা হয়ে সংসার শুরু করি। প্রশ্ন হলো আমরা কি হালাল সম্পর্কে আছি? আমার সন্তান কি বৈধ সন্তান হবে?

-মোহাম্মদ রুবেল হোসাইন নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উত্তর: জি. উক্ত সম্পর্ক হালাল এবং আপনাদের সন্তান হলে তা হবে বৈধ সন্তান। কেননা এক তুহুতে যতবারই তালাক দেওয়া হোক না কেন তা এক তালাক বলেই বিবেচিত হবে এবং স্বামী স্ত্রীকে নতুন বিবাহ ছাড়াই ফেরত নিতে পারবে। ইবনু আব্বাস 🔊 ব্যাজ্ঞ -এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ খালাব -এর যুগে এবং আবূ বকর ক্ষাল ৮ -এর যুগেও উমার 🕬 🗝 এর খেলাফাতের প্রথম দুবছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হতো। পরে উমার ইবনুল খাত্তাব 🐠 বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দেই... (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সূতরাং তিনি তা তাদের জন্য বাস্তবায়িত ও কার্যকর সাব্যস্ত করলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৫৬৫)। **আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস** প্^{রোজ্ঞা} থেকে বর্ণিত, আবূ রুকানা নামে একজন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন নবী আনীর তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এটা এক তালাক হয়েছে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৭)। তবে মনে রাখতে হবে, তালাক একটি শরীআতের বিধান। এটা কোনো হাসি-তামাশার বিষয় নয়। তাই তালাক দিতে হলে শরীআতের বিধান মেনেই তালাক দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন (৪৩): এক দম্পতির ছেলে সম্ভান আছে। তাদের সম্ভান নেওয়া বন্ধ করে অন্যের মেয়েকে দত্তক নিতে চায়। তাদেরকে কি মেয়ে দত্তক হিসেবে দেওয়া যাবে? উল্লেখ্য যে, তাদের বিশ্বাস আবার সম্ভান নিলে ছেলে হবে।

> -দেলোয়ার বিন মর্তুজা দিনাজপুর।

উত্তর: না, তাদের সন্তান দত্তক দেওয়া যাবে না। কেননা স্থায়ীভাবে সন্তান নেওয়া বন্ধ করা ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের সন্তানকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না. তাদের ও তোমাদের আমিই রিযিক্ক দিয়ে থাকি' বোনী ইসরাঈল, ১৭/৩১)। সূতরাং হারাম কাজে যেকোনোভাবে সহযোগিতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পুণ্য ও তারুওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো. পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা. ৫/২)। তাই তাদের সন্তান দত্তক দিয়ে এ ধরনের হারাম কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আর পেটের সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এর খবর একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি ছাড়া কেউ জানে না। এটি একটি গায়েবের বিষয়। যা আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি জানেন মায়ের পেটে কী আছে' (সূরা লুক্ন্মান, ৩১/৩৪)। সূতরাং এরকম বিশ্বাস শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (88): আমরা বাসা থেকে একটু দূরে একটি কাযী অফিসে বিয়ে করি। তখন পরিবারের সম্মতি ছিল না। তারপর যার যার বাড়িতে চলে যাই। আমরা আলাদা থাকি। কিছুদিন পর উভয় পরিবারের পিতামাতা বিয়ে মেনে নেয় এবং অনুষ্ঠান করে মেয়েকে তুলে দেয়। আমরা নতুন করে কাযী আনিনি বা বিবাহ হয়নি। আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে?

-মোহাম্মদ ইউসুফ দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তর: উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। সুতরাং আবার মেয়ের অভিভাবক ও সাক্ষীর উপস্থিতিতে নতুন করে বিবাহ পড়াতে হবে। উক্ত সম্পর্ক ব্যক্তিচারের সম্পর্ক। কেননা মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হয় না। রাসূলুল্লাহ ক্লিরে বলেছেন, 'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে সংঘটিত হয় না' (তিরমিয়ী, হা/১১০১)। তিনি আরও বলেন, 'অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার কিন্তু তার সাথে তার স্বামী সহবাস করলে, তবে সে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করে সংগত হওয়ার কারণে তার নিকট মোহরের অধিকারী হবে। ওলীরা দ্বন্দে লিপ্ত হলে, যে ব্যক্তির কোনো অভিভাবক নেই তার ওলী হবে দেশের শাসক' (তিরমিয়ী, হা/১১০২)।

প্রশ্ন (৪৫): আমরা জানি, দাদার আগে যদি বাবা মারা যান তাহলে নাতি/নাতনিরা দাদার সম্পত্তির অংশ পাবে না, সেক্ষেত্রে দাদা ওছিয়ত করতে পারবেন। আমার প্রশ্ন, দাদা যদি ওছিয়ত করে না যান সেক্ষেত্রে নাতি/ নাতনিরা কি কিছুই পাবে না? আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ওছিয়ত যে করা যায় এই বিষয়টা অনেকে জানেন না।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: দাদার জীবদ্দশায় পিতা মারা গেলে চাচাদের উপস্থিতিতে দাদা যদি ওছিয়ত করে না যায় তাহলে নাতি-নাতনিরা দাদার সম্পত্তির কোনো অংশ পাবে না। কারণ সম্পদ বন্টন হয় জীবিত হক্বদারদের মাঝে। এজন্য যাদের ওছিয়ত করা প্রয়োজন আছে তাদের অতিসত্বর ওছিয়ত করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওছিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হলো' (আল-বাকারা, ২/১৮০)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার 🖓 আনুষ্ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল 🚟 বলেছেন, 'কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার কাছে ওছিয়তযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দুই রাত কাটাবে অথচ তার নিকট তার ওছিয়ত লিখিত থাকবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩৮)। তবে না জানার কারণে দাদা ওছিয়ত করে না গেলে চাচারা তাদের সম্পদের কিছু অংশ তাদেরকে দিতে পারেন, যা তারা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিবে।

প্রশ্ন (৪৬): নবম শ্রেণির একজন মেয়ে। তার বাবা তার অনুমতি নিয়ে বিবাহ দেয়। বিবাহের কিছুদিন পর তার পূর্বের প্রেমিকের সাথে পালিয়ে গিয়ে প্রেমিকের বন্ধুর আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেয় এবং সেখানে আলাদা আলাদা ক্রমে দুই দিন অবস্থান করে। অপরদিকে মেয়ের বাবা পুলিশে কাছে জিডি করে তাদেরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এখন মেয়ে তার ভুল স্বীকার করেছে। এখন স্বামীর কর্তব্য কী?

> -মাহমুদ রাজশাহী।

উত্তর: এক্ষেত্রে তাদের বিবাহ বহাল আছে। এমতাবস্থায় স্ত্রী রাখবে কি-না এটা স্বামীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে স্ত্রী যদি ভুল স্বীকার করে, খালেছভাবে তওবা করে এবং ফিরে আসতে চায়; তাহলে স্বামীর উচিত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যদি ফিরে আসতে না চায় বা ভবিষ্যতে এমন কোনো কাজের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকে, তাহলে পারিবারিকভাবে আলোচনার ভিত্তিতে তালাকের বিবেচনা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা কর, তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকৃল অবস্থা সৃষ্টি করবেন' (আন-নিসা, ৪/৩৫)। ইবনে আব্বাস 🔊 থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী এমন যে, কোনো স্পর্শকারীর হাতকে সে বাধা দেয় না। রাসূলুল্লাহ খুলাই বললেন, 'তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও'। সে ব্যক্তি বলল, আমি তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে (তাকে ছেড়ে থাকতে) পারব না। তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি তাকে রেখেই দাও' (নাসাঈ, হা/৩৪৬৫)।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৭): 'জ্ঞান মানুষের হারানো সম্পদ' এটি কি হাদীছ?

-নাসিম

নিতপুর, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর: 'জ্ঞান হলো মানুষের হারানো সম্পদ; যেখানে পাও, তা কুড়িয়ে নাও'-এই উক্তিটি হাদীছ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও এর কোনো ছহীহ সূত্র পাওয়া যায় না। এটি একটি প্রবাদ বাক্য। তবে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব নিয়ে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ক্লিক্ট্র বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯)। প্রশ্ন (৪৮): রাসূল হু সূরা যিল্যালকে কুরআনের অর্ধেক বলেছেন, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরানকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। এই বর্ণনাটি কী ছহীহ?

> -গোলাম রাব্বি বরিশাল।

উত্তর: সূরা যিল্যালের ফ্যীল্তের অংশটুকু ছহীহ নয়, বাকি অংশ ছহীহ। এ ব্যাপারে বর্ণনাটি হলো, ইবনু আব্বাস ক্ষাল্ট্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্ষাল্ট্র বলেছেন, 'সূরা ইযা যুল্যিলাত কুরআনের অর্ধেকের সমান, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং কুল ইয়া আইয়ৢহাল কাফিরন এক-চতুর্থাংশের সমান (তির্মিয়ী, হা/২৮৯৪)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯): ছেলে সম্ভানের নাম 'মুহাম্মাদ' রাখলে তাকে কীভাবে ডাকতে হবে? এটা নবী ক্রি-এর নাম, যেটা শুনলে আমরা দর্মদ পড়ি। এক্ষেত্রে কি দর্মদ পড়তে হবে? ছেলে সম্ভানের দুইটা ভালো নাম দরা করে উল্লেখ করবেন।

-ইউসুফ গাজীপুর।

উত্তর: 'মুহাম্মাদ' নামে নাম রাখা যায় এবং কোনো ব্যক্তির এ নাম রাখা হলে নাম তাকে 'মুহাম্মাদ' বলেই ডাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ ক্লি বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রেখাে, কিন্তু আমার উপনাম গ্রহণ করাে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৩৮)। তবে তার নাম বলার পর ছাল্লাল্লাভ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলা যাবে না। কেননা তা কেবল রাসূল ক্লি -

এর জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর উপর দর্মদ পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও' (আল-আহ্যাব, ৩৩/৫৬)। রাসূল আমার উল্লেখ করা হলো; অথচ আমার উপর দর্মদ পাঠ করল না (অর্থাৎ ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলল না)' (তিরমিয়ী, হা/৩৫৪৫)। ইবনে উমার প্রান্তাল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, রাসূল আনুল্লাহ এবং আনুর রহমান' (আবু দাউদ, হা/৪৯৪৯)।

প্রশ্ন (৫০): মাথাব্যাথা হলে করণীয় কী?

-মো. আবূ তালহা জুবায়ের মজমপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর: শরীরের কোনো জায়গায় ব্যথা অনুভব হলে সেখানে হাত রেখে এই দু'আ পড়া যায়। উছমান ইবনু আবূল আছ্ছাকাফী শুল্লং হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাস্লুল্লাহ শুল্লং বর নিকট একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার দেহে অনুভব করছেন। রাস্লুল্লাহ শুল্লাই তাকে বললেন, 'তোমার শরীরের যে অংশ ব্যথাযুক্ত হয়, তার উপরে তোমার হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলবে এবং সাতবার বলবে- ﴿عَوْرُ بِعِزَّةِ اللَّهِ عَرْدُ وَأَحَاذِرُ وَالْحَاذِرُ وَالْحَادِرُ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِرُ وَالْحَادِ وَالْحَاد



আনাস হোমিও এন্ড হিজামা কেয়ার

মো: মনিরুল ইসলাম

হোমিও চিকিৎসক ও হিজামা থেরাপিস্ট, ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)

চিকিৎসা সেবাসমূহ

- বিনা অপারেশনে নাকের পলিপাস
- বিনা অপারেশনে পাইলস, টনসিল ও টিউমার
- বিনা অপারেশনে গ্যাস্টিক ও পেপটিক আলসার
- বিনা অপারেশনে কিডনীর পাথর ও মুত্রথলীর পাথর
- বিনা অপারেশনে অ্যাপেন্ডিসাইটিস
- প্রসাবের ইনফেকশন
- হাঁটু ও কোমরের হাঁড় ক্ষয় ও বৃদ্ধি
 এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিজনিত ব্যথা

হজরীপাড়া (বানকের মোড়), দারুশা, কর্ণহার, রাজশাহী।

C 0190b-164188

প্রতিটি মসজিদ হোক, দ্বীনি শিক্ষার প্রথম পাঠশালা !



কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পুরস্কারসমূহ



শিক্ষার্থী ও তার ১ জন অভিভাবক কে ওমরাহ পালনের সুযোগ সাথে সনদ ও ক্রেস্ট।



নগদ ৫০ হাজার টাকা সাথে সনদ ও ক্রেস্ট।



নগদ ৩০ হাজার টাকা সাথে সনদ ও ক্রেস্ট।

8র্থ থেকে ১০ম পর্যন্ত পাবেন বিশেষপুরস্কার। এছাডাও সকল অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সাধারণ পুরস্কার।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সেরা শিক্ষক পুরস্কার

১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীর শিক্ষককে যথাক্রমে নগদ ২০, ১৫ ও ১০ হাজার টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হবে।

সেন্টার পর্যায়ে পুরস্কারসমূহ



নগদ ৫ হাজার টাকা এবং বই



নগদ 🕲 হাজার টাকা এবং বই



নগদ ২ হাজার টাকা এবং বই

প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ও ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

সেন্টার পর্যায়ে সেরা শিক্ষক পুরস্কার

প্রথম তিন জন শিক্ষার্থীর শিক্ষককে নগদ ২ হাজার টাকা করে সম্মানি

🗣 ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী **©**03809-023**b**38

www.addawaahilallah.com

মক্কা-মদিনা হজ্জ-ওমরাহ কাফেলা

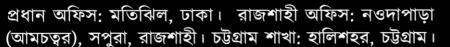
সালের

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে



- **হজ্জ**
- ওমরাহ
- বিমান টিকিট
- হোটেল বুকিং গাইড সেবা
- খাবার ট্রান্সপোর্ট

- ওমরাহ ভিসা
- ওমরাহ+দুবাই
- ওমরাহ+মিশর প্যাকেজ



- ৩০১৩২৯-৭৪১৭০০ (ঢাকা)
- © 039४२-৮৫৫3৯9
- **७** ०১**੧**২৯-৮১৫৫২২

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বরসমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জার্মি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১

নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা। হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬

বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্পহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা। হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩

নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০

নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল) রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল) বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা। হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩

বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাশ)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফাভ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা। হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭

বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)



নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন



আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ



Monthly Al-Itisam الرعرتاحيا 9th Year, Ist Part, November 2024, Price : 30.00

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক সদ্যে প্রকাশিত

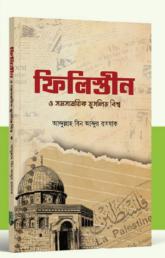
कितिश्रीत

ও সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক

পৃষ্ঠা : ২৪৮

মূল্য: ১৭০ টাকা



এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজট করুন \tag{tubapublication.com}



রাজশাহী

নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার

গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থক্রক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল: ০১৪০৭-০২১৮৫০



আল-আহদীছল মনতাখাবাহ

নিৰ্বাচিত হাদীছগুচ্ছ

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

পৃষ্ঠা : ৮৮

মূল্য: ৮০ টাকা



আদর্শ শিক্ষা কিতাবুদ দাওয়াহ

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক

পৃষ্ঠা: ১৫২

মূল্য : ১৪০ টাকা













